মায়াবিনী।

AJU PUBLIC LIBRARY
Estd. 1902.
AJU HOWRAH.

দৃশ্য-কাব্য।

শ্রীআশুবোধ বিদ্যাভূষণ-প্রণীত
ও
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীবাবুরাম চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

সাল ইং ১৯০৪।

মূল্য ১।৹ টাকা।

উৎসর্গ-পত্র।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার—

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মহাশয়েষু ;—

জীবনের সহচর, 'নিত্যবোধ'-সহোদর-
অনুরোধ,—পশি আমি কাব্যের কাননে।
রোপি চারু-তরু-বর, ফুলে ফলে নিরন্তর,—'
শোভি যাহে, তোষে সদা—কাব্যামোদি-জনে॥
সে আশা—দুরাশা মনে, অনুরোধ-সন্তর্পণে,—
পশিয়া কাননে,—বৃক্ষ করিনু রোপণ।
কুবৃক্ষ—যদি বা হয়, সীমা-ভাগে স্থান রয়,
এই আশা,—অধিক না করি আকিঞ্চন॥
রোপিনু অজ্ঞাত-স্থানে, বাঁচাইও কৃপা-দানে,
নাটক-নলিনে তুমি উজ্জ্বল-তপন।
তব করে বিকসিত, পরিমলে সুবাসিত,—
হয় যদি,—তুমি তার—বিকাশ-কারণ॥
সুফল করিনু দান, লব শিরে অপমান,—
সুধা-জ্ঞানে—সুধী যাহা করিবে বর্ষণ।
ব্যর্থ যদি হের শ্রম, প্রাণের অনুজে মম,—
ব্যথিত হেরিলে—দিও প্রবোধ-বচন॥

২ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্,
হ্যারিসন-রোড্ পোষ্ট অফিস্
কলিকাতা।

ভবদীয়—
শ্রীআশুবোধ দেবশর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র-গণ।

মহাপুরুষ।

বিলাস	... ...	মালবাধিপতি।
সুকুমার	... ...	মালব-রাজকুমার।
ঢুণ্ঢিরাজ	... ...	রাজ-বয়স্য।
বিভোর	... ...	মৎস্যদেশের যুবরাজ।

রাজ পুরুষ-গণ, দৈবজ্ঞ, জনৈক ব্রাহ্মণ, প্রতিহারী ও পিশাচদ্বয়।

পাত্রী-গণ।

কুহকিনী।	... ...	কুহক-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী
জ্যোতির্ম্ময়ী	... ...	মালব-রাজ-মহিষী।
পুলোমা (মায়াবিনী)	...	কাম-চারিণী।
দিক্-সুন্দরী	... ...	ঢুণ্ঢিরাজ-পত্নী।
হর-সুন্দরী	... ...	ঢুণ্ঢিরাজের ভগ্নী-সম্পর্কীয়া।
বসন্তী	... ...	তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী।
ধাত্রী	... ...	সুকুমারের পালিকা।
বামা	... ...	অন্তঃপুর-চারিণী।
বিভোরা	... ...	মৎস্যদেশের যুবরাজ-পত্নী।

পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, সখীগণ, কুহক-সঙ্গিনীগণ, অপ্সরাগণ।

Prof. Ashu Bodha Vidyabhushana

PUBLIC LIBRARY

মায়াবিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(অর্বুদ-গিরি-গহ্বর।)

কুহক-সঙ্গিনীগণ—

গীত।

মজাইতে নরে, ছ'টি পথ ধ'রে—
পশিব অন্তরে, শুন কাণে কাণে।
টের্‌টি পাবে না, ধরাটি দিব না,
কাঁটায় ফেল না কাঁটা মানে মানে॥
বসিগে কাঞ্চনে, হরষিত মনে,
শোণিতে সিঞ্চিবে ধরা নরগণে,
মহত্ত্ব মজিবে, পশুত্ব পাইবে,
মাতিবে মানব রুধির পানে॥
চললো আলি, গরল ঢালি,
দিব ঘন তালি, নিরখি কালী—
মানবের মনে; চল লো গোপনে—
রমণীনয়নে, বিঁধিগে বাণে॥

(কুহকিনীর আবির্ভাব)

কুহকিনী। শোন্ শোন্ মন্‌টি দে শোন্, সর্‌লো এখন,
ভক্ত আসে পূজ্‌তে চরণ।
সাধ যে তার উঠ্‌তে গাছে, মইনে পাছে,
চাচ্চে সে যে আপন মরণ॥
লোভানি খাথাস্ তারে, পাপের ভারে,
হবে যবে ভরা বোঝাই।
ডুবাবি অতল জলে, পাত্‌লো ছলে,
থাক্‌বি সাথে ক'রে সামাই॥

[কুহকিনীর তিরোধান ও কুহকসঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

পুলোমার প্রবেশ।

পুলোমা। কোথা গো মা শক্তিস্বরূপিণি!
ইষ্ট-দেবি! অভীষ্টদায়িনি!
পড়িয়াছে অকূলে তনয়া,
হও গো সদয়া,
পদাশ্রয় যাচে তোর কাতরা কিঙ্করী,
করুণা বিতরি কর কৃপাকণা দান।
মাগো তোর কুহকের বলে—
অবিচল হিমাচল টলে,
গতিহীন হয় সমীরণ,
কিঙ্কর যেমন—
আজ্ঞাকারী সশঙ্কিত রহে পয়োধর,
দুস্তর-সাগর, ত্রাসিত অন্তর—
ভাবি পাছে বারি-রাশি নিমেষে শুকায়,

আজ্ঞাধীন প্রায়—
রবি-শশী সম্বরে স্বকর,
করুণা নিকর প্রেম প্রস্রবণ প্রায়—
ভক্তজনে রাখে ঘোর দায়,
তাই প্রাণ চায় তোর চরণ-যুগল,
মাগো হৃদি হ'য়েছে চঞ্চল—
দে মা বল দুর্ব্বল অন্তরে ;
এ বিপদ-ঘোরে,
কিঙ্করীরে রাখ আজি পায়।
তোমার কৃপায়—
নিরাশে না ভেসে কেহ যায়,
দুঃখের পাথারে ভক্তে পায় কৃপা-তরি,
ভাবি মনে কেন ডরি ঘোর আবর্ত্তনে,
দীনজনে দানিতে অভয়,
রয় বরাভয় কর করিয়ে বিস্তার—
অর্বুদ-গিরি-বাসিনী ঈশ্বরী আমার।
আজি মাতঃ! ঠেকিয়াছি বিষম বিপদে,
তাই পদে লইনু শরণ,
কর গো করুণা বিতরণ,
সকাতরে ডাকে তোরে কাতরা কিঙ্করী।

(ধূমের আবির্ভাব ও তন্মধ্য হইতে পদ্মপুষ্পহস্তে কুহকিনীব উত্থান)

কুহকিনী। চাই লো তোর ধনটা-ধনা, চাঁদের-কোণা,
মন-ভুলানা রসের নাগর।
রাখ্‌বে যে চ'কে চ'কে, বুকে বুকে,

মুখে মুখে গুণের সাগর ॥
খুঁজে তুই দিশেহারা, নয়নতারা,
প্রাণ-বিভোরা মনের-মতন।
ওলো ও ডব্‌গা ছুঁড়ি, মিল্‌বে জুড়ি,
হাব্‌ড়া বুড়ী ঠেল্‌বে বেদন ॥

পুলোমা। কিবা মাতঃ! অজ্ঞাত তোমার?
খুঁজিনু গো জগৎ-ভিতর,
প্রেমিক-প্রবর—
না মিলিল নয়নে আমার;
দাসী হ'য়ে যার, বিকাইয়া রব পায়,
সেজন কোথায় মাগো না হ'ল সন্ধান,
মাতোয়ারা প্রাণ—
বিনিময় করি কার সনে?
যোগ্য-জনে প্রেমপণে বিকাইতে চায়,
কিন্তু হায়! সেজন কোথায়—
প্রেম-ডালি ধরি যারে?
এ যৌবন-পারাবারে—
না মিলিল কুশল কাণ্ডারী,
তনু-তরি রোধিবারে নারি,
ঘূর্ণ্যমান নিরাশার ঘোর আবর্ত্তনে,
ধৈর্য্যের বন্ধনে মানা, নাহি মানে আর,
কর মাগো মহিমা প্রচার,
রাখ আজি তারে—
কৃপা-কণা অনুকূল-পবন সঞ্চারে,

হৃদিভারে মগ্ন-প্রায় তরি,
ডরি পুনঃ উন্মদা প্রকৃতি ধরি শিরে ;
হৃদয়-অম্বরে চিন্তা-চপলার-খেলা—
মুহুর্মুহু জ্বালা দেয় প্রাণে,
প্রশ্বাসের সনে—
গর্জ্জে ঊনপঞ্চাশ-পবন,
অশ্রুধার-ঘন-বরিষণ,
এ ঝটিকা কর নিবারণ,
শান্ত কর অশান্ত এ মন,
আকুলা অবলা-বালা অকূল-সাগরে,
রাখ তারে, নারী-প্রাণে কত সহে আর ?

কুহকিনী। ভাজা মাছ দোব হাতে, পার্‌বি খেতে,
মুখে দিতে বাছিস্ কাঁটা।
থাক্ চেপে দিন পনর, হ'য়ে দড়,
নইলে মুখে পড়্‌বে ঝাঁটা॥
দোব এক প্রেমের পাগল, করিস্ আগল,
ঠিক হবে তোর মনের মতন।
সঙ্গিনী আন্‌বে ছলে, ধর্‌বি কলে,
ঘোট-মঙ্গলে সইবি বেদন॥
নে লো তুই মায়ার এ ফুল, মিল্‌বে দুকুল,
একুল ওকুল নইলে যাবে।
গুণে এর বাড়্‌বে চটক্, পড়্‌বে আটক্,
ভুল্‌বে সে তোর হাবে ভাবে॥　　(পদ্মপুষ্প দান)
খবর্‌দার সাম্‌লে মাতা, ঘুর্‌চে যাঁতা,

বন্‌বনাবন্ মাতার পরে।
মাৎ যেন হ’স্‌নি রোকে, দেখ্‌বো চোকে,
রোগ সারে কি রোগী সরে॥

পুলোমা। মায়াবিনী কিঙ্করী তোমার,
ভাবনার নাহিক কারণ ;
তাহে পুনঃ ফুটেছে যৌবন,
বনদেবী সাজিয়াছে সুরভি পরশে,
কেবা হেন স্ববশে রাখিবে নিজ মন ?
নিধুবনে-অনুরাগ-মলয়-পবন—
ধীরে ধীরে বহে গো যখন,
যৌবন-মাধবী-নিশি—
ঘেরে আসি পুরুষ-কায়ায়,
রমণীর মুখ-শশী—
উজলে তবে গো সেই তামসী-নিশায়,
কোকিলের কাকলীর প্রায়—
কর্ণ-কুঞ্জ কূজিত সে কামিনী-কুহরে,
মণিতে মুনির মন হরে,
ভোগী প্রাণে মরে, যোগী যোগ ছাড়ে,
পদতলে পড়ে—
মনঃপ্রাণ করে সমর্পণ ;
নাহি হেন জন, যেবা ফিরায় নয়ন—
রূপ-মণি-প্রভা হেরি যৌবন-তপনে,
এ বিশ্বাস রেখো মাগো মনে,
শান্ত নরে, নাহি ডরে কিঙ্করী তোমার।

কুহকিনী। বেঁচে থাক্ বাহোবা বেটি, এলিয়ে ঝুঁটি,
লেগে যাস্ কায বাগাতে।
গিলিয়ে দুধে কলা, কুহক ছলা,
শেখাইনি'ক, মুখ হাসাতে॥
মদনে উঠ্‌বে আগুন, মনের বেগুন,
গুমে হবে ছেঁচ্‌কি পোড়া!
মিঠে বোল নুনটী ঢেলে, রূপের তেলে,
নিস্‌লো সেনে, দেখ্‌বি ঢোঁড়া। (অন্তর্দ্ধান)

পুলোমা। কৃপাময়ী ঈশ্বরী আমার,
কৃপায় তাঁহার—
হেলায় হইবে পার ছার পরীক্ষায়;
অন্তরায় রহে কিছু করিল জ্ঞাপন,
তিল তাহে না করি গণন,
পূর্ণ এক পক্ষ, তারে ঠেলিব কেমনে?
দীর্ঘকাল যার আশে করিব যাপন,
এ জীবনে তার সনে নাহি দরশন,
দেবীর আদেশ নাহি করিব লঙ্ঘন,
কিরূপে ঘটে বা দেখি—
রহস্যের অপূর্ব্ব মিলন। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যান।)

(সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

এগো ও তবে, নইলে যাবে প্রাণ।
প্রেমের বলে, অগাধ-জলে, ভাস্‌বেনা'ক ডাক্‌লে বান॥
নিজের কিছু রেখো না'ক, পরের সুখে সুখী থে'ক,
কেনা-বেচা চল্‌বে না'ক, এইটি প্রেম-নিশান।
দুঃখ-ভরা সই লো ধরা, প্রেমটি প্রাণ-আলো-করা,
আধার-হরা দীপের মত, ক'র্‌বে হৃদে আলোক দান।
(ও যার) হৃদয় আঁধার, জগৎ-পাথার,
প্রেম-দ্বীপে তার পরিত্রাণ॥

[সকলের প্রস্থান।

বিলাস ও জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবেশ।

বিলাস। এই ত আসিনু প্রিয়ে! রম্য উপবনে,
বিমল গগনে, তাবাবধূ সনে—
মৃদুল হাসিছে বটে ওই নিশামণি,
মধুববষিণী তব প্রিযসখীগণে,
ঢালিল শ্রবণে —
মধু-কণ্ঠে সুমধুর তান ;
মাতাইতে প্রাণ,

পরিমল করিয়ে হরণ—
বহিতেছে ধীরি ধীরি মধুর-পবন,
শান্তি দিতে সবো তুমি রহ সীমন্তিনি !
কিন্তু মন প্রমত্ত-বারণ,
সে অঙ্কুশে না মানে শাসন,
সুলভ ইন্ধন সম বাসনা-অনলে ;
জ্বলে প্রাণ কি যে যাতনায়—
কেমনে বর্ণিব তায়,
হায় শান্তি কোথা এ ভূতলে ?

জ্যোতিঃ। প্রেমে শান্তি হয় বরিষণ—
তব মুখে কতবার ক'রেছি শ্রবণ,
কেন তবে আজি অন্য মন ?
জাগাও সে প্রেমভাব অশান্তির প্রাণে ,
বাসনার ব্যবধানে থেক'না হে আর,
অনর্থ-সঞ্চার—
কোরো না হে জেনে শুনে মনে ;
মানস-কাননে—
কর নাথ ! অনুরাগ-বসন্ত উদয়,
মুকুলিত প্রেম-তরু হবে ফুলে ফলে,
পাবে তায় নবীন-জীবন ;
মৃদুল বহিবে প্রীতি-মলয়-পবন,
দিবাকর-প্রত্যয়-কিরণ—
আলোকিবে হৃদয়-ভুবন,
আত্মিক-মিলন পাবে তায়,

সংসার-আতপ-তাপ—
পশিবে না তিলেক কায়ায়,
শ্রান্ত আত্মা শান্তি পাবে প্রেমের পাদপে।

বিলাস। বাসনার দাস যেই জন,
প্রেম-চর্চ্চা তার নভঃ-কুসুম-চয়ন ;
প্রকৃতির প্রেম-চর্চ্চা—
সেও নাহি তার অধিকারে।
শশি-বিভাসিতা নিশা অলক্ষ্যেতে ধায়,
তরুণী মধুর-কণ্ঠে প্রেম-গীতি গায়,
শ্রুতিমূলে অজস্র ধারায়,
কিন্তু হৃদিতলে তার স্থান নাহি পায়,
ভেসে যায় সে মাধুর্য্য বাসনা-হিল্লোলে।
সে চিত-কমলে—
সৌন্দর্য্য-বারির নাহি ক্ষণ অধিকার,
কিসে হৃদি স্থির হবে তার ?
সচঞ্চল মতি সেই চিত-হারা জন,
ব্যগ্র তার মন—
সমধিক সুখ আস্বাদনে,
সুখ অন্বেষণে—
নিজ সুখে দেয় বিসর্জ্জন ;
স্থির প্রিয়ে ! চিত্ত-প্রসাদন—
একমাত্র সুখের নিদান,
সেই জে'ন প্রথম সোপান,
হায় তায় বঞ্চিত এ হতভাগ্য জন।

জ্যোতিঃ। মন্ত্রপূত যে সর্ষপ বলে—
ভূত-বৈদ্য ভূতযোনি চালে,
তাহে যদি করে কভু ভূতের আশ্রয়,
নিরাশ্রয় বিজ্ঞ বৈদ্য তায়,
প্রতীকার মানবের বুদ্ধির অতীত ;
এ সঙ্কটে নরে, ডাকে সকাতরে,
অব্যক্ত অচিন্ত্য সেই জগৎ-ঈশ্বরে ;
এস নাথ ! দুই প্রাণ এক প্রাণ ক'রে—
ভক্তিভরে ডাকি সেই সর্ব্বশক্তিমানে,
মঙ্গল বিধানে তিনি সতত তৎপর ;
করুণা-আকর—
জীব তরে কত যে কাতর,
প্রমাণ তাহার হের মাতৃ-পযোধরে,
ঝরে কি না প্রেম-ক্ষীর প্রাণরক্ষা তরে ?
দেখনি কি নাথ ! কভু মানস-নয়নে,
অপ্রেমিক জনে—
প্রেমশিক্ষা করিবারে দান,
ভেদিয়ে পাষাণ—
প্রস্রবণ কত তাঁর হয় ধাবমান ?
নাহি ভয়, হোক্ যত পাষাণ-হৃদয়,
প্রেমে তাঁর উছলিবে অশ্রু-প্রস্রবণ,
নিরাশ্রয়ে দিবে আজি সুখ-নিকেতন—
জ্ঞান-গুণাতীত সেই নিত্য নিরঞ্জন।
বিলাস। ভক্তি অতি বিরল ধরায় ;

হেন ভক্তি কোথা পাব, যায়
অজস্র ধারায়—
দুনয়নে হবে বরিষণ ?
সারল্য-আধার সেই ভক্তের জীবন।
কহ প্রিয়ে! স্বরূপ কথন,
হেন প্রেম ধর কি হে হৃদয়-মাঝারে—
পরদুঃখে স্বতঃ যাহে দুনয়ন ঝরে ?
আপন অন্তরে নাহি করহ গোপন।

জ্যোতিঃ। পরদুঃখে স্বতঃ গলে রমণীর মন,
তাহে নাহি প্রেমের-সাধন ;
ভক্তিহীন হেরি দীনজনে—
আঁখি-ধার ধরে না নয়নে,
এক ধ্যানে সকাতর প্রাণে—
বিভু-পাশে করি তার মঙ্গল-কামনা ;
সন্তান-বেদনা—
স্বতঃ মনে মানবের মালিন্য দর্শনে,
পতি তুমি তিল নাহি রাখিব গোপনে।

বিলাস। পুণ্যবতী তুমি সতি! ধন্যা এ জগতে,
প্রেমময়ি! হেন প্রেম কোথায় লভিলে—
দেহ প্রিয়ে! সন্ধান আমায়,
মরুভূমে বাঁচে যায় পান্থের জীবন।

জ্যোতিঃ। বিভুপাশে নিত্য করি অশ্রু বিসর্জ্জন—
সকাতরে প্রেমলাভ তরে,
কাতর অন্তরে, ডাকিলে তাঁহারে,—

স্থির তিনি নহে কদাচন,
ভক্ত-তরে ব্যগ্র সদা ভক্তের জীবন।

বিলাস। উদাসিনী সম তব হেরি হে প্রকৃতি,
ভাল সতি! কহ বিবরণ,
সংসারের প্রলোভনে—
টলে কিনা টলে তব মন?

জ্যোতিঃ। তব শ্রীচরণ-কৃপা-বলে,
প্রলোভন ছলে—
বিচলিতা নহে দাসী কভু।

বিলাস। দুঃখের বাত্যায়—
অটল কি রহে তব মন?

জ্যোতিঃ। কে করিবে বল নাথ! অসাধ্য-সাধন?
আমি সংসারিণী,
তৃণ-সম আপনারে গণি—
সংসার-উর্ম্মির পরে,
মলিনা মানবী—
দেবী-ভাব কেমনে বা ধরে?
সুখ-দুঃখ-ভরে—
সম টলে মানবীর মন;
প্রবল ঝটিকা যবে দেয় দরশন,
স্থির কে বা রাখে তরী নদীর উপরে?
বিচলিত আরোহী সে তরণীর সনে;
বিজ্ঞ জনে কহে মাত্র এই সদুপায়,
এই ঘোর সংসার-দোলায়—

যত হ'ক্ ভীষণ ঘূর্ণন,
আঁখিমুদে বিভুপদ যাঁর আলম্বন,
নাহি তাঁর পতনের ভয়।

বিলাস। অটুট প্রত্যয় ধরে হেন বিজ্ঞ জন,
ভাল সত্তি! কহ বিবরণ,
অতীব কঠোর এই সংসার-বন্ধন,
কিসে তুমি সুখবাস বিষম বন্ধনে?
সংসার-আশ্রমে—
তৃপ্তি-প্রদ কিবা তব কহ প্রিয়তমে?

জ্যোতিঃ। প্রীতি-প্রদ শুধু তব চরণ-বন্দন,
পুলকিত তাহে অতি মন,
তব সুখে সুখের সঞ্চার;
নাহি অন্য কামনা আমার—
বিনা তব তুষ্টি-সম্পাদন।
হৃদ্-কুম্ভ পূর্ণ তব মঙ্গল-চিন্তায়,
স্থান কোথা তায়—ধরিতে পঙ্কিল স্বার্থ-বারি?
অশরীরি-শক্তি করে তাহারে পোষণ,
প্রেমে যে বা করে নিজ-সুখ-বিসর্জ্জন;
বিষম এ সংসার-বন্ধন—
নহে তাঁর, আছে যাঁর, আত্ম-বিসর্জ্জন।

বিলাস। ধন্য তব প্রেমের সাধনা!
পূতমনা হয় তাহে মলিন মানব,
অসম্ভব হেন দীক্ষা মোর,
বাসনা-বিকার ঘোর ঘেরিয়ে মানসে।

জ্যোতিঃ । রাখ নাথ ! মানসে স্ববশে,
অনায়াসে হবে তার বাসনা-দমন,
প্রেমে যাঁর রহে নাথ ! আত্ম-বিসর্জ্জন,
জে'ন মনে দৈব-শক্তি তাঁহার সহায়,
কিঙ্কর সমান মন ফেরে তাঁর পায় ।

বিলাস । বসিয়ে ভূলোকে,
দ্যুলোক-আলোকে তুমি আলোকিতা সতি !
পতি তব শেখে নাই আত্ম-বিসর্জ্জন,
বাসনা-দমন হবে যায় ;
স্বর্গ-মর্ত্ত-ব্যবধান তোমায় আমায়,
শুন, যে বা প্রাণ মম চায় ;—
যদি ক'রে মনে নির্য্যাতন,
করি কভু বাসনা-শাসন,
সে প্রভুত্বে, শান্তি নাহি লভিব জীবনে ;
নিগ্রহ-বিধানে—
নাহি ধ্বংস, থাকে হৃদে লীন ;
কেহ ধরে তার তরে জঘন্ত উপায় ;
ভেষজ-গ্রহণে, কেহ রহি অনশনে—
রুদ্ধ রাখে ইন্দ্রিয়-বিকার,
সাক্ষী তার মহাঋষি চিত্তের বিভ্রম ;
হেন যুক্তি ঘৃণ্য মোর মনে,
স্বভাব-নিয়মে—আসে যাঁর চিত্তের সংযম,
তিনি মোর আদর্শ শিক্ষার,
মুক্তি তার ধাতা নিজে রোধিবারে নারে ।

জ্যোতিঃ। কাম-ক্রোধ-লোভ আদি ষড়্‌রিপুগণ,
ঊর্ম্মি সম করিছে ক্রীড়ন—
অহরহঃ মনের সাগরে,
শক্তিধরে সহে তায় নীরব অন্তরে ;
সৃষ্ট নরে, শুদ্ধ-মন কভু নাহি পায়।
সেই মনোধর্ম্ম তার মনেতে মিশায়—
যে বা তারে রাখে হে শাসনে,
প্রলোভন-প্রভঞ্জনে সদা বিচঞ্চল।
মনোবেগ রোধিবার বল—
রহে যাঁর মনের উপর,
অসাধ্য নাহি'ক তাঁর জগৎ-ভিতর ;
মালিন্য বিহীন মনোবিমল-দর্পণে—
অভীষ্টের স্বরূপ-বিকাশ।

বিলাস। শক্তিধর না হেরি নয়নে—
অটল যে রহে প্রলোভনে,
সে ছলনে আত্মহারা নর ;
জ্ঞানী-জন বর্ব্বর সমান—
হেরি নারী ত্রিলোক-সুন্দরী,
পাছে পাছে ফিরি—
লঘুতার দেয় পরিচয় ;
নীচাশয় কার্য্যেতে প্রমাণ।
কোন জ্ঞানবান্, হারাইয়ে জ্ঞান—
মত্ত ল'য়ে পীন পয়োধর,
মাংস-লোভি-গৃধ্র যেন নর-কলেবরে ;

কামিনী-অধরে, কেহ সকাতরে—
যাচে মধু শ্লেষ্মা-ভোজি-বায়সের প্রায় ;
হায় কাম ! চেনা তোরে দায়—
বিরাজ ধরায়—
শতরূপে মানব-নয়নে,
শান্তি নাহি লভে নরে তোমার ছলনে।

জ্যোতিঃ। কাম নাথ ! স্বর্গের সোপান—
ঈশ-পদে কর যদি দান,
শান্তি লভে নর শুধু কামনার বলে ;
কুবাসনা-ছলে—
নিন্দে নর তারে অজ্ঞতায়।
প্রেম-দীপ-কলিকায়—
কাম কাচ-কলসের প্রায়,
বাড়ায় আলোক-ছটা নিজ আবরণে ;
সে আলোক-সনে,
মিশাইয়ে দেয় সঙ্গোপনে—
স্বীয় বর্ণ, যাহে তার স্বরূপ-নির্ণয়,
বিনা কাম, প্রেম-দীপ উজ্জ্বল না রয় ;
কাম যদি করে অপচয়,
কামের সে দোষ নয়, দোষী সেই জন,
হীন-বৃত্তি-মালিন্য যাহার নিদর্শন—
প্রকাশে সে কামের কলসে ;
কামে যে বা দোষে,
কালে সে দোষিতে পারে প্রেমের আলোকে।

বিলাস। নিষ্কাম প্রেমের সেবা নাহি কি সংসারে ?

জ্যোতিঃ। নিষ্কাম-কামনা ধরে নিষ্কাম যে জন,
কামে কেবা দিবে বিসর্জ্জন ?
মনো-রবি উজ্জ্বল সে কামের কিরণে ;
হীন-বৃত্তি-অভ্র সদা হৃদয়-গগনে—
প্রভাহীন করে শুধু তারে,
নিবিড় সে অন্ধকারে পথহারা নর ;
আত্মান্বেষী যে বা শক্তিধর—
উড়ায় জলদ-জালে জ্ঞানের পবনে,
রাজে তায় বিমল ভুবনে—
চকিতে সে পথ-হারা-জন।

বিলাস। মন্ত্রদাত্রী তুমি যার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী,
মহাধনে ধনী সেই জন ;
ঐশ্বর্য্য সম্পদ্‌রাশি—
তুচ্ছবাসি তব তুলনায়,
প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষা-লাভ তোমার কৃপায়,
অনুসরি যায়—
পরম পুলকে আজি পূরিল পরাণ ;
বাসনার সরল সোপান—
হেরিতেছি মানস-নয়নে ;
তব সনে নাহি মনে নরকের ভয়।
লহ হেথা ক্ষণিক-বিরাম,
মনোরম অতি এই স্থান,
লভিনু হেথায় আমি নবীন-জীবন।

(বিলাসের উপবেশন ও জ্যোতির্ম্ময়ীর তদঙ্কে মস্তক
স্থাপন করিয়া শয়ন।)

(চতুর্দ্দিকে কুহক-সঙ্গিনীগণের আবির্ভাব।)

গীত।

কুহক-সঙ্গিনীগণ।

পথিকে আদর ক'রে, শূন্য ঘরে, রাখ্‌লো ধ'রে।
ওলো তার মিট্‌লে আশা, ভবের বাসা,
ভাঙ্গ্‌বে সে যে জোর ক'রে॥
ঠেলে সে উঠ্‌তে কোথা চায়,
হক্‌চকিয়ে, ধোঁকা দিয়ে, ভুলিয়ে দেনা তায়,
খেলার ঘরে খেল্‌না দিয়ে ফেল্‌লো পিয়াসায়।
ও তার ফুট্‌লে আঁখি, থাক্‌বে নাকি,
রাখ্‌বি তারে কোন্ জোরে॥

(কুহক-সঙ্গিনীগণের অন্তর্দ্ধান।)

জ্যোতিঃ। (নিদ্রাবশে) কোথা নাথ! রাখ অধীনীরে। (উত্থান)।

বিলাস।　কি বা হেতু কাতরা ললনে!
চকিত-নয়নে, গগনের পানে—
অনিমেষে কর প্রিয়ে! কার অন্বেষণ?
কভু করি আঁখি নিমীলন,
ঘন-ঘন ফেলিতেছ প্রশ্বাস-পবন,
হেরে মুগ্ধ মন—
লাবণ্য-লহরী-লীলা ললিত কায়ায়;

ত্রাসে মুখ এত শোভা পায় ?
ভীত-ভীতা কি ভয়ে ভামিনি !
মধুরা যামিনী, নাহি ভয়ের কারণ ;
তন্দ্রাবেশে শঙ্কিতা কি দেখিয়ে স্বপন ?

জ্যোতিঃ। ভীষণ স্বপন !!
এখনও স্থির নহে মন,
কক্ষতল কাঁপিছে সঘনে।

বিলাস। কিবা ভয়ে আকুলা ললনে !
বরাননে ! কহ তব স্বপ্ন-বিবরণ,
পুলকিত হবে মম মন—
শুনি তব স্বপনের খেলা,
ষোল-কলা মুখ-শশী শোভে আজি যায়।

জ্যোতিঃ। বিমল গগন নাথ ! এখন যেমন,
এইমত সুবিমল চাঁদের কিরণ—
ভূতল-গগন-মাঝে ছিল প্রবাহিত,
পুলকিত চিত—
এইমত, তুমি আমি ছিনু এ উদ্যানে,
সাধ যেন জাগিল হে মনে,—
সন্তরিতে চাঁদের কিরণে,
ইচ্ছামাত্র দুইজনে দিনু সন্তরণ ;
যেন কোন দৈব-আকর্ষণে—
প্রথমতঃ চলিনু দুজনে,
চন্দ্রমা-কিরণ-স্রোতঃ ক্রমে ঘনীভূত,
পরাভূত বাহুবল তায় ;

গুরু-ভার কিরণের বারি—
করে আর ঠেলিবারে নারি,
রুদ্ধী যেন ক্রমে সেই নিবিড় গগনে ;
কাতর-নয়নে ভয়ে পিছে ফিরে চাই,
তোমারে না দেখিবারে পাই,
শত দোষ দিই মোর ছার অভিলাষে,
হাসে চাঁদ যেন মোর সেই দশা হেরি।

বিলাস। হেন দশা স্মরি—
হাস্য নাহি ধরে প্রিয়ে! বদনে আমার,
স্বপনের লীলা তব অদ্ভুত প্রকার,
অদ্ভুত যেমন আজি রূপের মাধুরী।

জ্যোতিঃ। শুন যে বা ঘটে নাথ! চরম-সীমায় ;
হেরি সে চাঁদের হাসি,
নয়ন-সলিলে ভাসি—
সুধাইনু চাঁদে যেন উদ্ধার উপায়,
চাঁদ যেন কহিল কৃপায়—
পাঠাবে ভুবনে পুনঃ কিরণ-লহরে ;
পলকের ভরে—
কাল রাহু উদিল গগনে,
বদন-ব্যাদনে, চন্দ্রমার পানে—
ধেয়ে এ'ল ভীষণ-মূরতি,
হেরিয়ে অরাতি—
থরথরে কাঁপিল চন্দ্রমাঃ,
বিষাদ-কালিমা-ছায়া বদন-মণ্ডলে ;

অরাতি-কবলে নাহি হ'ল পরিত্রাণ,
কাঁপাইয়ে অবলার প্রাণ—
গ্রাসিল সে কাল রাহু বিকট-বদনে ;
ফিরিবার আশা নাহি রহিল ভুবনে,
আকুলিত মনে—
নিদ্রা হ'তে পাইনু চেতন ;
কেন নাথ! হেরিনু এমন ?

বিলাস। স্বপনের সত্যতা কোথায় ?
অলীক সে ছায়াবাজী প্রায়,
বিচলিত চিত কেন জলের লিখনে ?
না জানি কি ভাবে চলে প্রমদার প্রাণ,
সুকোমল কুসুম সমান—
চিন্তার আতপ-তাপে তাপিতা সঘনে ;
পূর্ণ-গর্ভ-ভারে তুমি আকুলা ললনে !
শঙ্কা এবে নাহি ভাব মনে,
অমঙ্গল ঘটিবে তাহায় ;
শঙ্কায় গর্ভিণী-প্রাণ রহে আশঙ্কায়।

জ্যোতিঃ। স্বপনে না কর যদি প্রত্যয় স্থাপন—
স্বপ্নে কেন হ'ল নাথ! বিচলিত মন ?
স্বপ্ন হেতু, হের কার্য্য আশঙ্কা-সঞ্চার ;
প্রত্যক্ষে তাহার ফল হয় অনুমান,
ছায়া বলি কেমনে বা করি তিরোধান ?
রহে বাঁধা হেতু প্রাণে কার্য্য-কারণের ;
ভাবি-ফল কভু জীবনের—

হয় নাথ! স্বপনে বিকাশ,
তাই কি হে তার পূর্ব্বাভাস—
হেরিলাম স্বপনের ভরে?
অমঙ্গল আশঙ্কা অন্তরে—
আকুলা করিয়ে মোরে খেলে ক্ষণে ক্ষণে;
কাল রাহু উদিয়ে গগনে,
যেন কিবা গুরু আবরণে,
চির ব্যবধানে—
রাখিল হে তোমায় আমায়;
কহিতে না বচন জুয়ায়,
কাঁপে হিয়া এখনো সঘনে;
এখনো গগনে—
একা যেন রুদ্ধা আমি নিবিড় কিরণে,
তব অন্বেষণে—
দুই আঁখি দশদিকে ধায়,
পাশে তুমি, কেন প্রাণ তোমারে হারায়?
ওই ত পাপিয়া গেয়ে যায়,
বিমল-গগনে—
ওই ত চন্দ্রমা হেসে চায়,
গেয়েছিল হেসেছিল—
সেইমত যবে মোরা আসিনু উদ্যানে,
স্বপ্ন-ব্যবধানে, মানস-গগনে—
কেন আজি জলদ-উদয়?
ভাগ্য-বিপর্য্যয়-ভয়ে আকুলিত মন।

বিলাস। পলকে হারাই শঙ্কা প্রেম-নিদর্শন,
প্রেম-পূর্ণ প্রাণ সতি ! করহ ধারণ,
স্বপ্নভরে তাই তার চিত্র-দরশন—
করিয়াছ সরলা ললনে !
বিচলিত-চিত এত অলীক-স্বপনে ?
শুন মম জাগ্রৎ-স্বপন ;
মম অঙ্কে সুপ্তা তুমি যবে,
চেয়ে আছি মুখপানে অনিমেষে তবে,
চন্দ্র-কর মধুর-অধরে,
লুকাইয়া ধীরে ধীরে সভয় অন্তরে—
প্রেম-ভরে করিতেছে সাদরে চুম্বন,
হেরি প্রিয়ে ! চাঁদের ক্রীড়ন—
পুলকিত মন,
ধন্য-মানি আপনারে ;
হেন মণি আমার আগারে—
ঈর্ষান্বিত সুধাকরে করিল যাহায়,
হেলায় ফিরানু আঁখি শশধর পানে,
কলঙ্কী সে চাঁদ যেন মিশিল গগনে,
তব মুখ-শোভা প্রিয়ে ! হেরিনু তথায় ;
ভাবি মনে তায়,—
হরি তব মুখ-সুষমায়—
ছেড়ে গেল চন্দ্রমা কি গগনের গায় ?
পুনঃ ভাবি মনে,
বুঝি তুমি গগন-দর্পণে,

মুদিত-নয়নে—
নিজ-শোভা মনোনেত্রে কর দরশন ;
পলকেতে ফিরানু নয়ন,
হেরিলাম পুলকে পবন—
কেশপাশ ল'য়ে করে খেলা,
কভু পাতি ছলা—
খেলে ল'য়ে মেখলা-বসনে,
একা আমি, কত দিকে রাখিব নয়নে ?
হেরিয়ে সুষমাময়ী বিচলিত-মন,
ক্ষিপ্ত যেন প্রকৃতির অনুচরগণ ;
যেন মহা-আনন্দের সনে,
তুলিল ভুবনে—
তব রূপ-সঙ্কীর্ত্তন স্বরগ-সঙ্গীত ;
সে সঙ্গীতে ভ'রে গেল প্রাণ,
সে সঙ্গীত এখনও শুনি বিদ্যমান,
মনোলোভা এত শোভা ধর হে বদনে,
আগে তো তা পশেনি নয়নে ?
রূপ-মদে মাতোয়ারা প্রাণ।

জ্যোতিঃ। রূপে সত্য ভরে হে নয়ন,
রূপ-মাঝে গুণের সৃজন,
জানি নাথ ! হেন রূপ প্রেমিক-জীবন ;
কিন্তু কেন মনঃ উচাটন—
ভাবিয়া না হৃদে পাই পার ;
না জানি কে কাল-রাহু স্বপন-লীলার—

দেখা দিল হৃদয়-গগনে ?
ভাবি মনে শিহরিছে প্রাণ ;
দেখো যেন হয় না হে চির-ব্যবধান !

বিলাস। চির-ব্যবধান হবে তোমায় আমায় ?
অলীক সে জে'ন, তব স্বপনের প্রায়,
জাগ্রৎ-স্বপনে মম প্রেমের সাধনা,
নহে ইহা অলীক কল্পনা ;
যেই রূপ জেগেছে হৃদয়ে,—
যুগচয়ে মুছিবে না বিস্মৃতি-সলিলে,
তব কৃপাবলে,
আজি অবহেলে—
সরল সোপান হেরি প্রেম-সাধনার,
ওই !! ওই !! শুনি পুনঃ সঙ্গীতের তান,
ফুল্লপ্রাণ, সুমধুর স্বরে,
ঝরে কত শান্তি প্রস্রবণ,—
এস প্রিয়ে ! পরশনে জুড়াব জীবন ।

(জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্ত-ধারণ ।)

জ্যোতিঃ। হায় ! অতি ভীষণ স্বপন,
এখনও স্থির নহে মন ;
কে জানে কি আছে মোর ভালে।

[জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া বিলাসের প্রস্থান ।

কুহক-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

পথিকে আদর ক'রে শূন্য ঘরে রাখ্‌লো ধ'রে।

* * * *

রূপের মোহ ছুটেছে প্রাণে,
(এখন) প্রাণ দিয়ে প্রাণ যাবে ধরা, ভাস্‌বে লো টানে,
চ'কে চ'কে মেলাই তারে, আয়্ লো সাবধানে—
(ওলো তার) প্রেমের বাঁধন, খুল্‌বে যখন,
দেখ্‌বো পতন, প্রাণভ'রে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সূতিকাগারের সম্মুখস্থ অলিন্দ)।

বিলাস। স্বপ্নময় মানব-জীবন,
আশার আশ্বাসে যবে বাঁধে নর মন,
সমকালে নৈরাশ্যে ঝরায় দু-নয়ন,
হেরে রূপ, হাসা-কাঁদা-আলোক-আঁধারে;
সুখের দুয়ারে—
দৃঢ়-বদ্ধ দুঃখের অর্গল।
অনর্গল পড়ে প্রাণে সুখ-দুঃখ-বাণ,
জীবনের ভীষণ সংগ্রাম,
ক্ষুদ্র-প্রাণ কত সবে আর?
নিপুণতা অসীম ধাতার,
গলে হিয়া পুনঃ সেই আশার সিঞ্চনে;
না জানি কি উপাদানে—
গঠিত এ মানব-হৃদয়;
সুপ্ত ছিল কাল যে বা সুখের স্বপনে,
সন্দেহের ভীষণ দোলনে—
ঘূর্ণ্যমান আজি হের মস্তিষ্ক তাহার;
ক্রিয়াময় হেরি এ সংসার,
তিল নাহি ক্রিয়ার বিকার,
ভূত-ক্রিয়া মিলি বর্ত্তমান-ক্রিয়া-সনে—
গঠিয়াছে অহং-জ্ঞানে অলীক-জীবনে,

ভবিষ্যতে দৃষ্টি নাহি ধায় ;
ভূত-আকাঙ্ক্ষায় ক্রিয়া-বীজের বপন,
বর্ত্তমান-মুখে তার ফল-আস্বাদন,
গুণের বর্ত্তন ভবিষ্যের কলেবরে ;
যেই ক্রিয়া ভবিষ্যতে লুকায় নয়নে—
সম্ভোগ তাহার হবে বর্ত্তমান সনে,
ভূত-সম্মিলনে—
ছুটিবে ত্বরায় ক্রিয়া-চয় ;
অনন্ত ভবিষ্য পুনঃ সম্মুখেতে রয়,
ক্রিয়া—ক্রিয়া—ক্রিয়া বিনা বিশ্বের বিলয়।

সসম্ভ্রমে দৈবজ্ঞকে লইয়া ঢুণ্ঢিরাজের প্রবেশ।

হে দৈবজ্ঞ! আকুল হৃদয়,
ভবিষ্যৎ কর উন্মোচন,
সুশৃঙ্খলে হেরিব ত সন্তান-বদন ?

ঢুণ্ঢিরাজ। গাই বাছুরে ত এক ক'রে দিলাম—এখন আমি খালাস্—বস্।

দৈবজ্ঞ। হে আশ্রিত-প্রতিপালক ভূপতে! আমাকে যখন দয়া ক'রে আহ্বান ক'রেচেন, তখন অবশ্যই আমি আমার জ্ঞান মত গণনা ক'রে ব'ল্ব।

ঢুণ্ঢিরাজ। পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করা রাজা রাজ্‌ড়ার পক্ষে একটা বিষম ব্যাপার বটে, কারণ গ্রহগণ ধনীর নিকট অধিক প্রত্যাশা করে ; তা যখন স্বয়ং গণক-ঠাকুর আমাদের মধ্যবর্ত্তী র'য়েছেন—তখন অবশ্যই একটা রফা হ'য়ে যাবে—নয়

গণক-ঠাকুর! অন্ততঃ একটা রুষ্ট গ্রহও আছে—তা কত স্বর্ণ-মুদ্রা হ'লে সে গ্রহের শান্তি হবে?

দৈবজ্ঞ। আমাকে গণনাই ক'ত্তে দিন—

বিলাস। সখে! করহ শ্রবণ—

পশিছে শ্রুতি-বিবরে অস্ফুট রোদন।

ঢুণ্ঢিরাজ। সত্যই মহারাজ! বোধ হয় গণক-ঠাকুরের গণনার পূর্ব্বেই আপনি ফলাফল জ্ঞাত হবেন। গণক-ঠাকুর! পারেন তো এই বেলা ঝাঁ ক'রে যা হয় একটা ব'লে দিন্—লাগে তুক্,—না লাগে তাক্—হয় স্বর্ণমুদ্রার ঝাঁক্,—না হয় সব ফাঁক্ হ'য়ে যাবে।

দৈবজ্ঞ। ব্যস্ত হবেন না মহাশয়—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন্—বুধের দশা—

ঢুণ্ঢিরাজ। ও ঠাকুর! বুধের দশা—চন্দ্রের অন্তর—রবির প্রত্যন্তর—ওসব চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌তেও পাই না—সুতরাং বিশ্বাসও করি না—আর আপনিও যে আমা-অপেক্ষা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু দেখেন—এ কথা শর্ম্মারাম গণক না হ'লে বিশ্বাস ক'র্‌বেন না—এখন কাযের কথাটী বলুন্ দেখি—রাজার ছেলে হবে, কি মেয়ে হবে?

বিলাস। কন্যা কি তনয়—কিবা তাহে ভয়?

যে বা হয় হউক সত্বর;

অস্থির অন্তর,

মহিষীর আর্ত্তস্বর না পারি সহিতে।

ঢুণ্ঢিরাজ। তা মহারাজ যদি মহিষীর আর্ত্তস্বর সইতে না পারেন তো নিজে না হয় একবার জানু পেতে "যাওনে" বসুন্,

দু-দশটা কোঁত্ পাড়ুন্—ইতিহাসে একটা নূতন কীর্ত্তি থেকে যায়।

বিলাস। সখে! এ বেদন লইবার নয়,
হইলে সময়, আপনি খসিবে ফল,
প্রয়োগিবে বল কেবা বিধির বিধানে?
না জানি কেমনে—
সহিবে দারুণ ব্যথা ফুল-কলেবরে,
সমীরণ ভরে—
ভেঙ্গে পড়ে কনক-লতিকা।
না জানি সে প্রেয়সী আমার,
তিতি উষ্ণ নয়ন-আসারে,
স্মরিয়ে আমারে—
কতই সহিছে হায় প্রসব-বেদন?
হায়! আমি করিতে নারিনু নিবারণ।

ঢুণ্ঢিরাজ। মহারাজ! আপনি থেকে থেকে খাই হারান্ কেন? পুত্র-মুখ দেখে স্বর্গ হাতে পাবার সাধটুকু রয়েছে, কিন্তু মহিষীর প্রসব-বেদনাটুকু সইতে পার্‌বেন না; জগতের কোন্ সুখ্‌টা দুঃখ ছাড়া ব'ল্‌তে পারেন? (দৈবজ্ঞের প্রতি) কই গণকঠাকুর! গণনা হ'ল, না—আকাশ-মণ্ডলে দৃঢ় মনঃসংযোগ ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়্‌লে?

বিলাস। সত্য সখে! শুদ্ধ-সুখ না রহে ধরায়,
জেনে শুনে তায়—
ভ্রান্ত-মন করে মাত্র সুখ-আকিঞ্চন;
সুখসহ অবিচ্ছিন্ন দুঃখের মিশ্রণ—

মনোমাঝে না হয় উদয়।
একি শুনি,
রোদনের ধ্বনি পুনঃ পশিছে শ্রবণে?
সখে! মম কমল-কলিকা—
এ বিষম বেদনায়'রবে তো জীবিতা?

ঢুণ্ঢিরাজ। মহারাজ! ভগবানের এমন নিয়ম নয়, ঘাড়ে বোঝা এসে চাপ্‌লে, ঘাড় আপনিই শক্ত হ'য়ে যায়।

দৈবজ্ঞ। পুত্র-সন্তান—পুত্র-সন্তান—

ঢুণ্ঢিরাজ। ফাঁদে পা দিও না ঠাকুর! ফাঁদে পা দিও না; পুত্র স্থানে কন্যা হ'লে আর মুখ দেখাবার উপায় থাক্‌বে না।

দৈবজ্ঞ। সত্য মিথ্যা এখনি জান্‌তে পার্‌বেন। রাজ-চক্রবর্ত্তি-লক্ষণাক্রান্ত পুত্র-সন্তান হবে।

বিলাস। হে গণক! সত্য হোক্ গণনা তোমার।

ঢুণ্ঢিরাজ। রাজকুমারের রাজ-চক্রবর্ত্তি-লক্ষণ হবে না তো কি তোমার আমার ছেলের হবে? ঠাকুর! এর জন্যে আর খড়ি পাত্‌বার আবশ্যক ছিল না?

দৈবজ্ঞ। আপনি গণনায় বিদ্রূপ করেন? আমার গণনা যদি মিথ্যা হয়, তবে জ্যোতিষ-শাস্ত্রটাই মিথ্যা—আমার পেতে আমি অগ্নিসাৎ ক'র্‌বো।

ঢুণ্ঢিরাজ। অতদূর ক'র্‌তে হবে না, তোমার পেতে অগ্নিসাৎ ক'র্‌বার আগেই তোমাকে কূপোকাৎ হ'তে হবে। ঠাকুর! আকাশে গ্রহের সঞ্চার-গণনা ক'র্‌চো, সাম্‌নে বালীর ঘড়ীটা যে উল্‌টে দিতে হবে, সে দিকে একবার লক্ষ্য কর্‌চো না?

দৈবজ্ঞ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিষয়ান্তরে মনটা ব্যাপৃত ছিল।

বাসন্তীর প্রবেশ।

বিলাস। কহ সখি! কোন্ ভাবে মহিষী এখন?

বাসন্তী। অতি তীব্র প্রসব-বেদন—
সুলক্ষণ করিছে প্রকাশ;
কিন্তু অতি-কাতরা বেদনে।

বিলাস। হে দৈবজ্ঞ। কঠোর-বেদনা নিবারণে—
রহে কি হে দৈব-প্রতীকার?

দৈবজ্ঞ। মহারাজ! সাক্ষাৎ-ফল-প্রদ সুপ্রসব মন্ত্র প'ড়ে দিচ্চি, (বারি পাত্র লইয়া) "অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী। তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥" এই মন্ত্রপূত-বারি দেবীকে পান করান, কর্ণমূলে জম্ভলার নাম শ্রবণ করাতে বল্‌বেন, জম্ভলা-স্মরণে অবিলম্বে সুফল ফল্‌বে।
(রাজাকে প্রদান)

বিলাস। (গ্রহণান্তে বাসন্তীর প্রতি) মন্ত্রপূত লহ এই বারি,
ত্বরা করি মহিষীরে করাও সেবন,
মহামন্ত্র কর্ণ-মূলে কোরো বরিষণ।

[গ্রহণান্তে বাসন্তীর প্রস্থান।

ঢুণ্ঢিরাজ। রও ঠাকুর! কতকগুলো ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি তো ঝাড়্‌লে, তার ভাবটা কি? 'অস্তি গোদাবরী-তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী' কি না—গোদাবরী নদী-তীরে জম্ভলা নামে এক রাক্ষসী বাস করে,—"তস্যাঃ স্মরণ মাত্রেণ", কি না—তাকে স্মরণ ক'র্‌লেই, "বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ" কি না—বিশল্যার গর্ভসঞ্চার হয়। এই ত ঠাকুর! তা জম্ভলা-স্মরণ মাত্রেই বিশল্যার গর্ভ-সঞ্চার

হয় হোক্, তাতে মহারাজের কি ? মহারাজ ত আর গর্ভিণী হ'তে চাচ্চেন্ না, বা রাজমহিষীকেও গর্ভিণী করাতে চাচ্চেন্ না ; যাতে রাজ্ঞীর সুপ্রসব হয়, এমন কোন দৈব-ক্রিয়া করাতে চাচ্চেন্ ; তুমি ঠাকুর ! অতটা খম্ না ক'রে একেবারে গর্ভিণী হবার মন্ত্র ঝেড়ে দিলে ?

দৈবজ্ঞ। তুমি অর্ব্বাচীনের মত কথা কও কেন ? "বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ" পদের "বিশল্যার গর্ভসঞ্চার হয়" এমন অর্থ নয়, "বিশল্যা" কি না—"বিগতং শল্যং তৎপ্রসববেদনা যস্যাঃ" অর্থাৎ জন্তলার স্মরণ মাত্রেই, গর্ভিণীকে প্রসব-বেদনা অধিকক্ষণ ভোগ ক'র্‌তে হয় না, সুপ্রসব হয়, ইহাই এর প্রকৃত অর্থ।

ঢুণ্ঢিরাজ। ঠাকুর ! চাপাচাপি দেখে অমনি ফস্ ক'রে গোটাকতক অনুস্বরের শ্রাদ্ধ ক'রে আমায় বোকা বানিয়ে দেবে বটেং ? বাবাং—আমার জানা আছে, তোমাদের সংস্কৃতানিতে আমার অস্থি ভর্জিত প্রায় ; অনুস্বরগুলি কাণের কাছে গৃহিণীর মলের মত বেস্ ঠুং ঠাং শব্দ করে, কিন্তু ভেতরের মানে বুঝ্‌তে গেলে হরি-ভক্তি উড়ে যায়। তোমার কি হ'য়েছে ? না—আমার স্ত্রীর গর্ভ-সঞ্চার হ'চ্চে না, অমনি—"অস্তি গোদাবরী তীরে" মন্ত্র আওড়ালেন ; তোমার কি হ'য়েছে ? না—আমার পায়ে গোদ হ'য়েছে, অমনি—'অস্তি গোদাবরী'র জলপড়া ; তোমাদের এক একটা শ্লোকের অমন দশ বিশটা মানে হয়। কাহারও স্মরণশক্তি নাই—অমনি সেই—"অস্তি গোদাবরী" মন্ত্র স্মরণ, তখন "তস্যা স্মরণমাত্রেণ" পদের মানে হ'ল—"তস্যা" কি না—তার, "স্মরণমাত্রেণ" কি না—স্মরণ-শক্তি

মাত্রেই, অর্থাৎ যত অল্পই স্মরণশক্তি থাকুক্ না কেন, এইরূপ একটা মানে ঘটিয়ে দাও।

দৈবজ্ঞ। (ক্রুদ্ধভাবে) তুমি শব্দ-শক্তি মান না? সদ্‌গুরুর নিকট যে একটিমাত্র শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'লে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়, পক্ষান্তরে নারকীর যে একটি শব্দের কুহকে নরকের দ্বার প্রশস্ত হয়, সে শব্দের শক্তি তুমি স্বীকার কর না? মন্ত্র-শক্তি তুমি লোপ ক'ত্তে চাও? তুমি ভণ্ড—পাষণ্ড—

ঢুণ্ঢিরাজ। বুঝেছি ঠাকুর! বুঝেচি; আমি গলগণ্ড—লণ্ডভণ্ড—পণ্ড—ষণ্ড—চণ্ড—অপোগণ্ড—সব, এখন কাছাটা খুলে গেল যে, এঁটে দাও দিকি। আমি মন্ত্র-শক্তি মান্‌বো না কেন? তবে কি না, ওগুলো বাঙ্গালা ক'রে বল্লেই হয়, ওঝারাও তো বাঙ্গালায় ভূতের মন্ত্র ঝাড়ে, তাতে কি ফল হয় না?

দৈবজ্ঞ। মহাপুরুষেরা দেব-ভাষায় শব্দের যে শক্তি দিয়ে গেছেন, ভাষান্তরে সে শক্তি কখনই সংরক্ষিত থাকে না, এ শব্দের শক্তি—ভাবের নয়।

বিলাস। সখে! কূট-তর্ক রাখ বিপ্র-সনে,
ফলাফল-নির্ব্বাচনে প্রবীণ গণক,
বংশের তিলক—
নিশ্চয় পাইব আজি দ্বিজ-আশীর্ব্বাদে,
অবাধে হেরিব জানি সন্তান-বদন,
কিন্তু তবু জেনে শুনে মন—
আকুলিত সন্দেহের ভরে;
অমঙ্গল আশঙ্কা অন্তরে—
স্বতঃ উঠি রুদ্ধ করে শ্বাস,

নৈরাশ সফল-আশ—
মাঝে বাস, ঘটেছে আমার।
পূর্ণ-গর্ভা-মহিষীরে উদ্যান মাঝারে,
গভীর নিশীথে ল'য়ে সাথে—
করিয়াছি পূর্ব্বতন রীতি-উল্লঙ্ঘন ;
তন্দ্রাবেশে দেখে দুঃস্বপন—
গর্ভবতী সকুণ্ঠিত-মন,
অঘটন না জানি কি হয়—
আতঙ্কে তাহার, মনে আশঙ্কা-উদয় ;
ত্রাস হেতু প্রসব বেদন—
অকালে বা ধরিল তাহায় ? (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।)

বিলাস। আঃ—দ্বিজ-আশীর্ব্বাদ—
নিষ্ফল নহেক কভু। (অবসন্নভাবে উপবেশন।)

ঢুণ্ঢিরাজ। হা সাবাস্, হ'ক্ কাঠের বিড়াল, ইন্দুর ধ'রেছে। গণক-ঠাকুর! তোমার জন্তলা ঠাকৃরুণ তো একটি কলা খেলেন, সুপ্রসব তো হ'লো, এখনো একটা মস্ত কলা বাকি, এখন পুত্র-সন্তান হয় তবে তো,—দেখি কোন্ ঠাকুর-ঠাকৃরুণ সে বিষম কলাটি উদরসাৎ করেন।

বিলাস। (উঠিয়া) দেহ প্রভো শ্রীচরণ-ধূলি। (পদ-ধূলি গ্রহণ)

ঢুণ্ঢিরাজ। মহারাজ! অমন কায ক'র্‌বেন না, ঝেড়ে ফেলুন ঝেড়ে ফেলুন, ও ফাটা পায়ের ধূলো গুলো শীগ্‌গির ঝেড়ে ফেলুন—ও পায়ের ধূলোয় ভিটে-মাটী চাঁটী হয়।

বাসন্তীর পুনঃপ্রবেশ।

বাসন্তী। মহারাজ! নিরাপদে জ'ন্মেছে নন্দন,

ফুলে ফলে করি দরশন—
সার্থক কর হে আজি জীবন আপন।

বিলাস। (বাসন্তীর প্রতি) নিরাপদে জন্মেছে নন্দন ?
কহ সখি! কহ বিবরণ,
সুস্থা ত গো মহিষী আমার ;—
অঙ্গহীন নহে ত হে নবীন-কুমার ?

বাসন্তী। অঙ্গহীন নবীন-নন্দন ?
ফিরাতে নারিবে তব যুগল-নয়ন।
ঢালিয়ে কৌমুদী রাশি চন্দ্রমা যেমন—
হাসে ধীরে গগনের গায়,
পূর্ণা-গরিমায়,
সেইমত বিলাইয়ে সন্তান রতন—
আলো করে দেবী এবে সূতিকা-ভবন ;
নব-শিশু বৃন্তচ্যুত-কুসুম যেমন—
প্রসূতি-পাদপ-পাদ-মূলে ;
তরুণ-তপন খেলে কুমার-কায়ায়।

বিলাস। চল সখি! পুত্র-মুখ করি দরশন—
সফল করি হে মম যুগল-নয়ন,
খেলে প্রাণে আনন্দ-লহরী ;
দুঃখের শর্ব্বরী—
বিগত হে এতদিন পরে,
সে লহরে, সঘনে উথলে প্রাণ ,
ধরে না এ ক্ষুদ্র-হৃদে আনন্দের ভার,
বরষার নদী-সম মন ;

তামসী-নিশির সম প্রসব-বেদন—
তরুণ-তপন তায় সন্তান-বদন ;
মহিষীরে সমাচার করাও জ্ঞাপন—
দরশন-অভিলাষী প্রাণেশ তাঁহার।

[বাসন্তীর প্রস্থান।

দৈবজ্ঞ। কি মহাশয়, দেখ্‌লেন ত ?

ঢুণ্টিরাজ। দেখ্‌লাম ঠাকুর! তোমার দ্বিতীয় কলাটিও—তোমার ঠাকুরের উদরসাৎ হ'লো, তোমার শাস্ত্রগুলি অগ্নিসাৎ হ'লো না, তোমাকেও কুপোকাৎ হ'তে হ'লো না, তোমায় নাকাল ক'র্‌তে না পেরে—হ'তে আমারি চৌঘুড়ি মাৎ হ'লো, ত ঠাকুর! আমাকেও একটু ফাটা পায়ের ধূলো দাও।

(পদধূলি গ্রহণ।)

বিলাস। চল সখে! নেহারিগে নবীন-কুমার।

দৈবজ্ঞ। মহারাজ! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন্; রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত সন্তান জ'ন্মেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু—

ঢুণ্টিরাজ। কিন্তু কি ঠাকুর! ওসব আমরা বুঝি, প্রথমে কেরামতি দেখিয়ে, শেষে স্বর্ণ-মুদ্রা লোট্‌বার মৎলব বটে ? জানি ঠাকুর! জানি, তোমাদের ঐ "কিন্তু" গুলো প্রাণে ধোঁকা দেবার মন্তর, ঐ গুলো ঝেড়ে বোকা রাম-চন্দ্রদের চ'কে ধূলো দিয়ে, স্বর্ণ-মুদ্রায় অঞ্জলি পূর্ণ কর। তা ঠাকুর! এখানে খাট্‌বে না।

বিলাস। নীরব কি হেতু বিজ্ঞবর!
ফলাফল কহ হে তৎপর,
সন্দেহ-দোলায় দোলে প্রাণ—

ম্রিয়মাণ হেরিয়ে তোমায় ;
স্বল্প-জীবী হইবে কি কুমার আমার ?

দৈবজ্ঞ। মহারাজ ! সে সন্দেহের কারণ দেখি না—নব-কুমারের একমাত্র অরিষ্ট-লক্ষণ পিতৃ-মাতৃ-গণ্ড-রিষ্টি দেখা যায়। তৎফলে রাজ্ঞীর ও আপনার দৈহিক অশুভ আশঙ্কা করি। সে দোষ খণ্ডন না ক'রে, আপনারা পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ ক'র্‌বেন না—ইহাতে আপনাদের অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে।

বিলাস। তরু বিনিময়ে কেবা চাহে ফল ?
নিষ্ফল সকলি তায়, কহ হে উপায়,
যাহে মোর লাবণ্য-লতিকা—
রহিবে জীবিতা প্রাণে ;
সেই বরাননে—
জীবনের সুখ মোর রয়েছে গ্রথিত ;
কে জানিত বংশের কণ্টক—
সমুদিবে আজি রাজ-পুরে।

দৈবজ্ঞ। রাম !! রাম !!—অমন কথা মুখে আন্‌বেন না—বরং নব-কুমারের জন্য আপনার আক্ষেপ করা উচিত—কারণ ভগবান্ না করুন—যদি কোনও দুর্দ্দৈব ঘটে—তা হ'লে নব-কুমারকেও তো পিতৃ-মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হ'তে হবে। গ্রহ-বৈগুণ্যে এইরূপ ঘটেছে—তাতে তার দোষ কি ?

বিলাস। কুগ্রহেতে জন্মেছে নন্দন,
ইথে দোষী আর কোন্ জন ?
আপদ্ পতন—
না হইত সুগ্রহে জন্মিলে।

ঢুণ্ঢিরাজ। ভুল হ'য়েছে মহারাজ!—নব-কুমারের ভুল হ'য়েছে, তা কুমারকেই বা দোষ দোবো কি—গর্ভে তো আর পঞ্জিকা নাই—তাহ'লে না হয়, দিন ক্ষণ না দেখে বেরিয়ে পড়ার জন্যে দুটো ভৎর্সনা করা য়েতো।

দৈবজ্ঞ। অদৃষ্টের উপর তো কারো বল নাই—নব-কুমারকে এই লগ্নে জন্মিতেই হবে—ইহাই তার অদৃষ্ট-ফল; ইহার নিমিত্ত সে কখনই দোষী হ'তে পারে না, বা তার জন্মিবার সময় গ্রহগণ যে অরিষ্ট-স্থান অধিকার ক'রেছিল, তার জন্য গ্রহগণও দোষী হ'তে পারে না—কারণ গ্রহগণ ফল-সূচক—ফল-দায়ক নহে—বরং তাহারা আপনাদের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল জ্ঞাপন ক'রে বন্ধুর কার্য্যই ক'রেছে।

বিলাস। অপরাধী নহেক নন্দন,
অপরাধী নহে গ্রহগণ,
তবে কোন্ জন—
এ বিপদ্ করিল সৃজন?
অপরাধ কহ ইথে কার?
এ বিপদে পাইতে নিস্তার—
রহে কি হে দৈব-প্রতীকার?

দৈবজ্ঞ। মহারাজ! জগতে এমন কোনও বিপদ্ হ'তে পারে না, যার প্রতীকার অসম্ভব—মানব জন্মিবামাত্রেই কতকগুলি কর্ম্মফল ল'য়ে জন্মগ্রহণ করে—সেগুলি তার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত—সেই কর্ম্মফল গুলিকেই লোকে অদৃষ্ট বলে—কৃতী ব্যক্তির ইহজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে যেমন তার নিরাকরণ হয়—তদ্রূপ অকৃতী ব্যক্তির জন্য দৈব-শক্তির আশ্রয়-গ্রহণও

শাস্ত্রে বিধি আছে—সেই শক্তির সাহায্যে এমন কি একজন দ্বিতীয়-ব্যক্তি-দ্বারাও অকৃতীর দুরদৃষ্টের নিরাকরণ হ'য়ে থাকে; মহারাজ! সে দৈবশক্তির বল অপরিমেয়, শাস্ত্রে বলে—"ন চ দৈবাৎ পরং বলম্"—দৈবাপেক্ষা বল নাই।

ঢুণ্ডিরাজ। মহারাজ! ইহা সম্পূর্ণ সত্য, আমি শ্রীযুক্ত ঢুণ্ডিরাজ শর্ম্মা, স্বয়ং ইহা উপলব্ধি ক'রেছি। একদিন মহারাজের বাটী হ'তে ব্রাহ্মণীর জন্য কতকগুলি মিষ্টান্ন ল'য়ে যাচ্ছিলাম, সে গুলি বাটী পৌঁছিলেই ব্রাহ্মণীর উদর-গহ্বরে টপ্পায় নমঃ হ'তো সন্দেহ নাই; ব'ল্লে না বিশ্বাস যাবেন মহারাজ! পথিমধ্যে আমার দক্ষিণ-হস্ত একজন দ্বিতীয়-বন্ধু-ব্যক্তি হ'য়ে, সেই দৈব-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'র্লে; তখন বাপ্‌রে বাপ্—দেখে কে, সে মিষ্টান্নের তুড়িলাফ্—নিমেষের মধ্যেই ব্রাহ্মণীর জন্য যত্ন-সঞ্চিত সেই মিষ্টান্নের স্তূপটি—টপাটপ্ আমার উদর-গহ্বরে কাপে কাপ্ হ'য়ে বস্‌লো; দৈব-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ না ক'র্লে, তার কণামাত্রও আমার উদর-মধ্যস্থ হ'তো না, কেমন গণক-ঠাকুর! আমি ঠিক্ বুঝেচি কি না?

বিলাস। সত্য যদি শ্রেষ্ঠ দৈব-বল, প্রাণ মম হ'য়েছে চঞ্চল.
এ বিপদে কহ কি বা প্রতীকার তার;
মহিষী আমার কিসে রহিবে কুশলে?

দৈবজ্ঞ। মহারাজ! ইহার একটি উৎকৃষ্ট দোষ-খণ্ডন আমার জানা আছে, কিন্তু তাহা আমাদ্বারা সম্ভব নহে, ইহা স্বয়ং প্রতীকার-প্রার্থী অথবা তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জনের অনুষ্ঠেয়। আপনি তাহা স্বয়ং সম্পন্ন ক'র্লেই, অনায়াসে আপনাদের উভয়েরই অনিষ্টাশঙ্কা দূর হ'তে পারে।

ঢুণ্ডিরাজ। গণক-ঠাকুর! আপনি সত্বর বলুন্; মহারাজ প্রস্তুত, "মহিষীর জন্য মহীশ কি না ক'র্‌তে পারে"?

দৈবজ্ঞ। তুমি থাম, আমি মহারাজের মুখে শুনে বিধান স্থির ক'র্‌বো—

বিলাস।
আমা হ'তে সাধ্য যদি হয়,
জেন সুনিশ্চয়—
প্রাণপাতে করিব সাধন;
কহ মতিমন্!
কিসে দেবী রহিবে কুশলে?

দৈবজ্ঞ। তবে মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের আর কোনও অমঙ্গল স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে না, আমি একটি পদ্ম-পুষ্প মন্ত্র-পূত ক'রে দিচ্চি, ইহা আপনাকে গন্তব্য-পথে চালিত ক'র্‌বে; যে কোন সূত্রেই হোক্—ইহার প্রভাবে, আপনাদের ভবিষ্যৎ-অমঙ্গলের উপলক্ষ্য—ইহার অনুরূপ একটি পদ্ম ল'য়ে, পক্ষ-মধ্যেই আপনাকে দর্শন দেবে, আপনি দর্শন মাত্রেই তার শিরচ্ছেদ ক'র্‌বেন্, তা হ'লে আপনাদের আর কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা থাক্‌বে না।

বিলাস।
প্রস্তুত হে প্রবীণ-ব্রাহ্মণ!
মন্ত্রপূত দেহ হে কুসুম—
হয় মম অরি যাহে নয়ন-গোচর;
বলবান্ যত হোক অরি—
তাহে নাহি ডরি,
যাচি মাত্র একবার তার দরশন;
ক্ষীণ-করে নহে মম অসি-সঞ্চালন।

দৈবজ্ঞ। (পদ্ম মন্ত্রপূত করিয়া) নিন্ মহারাজ! আশীর্বাদ করি আপনি সিদ্ধিলাভ করুন, কিন্তু সাবধান, এ গুপ্ত বিষয় কর্ণান্তর ক'র্‌বেন না (পুষ্প দান) মৃগয়ার ছলে এইক্ষণেই শুভ-যাত্রা করুন।

বিলাস। (পুষ্প গ্রহণান্তে) পূর্'হিবে ব্রাহ্মণ-বচন,
স্বরগ-সঙ্গীতে তাই পূরিল ভুবন;
ওই !! ওই !! ছোটে সেই সঙ্গীতের তান,
টানে প্রাণ যেন কোন দিব্য-আকর্ষণে,
যাই—যাই—রিপুর শাসনে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ঢুণ্ঢিরাজ। ঠাকুরের ফুল-পড়ারও গুণ আছে—রহস্যটা দেখ্‌তে হ'লো—দাঁড়ান্ মহারাজ! লেজটিকে সঙ্গে নিন্।

[পশ্চাৎ অনুসরণ ও দৈবজ্ঞের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(অর্বুদ-গিরি-সন্নিকটস্থ উপত্যকা-ভূমি।)

মায়া-পদ্ম-হস্তা পুলোমা আসীনা।

পুলোমা। এক-পক্ষ যার আশে করিনু যাপন—
তার সহ হবে আজি মধুর মিলন ;
এলে হয় প্রেমিক সুজন,
পলকেতে ভুলাইব মন,
টলে যোগী রমণী-নয়নে।
লৌহ-হৃদে গলাইব রূপের অনলে,
কটাক্ষের বলে, রবে প'ড়ে পদতলে,—
বাণ-বিদ্ধ বিহঙ্গম-সম ;
অনুপমা বিধাতৃ-নির্ম্মিতা নারী,
আমি নারী, আপনা পাসরি,
নিজ মন বাঁধিবারে নারি—
হেরি নিজ-বদন-কমলে,
দেখিব সে ছলে আজি গলে কি না গলে ?
হেরিব চাতক আজি চাহে কি না জলে ?
এ'স এ'স কুহকের বল !
শতদল-পরিমল বিতর বদনে,
লোলুপ-মধুপ যাহে মাতিয়ে মদনে—
যৌবন-কুসুম-মধু করে আকিঞ্চন,
হৃদি-ফল পরশিতে সচঞ্চল-মন—

হয় যাহে হৃদয়-রঞ্জন,
খঞ্জন-গঞ্জন-শোভা আঁখি যেন ধরে,
আবেশের গুণে যেন বিন্ধি আঁখি-শরে ;
মধুময় মধুর-অধরে,
মধুলোভে মাতাইতে মত্ত-মধুকরে—
মাখাও গো অনাঘ্রাত মদনের রাগ ;
অনুরাগ বাড়ে যাহে প্রেমিকের মনে,
মনোবিমোহনে, পাতিয়ে মোহিনী—
আন তারে ত্বরা ছলে কুহক-সঙ্গিনি !
বিফলে যামিনী যেন আজি না পোহায়।

কুহক-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

পথিকে আদর ক'রে শূন্য ঘরে রাখ্‌লো ধ'রে।

*　　*　　*　　*

নারীর ছল পাত্‌লো নয়নে,
বনের পাখী বন-পানে ধায়, রাখিস্ লো মনে,
সযতনে বসাস্ তারে, মায়ার আসনে,
ঢাল্ কাণে কুহক-লহর, ঘরের খবর,
দিস্‌নে যেন সেই চোরে ॥

[কুহক-সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

অভিমন্ত্রিত-পদ্ম ও তরবারি-হস্তে বিলাসের দ্রুত প্রবেশ।

বিলাস। অরি—অরি—কোথা মম অরি ?

(পুলোমাকে দেখিয়া হস্ত হইতে পদ্ম ও তরবারি স্খলন)।

পুলোমা। (বিলাসকে দেখিয়া স্বগত)
যোগ্য জন সঁপিতে যৌবন,
দয়াময়ী আমার ঈশ্বরী।

বিলাস। (স্বগত) আহা মরি! কার এ কামিনী?
(প্রকাশ্যে) কে রমণি! বন-আমোদিনী,
শ্বাপদ-সঙ্কুল-বনে—
আলোকিয়ে রূপের কিরণে,
কি কারণে, একাকিনী ভ্রম হে ললনে!
দানবের ত্রাসে, অমর-আবাসে—
ত্যজি যদি, কোথা তব হৃদয়-ঈশ্বর?
কোন সে সাগর—
নিরূপমা তুমি রমা নিবস যাহায়?
তব প্রেম-মহীরুহ-শীতল-ছায়ায়,
জুড়াইতে তাপিত-কায়ায়,—
স্মর-তাপে-তাপিত সে কোন্ নারায়ণ?
কর-দানে তুষিবারে হৃদয় ঈশ্বরী—
হৃদয়-গোলকে, কোন্ গোলক-বিহারী—
কৃপা করি দেহ গো উত্তর?
কাতর অন্তর মম, হেরিয়ে তোমারে;
লীলা-পদ্ম করে, তুষিতে কাহারে—
এ বিজনে তোমার উদয়?
হে ভামিনি! দেহ পরিচয়;
শুভ্র দশনের পাতি, মুকুতার জ্যোতিঃ—
মৃদু-হাসে চাপিতেছ মাণিক্য-অধরে,

ভাব-ভরা নয়নের শরে,
বিন্ধিতেছ কেন এ অন্তরে—
হেলায়ে দোলায়ে কটী বিলাসের ভরে ?
কুন্তল-কলাপ মরি নব-ঘন যেন,
কমনীয় কলেবরে হেম-প্রভা ক্ষণ-প্রভা হেন-
ঝলসিছে একে মোর নয়ন-যুগল,
অবিরল তাহে পুনঃ কটাক্ষের বাণ,
কিবা হেতু ভ্রূভঙ্গে সন্ধান—
কর এই জীর্ণ-হিয়া-পরে ?
স্মর-শরে মরি যে কামিনি !

পুলোমা। পাইয়ে অবলা-কুল-বালা—
কেন পাত ছলা ?
মজিবার ভাণে—
মজাইতে চাহ নারী-প্রাণে ?
নির্ম্মল-সরসী-বুকে যেন,
সুচতুর মৎস্য-রঙ্গ হেন—
পশিবার ধর হে বাসনা,
প্রেম-বারি মাখিবার নাহি হে কামনা,
বিড়ম্বনা সাধিবারে সাধ,
পাড়িবে প্রমাদ করি স্বার্থের সাধন ?
বারি-কণা লাগিবে না গায়,
উড়ে যাবে আপন-ইচ্ছায়,
নির্ম্মল-সরসী-প্রেমে বাঁধা নাহি রবে ,
হেন প্রেমে কে মজিবে কবে ?

যাও চ'লে বিরহিণী-কলঙ্ক-ভঞ্জন !
ধ'রে রূপ ভুলাবে নয়ন,
চাটু-ভাষে ভুলাতে নারিবে নারী-মন ;
শুভ্র-হংস হৃদয়-রঞ্জন—
চাহে প্রাণ সরসী-হৃদয়-শোভাকারী।

বিলাস। অবিকারী ধর প্রেম হৃদয়-মাঝারে—
বুঝিলাম বীণার ঝঙ্কারে,
এ মোহন স্বরে—
বিষধরে করে বশীভূত ;
ছার নর পদ-বিলুণ্ঠিত।
কল্পিত-আশঙ্কা-ভরে-শঙ্কিতা-কামিনি !
তোমা হেন প্রণয়িনী দেবের দুর্লভ,
অতুল বৈভব—
স্ব-ইচ্ছায় কে বা ঠেলে পায় ?
সত্য বটে বিহঙ্গম বন-পানে ধায়,
রূপ-জালে ঘেরিবে তাহায় ;
ভক্ষ্য-তনু দেবের বাঞ্ছিত,
অবিকৃত রহে যাহে বিহঙ্গম-মন।
বক্র তব যুগল নয়ন—
ধর তীক্ষ্ণ বড়িশের প্রায়,
হীন-মীন আবদ্ধ যাহায় ;
পরীক্ষিছ বল কি হে প্রেমের সলিলে ?
হে সরলে ! সম্বর হে চাতুরীর ডোরে,
কেন কর ক্ষত-পরে লবণ-সংযোগ ?

প্রাণের বিয়োগ—
দেখিবার সাধ নাহি সাজে নারী-প্রাণে।

পুলোমা। হেন প্রাণে নাহি প্রয়োজন—
কথায় কথায় যারে দিবে বিসর্জ্জন;
বুঝি নিজ-প্রাণ—
করিয়াছ অপরে প্রদান,
পর-প্রাণ লয়ে কর খেলা ?
পাইয়ে অবলা—
বিনিময় চাহ তার সনে ?
দৈব-সংঘটনে অন্যা হেরিলে রূপসী,
মুখ-শশী ভুলাইবে নয়ন-চকোরে,
পলকের ভরে—
মম প্রাণ দিবে পুনঃ তারে;
এ হারে—না দিব নিজ প্রাণ—
প্রতিদান নাহি হবে যায়;
বাক্যের ছটায়, মন নাহি ভুলে তার,
প্রাণের মমতা যার, নাহি নিজ-প্রাণে;
পর-প্রাণে তৃণসম করিবে বর্জ্জন—
স্ববাসনা হইলে সাধন।
বিরহিণী-প্রাণ-বায়ু করিতে ভক্ষণ,
শশী-মণি শিরোদেশে করিয়ে ধারণ,
বিভাবরী বায়ুভুক্ বিষধরী হেন—
করিবে হে যবে নির্য্যাতন,
কাতরে কাঁদিলে তবে ফিরিয়ে না চাবে।

বিলাস। জান না, কি অপার বাসনা—
সৃজিলে সম্মুখে ধরি মুরতি তোমার ;
উথলিল ধীর পারাবার—
মুখ-সুধাকর-আকর্ষণে ;
হে ললনে ! খর-রবি-করে,
কভু সরোবরে—
বারি-রাশি শুকাইয়ে যায়,
সাগরে না সম্ভবে তাহায়,
কল্পনায় অলীকে না হৃদে দেহ স্থান ,
প্রত্যয়েরে করি বলবান্—
শান্তি-রত্ন লভি এস কাম-পারাবারে ;
সে আধারে চতুর্বর্গ-ফল,
ভোগ মোক্ষ রহে অবিরল—
একাধারে তার সাধনায় ;
সদ্যঃ শান্তি লভে যায় মানব-মানবী ,
হেরে ছবি—ভুলিবে নয়ন,
শুনি বাণী—জুড়াবে শ্রবণ,
পদ্ম-গন্ধ নাসা-রন্ধ্রে ধাবে ;
রসে লীন লোলুপ রসনা—
কেন ধনি ! সে রসে রস না ?
স্পর্শ-রসে সুরসে মজিবে,
আবেশে অবশ-তনু নিবৃত্তি লভিবে ,
মনঃ—বুদ্ধি—অহঙ্কার—হবে একাকার,
তন্ময় হইবে প্রাণে প্রাণ ;

সুখ-সাধ্য এ বিধান নহে অবিদিত,
হে সুন্দরি! কেন তায় রহিব বঞ্চিত?

পুলোমা। রমণী-রমণ-রসে রসিক-প্রবর!
হরিয়াছ সরল-অন্তর—
মনোহর চতুরতা-বলে;
চিরদিন ছলে টলে নারী।
অপরূপ-রূপে মুগ্ধ যুগল-নয়ন;
দিলে যবে মোরে দরশন,
মুগ্ধ-ভাবে মুগ্ধ পরে মন,
মুগ্ধ-আচরণ—
হের এবে করিয়াছে হৃদয় গ্রহণ,
অপূর্ব্ব-সৃজন হের নারী বিধাতার;
ফাটে বুক, ফোটে না বচন,
সেই পণে করা'লে লঙ্ঘন,
লজ্জাহীনা হের হে মুগ্ধায়;
অযতনে প্রেম-কলি শুকায়ে না যায়—
সরস রেখ হে তায়, যতন-সিঞ্চনে;
বিনা পণে শুভাশুভ করিনু অর্পণ।

বিলাস। হৃদয়-শাসন-ভার—.
সত্য কি লইলে হ'য়ে হৃদয় ঈশ্বরী?
নিশার স্বপন-সম অনুমান করি,
স্থির হৃদে না হয় প্রত্যয়;
হেন কৃপা দীন-জনে সত্য যদি হয়,—
জে'ন সুনিশ্চয়,

প্রাণের অধিকা তুমি হবে বরাননে !
হেরে প্রিয়ে ! করুণা-নয়নে,
প্রাণ দান দিলে অভাজনে,
সুলোচনে ! বাক্যে মোর করহ নির্ভর,
যতদিন রবে কলেবর,
অন্তর হইতে কভু হবে না অন্তর,
নিরন্তর রবে পদে মালব-ঈশ্বর।

পুলোমা। পরিচয় পাইনু এখন,
মালব-ঈশ্বরে আমি সঁপেছি যৌবন।
রাজা তুমি,—
রাজকার্য্য রহে অনুক্ষণ,
স্মরণ ত রবে এ দাসীরে ?
জে'ন মনে মালব-ঈশ্বরে—
মজে নাই প্রেম-কাঙ্গালিনী,
প্রেমিক-পুরুষ জানি সঁপিয়াছে প্রাণ।

বিলাস। অমূলক-শঙ্কা নাহি হৃদে দাও স্থান,
রাজ-কার্য্য নহে বলবান্,
বিগলিত প্রাণ মম তব প্রেম-ভরে,
পূজিব অন্তরে হেম-প্রতিমা তোমার।
ছার মোর রাজ্যের শাসন,
ছার মোর প্রজার পালন,
ধন্য মানি প্রজা হয়ে বঞ্চিতে জীবন ;
দুনয়ন রাখিয়ে প্রহরী,
হৃদ্-সিংহাসনে বসি দিবস শর্ব্বরী,

হৃদয়-ঈশ্বরী—তুমি, রাখিবে শাসনে,
এস প্রিয়ে! এস তব সুখ-নিকেতনে।

[পুলোমার হস্ত ধারণ করিয়া বিলাসের প্রস্থান।

কুহক-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

কুহক-ছলে কে না টলে।
গলে মন কুহক-বলে, আগুন জ্বলে, সই! জলে॥
যৌবনের মুখ,—কুহক দেখেই লাগে চুক্,
ভ্যানর্ ভ্যানর্ ক'রে ভ্রমর জানায় কত দুঃখ,
(তখন তার) ভরা-জলে, কমল-দলে, দেখেই বঁধুর সুখ,
মধুর আশে, মধুর ভাষে, ঢালে প্রাণ পা'র তলে॥
(একে) সাত-হাত তার বুক্, (তায়) ঠোঁট-দুটি টুক্‌টুক্.
ঘোরে ফেরে ঢালে মধু, ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্,
তখন না পেলে কোটে, প্রাণটি ঠোঁটে, ধুক্ ধুক্ ধুক্, ধুক্,
হা—হা—হা কলের পুতুল, যমেরি ভুল,
টিপনি-বলে সে চলে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(উপত্যকা-ভূমির অপর পার্শ্ব।)

ঢুণ্ঢিরাজের প্রবেশ।

ঢুণ্ঢিরাজ। (স্বগত) বেটীরা চুম্বক না কি? তাই বটে; তা না হ'লে বেটীরা এ'ল আর রাজাকে হিড়্‌হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে গেল? টান্ ব'লে টান্, জবর টান্—একেবারে জগন্নাথের রথের দড়ীর টান্; গণক-ঠাকুরের ফুল-পড়ার টান্ এর কাছে ম্লান হ'য়ে গেছে। এ কি বাবা! এটা গোলোক-ধাঁধাঁ না কি? তা না হ'লে ঘুরে ফিরে সেই এক জায়গাতেই এসে পড়্‌চি কেন? গণ্ডীর বার হ'তে দিচ্চে না—দিশে-হারা হ'লুম্ না কি? আর দিশে লাগ্‌বে নাই বা কেন? বেটীদের রূপের চটকে, চোক দুটো তো একেবারে ঝ'ল্‌সে গেছে; তার উপর ব্রাহ্মণীর রূপ মনে উদয় হ'য়ে আলো-আঁধারে লাগিয়ে দিয়েচে। এ কি বাবা—অসময়ে আবার মিঠে-কড়া নূপুর-ধ্বনি কেন? একবার ত চিলের মত ছোঁ মেরে—রাজাকে লট্‌কালে, আবার দ্বিরাগমন কেন বাবা? বেটীদের দেশে বুঝি পুরুষের আকাল্ প'ড়েচে—তা না হ'লে ধনীরা ঘন ঘন রোঁদে বেরুবেন্ কেন? (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) এই যে

স্বজনীরা রূপের ফোয়ারা ছুটিয়ে, হন্নে হ'য়ে এই দিকেই আস্‌চে ; বেটীদের রূপের সাগরে বেওজর চুম্বকের বড় বড় পাহাড় আছে—গরিব ব্রাহ্মণের জীবন-তরী বেটক্করে প'ড়ে বান্‌-চাল হবে না কি ? কায় নেই বাবা—পালাই এখান থেকে,—পালাবই বা কোথায় ? ঘুরে ফিরে ত এ গোলোক-ধাঁধাঁর ব্যূহ ভেদ ক'ত্তে পার্‌চি না ; গোটা, পনর-পনরটা দিন-রাত্তির ত রাজার পেছুনে গেল, আবার এই গোলোক-ধাঁধাঁয় প'ড়ে জীবনটা যাবে না কি ? এই যে—একে একে সপ্তরথীতে আমায় ঘিরে ফেল্‌লে দেখ্‌চি, কি করি এখন ? এখানে একটা ঝোপ ঝাপও দেখ্‌তে পাচ্চি না—যে বেটীদের নয়নের অন্তরাল হই ; না—যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ। র—বেটীরা, জোঁকের মুখে চূণ দিচ্চি ; আমাকেও একটা গজেন্দ্র-গামিনী হ'তে হ'ল, এই ওড়না-মেঘখানি দিয়ে আমার বদন-চন্দ্রকে ঢাকি—তা হ'লে বেটীদের নয়ন-চকোরও তেষ্টায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌ ছাড়বে—আর আমিও একটা বিদ্দেধরী টিদ্দেধরী গোছ হ'য়ে প'ড়ব—তাই ক'রে এযাত্রা প্রাণটা বাঁচান যাগ্‌ বাবা—দেখি কোন্‌ পত্নীর ভগ্নী আমার কি করে। (তথাকরণ।)

কুহক-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

১মা। (জনান্তিকে দ্বিতীয়া প্রতি) ওলো দেখ্‌ দেখ্‌ মিন্‌সের ঢং দেখ্‌! (প্রকাশ্যে ঢুণ্ঢিরাজের প্রতি) তুমি কে ভাই ?

২য়া। তুমি কোথা থাক ভাই ?

৩য়া। তুমি কোথা হ'তে আস্‌চ ভাই ?

৪র্থা। তুমি এই নির্জ্জন-বনে একলা ব'সে, কি দুঃখে ফোঁপাচ্চ ভাই ?

ঢুণ্ডিরাজ। (ক্রন্দন-স্বরে) গুণমণি গো! তুমি কোথায় গো—আমাকে কার কাছে রেখে গেলে গো—তুমি যে আমায় এক দণ্ডও ছেড়ে কোথাও যেতে না গো—এখন কে আমায় ব'সে ব'সে লুচি-মণ্ডা খাওয়াবে গো—কে আর আমায় সোহাগ ক'রে সোণাদানায় মুড়্বে গো—ওহো তোমার মত নিরেট গাধা আর একটিও যে আমি পাবনা গো ?

৪র্থা। আহা—হা—তোমার কি হ'য়েছে ভাই ?

৩য়া। (৪র্থার প্রতি) আ—হা—হা, কচি খুঁকি আর কি ? দেখ্‌চিস্ না—ওর নাগর ওকে ফেলে পালিয়েছে।

ঢুণ্ডিরাজ। স্বজনীগণ! কেন ভাই! আর তোমরা কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিতে এলে ?

৩য়া। আ—হা—হা—ও, ভাই! একে নিজের জ্বালায় মর্‌চে—কেন আর ওকে খোঁচাখুঁচি করিস্—তোরা কি আর রঙ্গ কর্‌বার লোক পেলি নে ? সোহাগের—

ঢুণ্ডিরাজ। ওগো সত্তিই গো—সে যে আমার বড় সোহাগের গো!

৩য়া। আ—হা—হা—ভাই! চুপ কর; ভালবাসার লোক—

ঢুণ্ডিরাজ। ওগো ঠিক ব'লেচো গো, সে যে আমায় বড় ভালবাস্‌তো গো।

৪র্থা। তবে ভাই! তুমি বড়ই আদরের ছিলে ?

ঢুণ্ডিরাজ। স্বজনি গো! আর চুল্‌কে বরণ তুলো না গো—প্রাণেশ্বর গো—একবার দেখে যাও গো—তোমার বিরহে বে-

আমি—আম্‌সীর মত শুকিয়ে গেলাম গো—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ (ক্রন্দন)।

১মা। আ—হা—হা! তোমার বড় কষ্টই হ'য়েছে দেখ্‌চি ?

ঢুণ্টিরাজ। ওগো তুমি ঠিক বুঝেচ গো—আমি যে কষ্টে কষ্টে কেষ্ট পেতে ব'সেচি গো!

২য়া। হ্যাঁ ভাই! মেয়েমানুষ! তোমার ভাই! হাত শুধু কেন ? তোমার অলঙ্কার গুলি গেল কোথায় ?

ঢুণ্টিরাজ। স্বজনি গো—আর কেঁচো খুঁড়ো না গো—বনের মাঝে অবলা পেয়ে—চোরে সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে গো!

সকলে। (সমস্বরে) অ্যাঁ—বল কি ?

১মা। তারা ত বড় নিষ্ঠুর—

২য়া। আ—হা—হা—না জানি তোমার কোমল গায়ে কতই লেগেছে ? আ—হা—হা—দেখি ভাই! কেঁদ না—তোমার চোকের জল মুছিয়ে দিই এসো।

ঢুণ্টিরাজ। ও গো! না—গো—না—সে এসে জল মুছিয়ে দেবে—তোমরা মুছ না।

১মা। তাও কি হয় ভাই!—এস—মুখখানি তোল দেখি।

ঢুণ্টিরাজ! ওগো এ মুখ আর দেখে কায নাই গো—এ যে পোড়ার মুখ গো।

২য়া। সে কি ভাই ? ঘোম্‌টা খোল। (বলপূর্ব্বক ঘোম্‌টা খুলিয়া দিয়া) ও বাবা!! একি লো—মাগীর মুখে যে এক জোড়া বিট্‌কেল্ গোঁফ্ লো।

ঢুণ্টিরাজ ও অন্যা সঙ্গিনীগণ। গোঁফ্—অ্যাঁ!!

১মা। গোঁফ্ কি লো ? অবাক্ কল্লি যে—দেখি দেখি—তাইত

ভাই' মেয়েমানুষ! তোমার মুখে গোঁফ্ কি ক'রে হ'লো?

৩য়া। ও ভাই মেয়ে মানুষ! একি ভাই!—মুখে গোঁফ্ কি ক'রে গজাল ভাই? তবে কি ভাই! তুমি মেযে সেজে আমাদের সঙ্গে ছলনা ক'চ্ছিলে?

ঢুণ্ঢিরাজ। (স্বগত) এই যে বলে—"স্ত্রী-বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" তা সত্তি বাবা—আমাকে দিয়েই দিব্বি খেটে গেল। এখন ডুবিচি না ডুব্‌তে আছি—দেখি পাতাল কতদূর। (প্রকাশ্যে) (ক্রন্দন-স্বরে) ওগো—ছলনা নয় গো—ওগো হৃদয়েশ্বর গো—একবার দেখে যাও গো—তোমার বিরহে বুঝি গোঁফ্ গজা'ল গো?

২য়া। তুমি বুঝি ভাই! পাহাড়ে মেয়ে মানুষ?

ঢুণ্ঢিরাজ। স্বজনি গো—পাহাড়ে নয় গো—তোমরা ব'লে দাও গো—কার গোঁফ্—আমার মুখে—উড়ে এল গো—

১মা। আমরা আজল্ কি না—তাই ন্যাকা বোঝাচ্চেন—যা নয় তাই?

২য়া। না লো না—গোঁফ্ উড়ে অমন আসে—এস ভাই! তোমার উড়ো-গোঁফ্ গুলো আমরা উপ্‌ড়ে দিই—তোমার অমন মুখশ্রী—একেবারে বিশ্রী দেখাচ্চে।

ঢুণ্ঢিরাজ। হেই গো—তোমরা অমন কায ক'রো না গো—একে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, তায় তোমরা মুগুর মের না গো! ওগো—এতক্ষণে আমার মনে পড়েচে গো—ওটি যে আমার পোষা-তিনি, যাবার সময় বড় সাধ ক'রে আমায় দিয়ে গেছেন গো—তিনি যে ভালবাসার চিহ্ন ব'লে ধারণ ক'ত্তে

ব'লেচেন্ গো—আর তোমরা আমায় জ্বালিও না গো—আমায় ছেড়ে দাও গো—আমার যেদিকে দুচক্ষু যায়—চলে যাই গো।

১মা। তাও কি হয় ভাই মেয়ে মানুষ? তোমার ভালবাসার চিহ্ন-স্বরূপ গোঁফ্-যোড়াটীর উপর আমাদের বেজায় নজর পড়েচে—ওটী আমাদের ছিঁড়ে নিতেই হবে?

(সবলে গুম্ফ আকর্ষণ)

ঢুণ্ঢিরাজ। ও বাবা রে—সার্‌লে রে। (পলায়ন চেষ্টা।)

২য়া। দে—বেরসিক মিন্‌সেটাকে—বন পার ক'রে।

ঢুণ্ঢিরাজ। গেলাম রে—মলাম্ রে। (ঢুণ্ঢিরাজের পলায়ন ও সকলের পশ্চাদ্ধাবন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জ্যোতির্ম্ময়ী ও বাসন্তীর প্রবেশ।

জ্যোতিঃ। লো বাসন্তি! কি বলিবি বল,
নিভৃত এ স্থল,
রাখ ছল, রঙ্গে তোর রঞ্জিত এ প্রাণ।

বাসন্তী। হেরিয়াছি রঙ্গ-রাজে রঙ্গিনীর সনে,
রঙ্গ কিছু রেখেছি গোপনে—
রঞ্জিবারে তব কলেবর ;
এতেই হইলে এত কাতর অন্তর ?
আঁখি-শরে বিঁধিনি এখনো,
হেলা দোলা বঙ্কিম গমন—
এখনও হেরনি নয়নে,
অর্দ্ধ-পথে অবসন্ন হইলে কেমনে—
হৃদয়ের ক্ষোভ তব মিটিবে সুন্দরি ?

জ্যোতিঃ। নবীনা মহিষী!! তাঁরে হেরিলে কেমন ?

বাসন্তী। বরষায় তটিনী যেমন,
কাণে-কাণ রস-ভারে আকুলিত প্রাণ।

জ্যোতিঃ। রূপবতী সে যুবতী অতি ?

বাসন্তী। শুন সতি! আমি নারী টলাইল মন,
ফিরাইতে না পারিনু যুগল-লোচন।

জ্যোতিঃ। মহারাজে হেরিলে কেমন ?

বাসন্তী। মধুপানে মক্ষিকা যেমন—

পক্ষ-বদ্ধ রস-সংক্রমণে ;
আরো কিছু শুনিবে ললনে ?

জ্যোতিঃ। নব দম্পতীর লীলা—
অধিক না শুনিবারে সাধ,
অবসাদ আসিবে যখন,—
উড়িবে মধুপ ত্যজি কুসুম-রতন।

বাসন্তী। বিফল সে আশা সুহাসিনি !
সামান্যা নহেক সে রঙ্গিনী,
কুহকিনী কামুকী-কামিনী তব ঘরে ;
রঙ্গ-মগ্ন-অঙ্গে তার অনঙ্গ বিহরে,
পলকে শিহরে নারী-প্রাণ,
শক্তিমান্ কেবা এ ভুবনে—
একবার যেবা তারে হৃদয়-আসনে—
বসায়ে ফিরায়ে লবে চিত,
হইবে বিস্মৃত ছবি সমগ্র জীবনে ?

জ্যোতিঃ। ভালবাসি যারে, সাধ হয় তারে—
করাইতে উপাদেয় রস-আস্বাদন,
নাহি রূপ—ভুলাইব প্রাণনাথ-মন,
মৃগয়ায় ভাগ্যে যদি মিলেছে রতন—
তৃপ্তা হব নাথ-কণ্ঠে করি দরশন ;
নব রসে সরসে রহিবে নটবর।

বাসন্তী। রহস্যের নহে এ সময়,
হইয়াছে দুর্দ্দিন উদয় ;
তুচ্ছ নহে কথা,

পাবে ব্যথা এ ব্যাধি পুষিলে ;
হেলা আজি কর যে অনলে,
কালে বিশ্ব গ্রাসিবে সে ভীম-হুতাশন ;
অঙ্কুরে না করিলে দমন—
উৎপাটন না সম্ভবে বদ্ধ-তরু-মূলে ;
বক্ষোজলে জীবনের নাহিক সংগ্রাম,
অবিরাম তরঙ্গের ঘোর আবর্ত্তন,
মুহুর্ম্মুহুঃ ভৈরব-নর্ত্তন—
গভীর নীরের পরে ;
উত্তাল সে তরঙ্গের ভরে,—
নাহি পায় প্রাণ—
সন্তরণ-পটু যেই জন ;
তাই কহি স্থির কর মনঃ,
অসাধ্য-সাধন—
ঋণ-পরিশোধ-আশ ধর যদি পরে ;
হৃদয়েশ বিজড়িত হইবে অন্তরে,
অঙ্কুরে উপায় সখি ! কর নির্দ্ধারণ।

জ্যোতিঃ সখি ! শুন যেবা ভাবিয়াছি মনে,
ছিল নদী প্রধাবিতা সাগরের পানে,
শৈল-ব্যবধানে—
প্রতিহতা—স্তম্ভিতা—সে এবে,
বুঝাইবে কে বা কারে মরম-বেদনা,
যায় জানা অনুভবে যায় ?
সে ক্ষমতা বাক্যের কোথায়—

অঙ্কে যায় হৃদয়-ফলকে ?
অর্থ-হীন-রব তায় তীর-সম ছোটে,
ফোটে কাণে চিত-হারা জনে ;
হায় ! ! অন্তর্যামী যদি হইত সাগর,
নদীর কাতর-ভাব বুঝিত মরমে,
কত ব্যথা জাগাইত প্রাণে—
অর্থবহ সেই নিশ্চলতা ;
প্রেম-পূর্ণা তটিনীর করিতে সান্ত্বন,
ধেয়ে আসি আগুবাড়ি দিত আলিঙ্গন।

বাসন্তী। ভাল সখি ! সুধাই তোমায়,
শৈল-ব্যবধানে—
যবে নদী প্রতিহতা হয়,—
সে স্তম্ভন-ভাব তার কতক্ষণ রয় ?
প্রাণের আবেগ ভরে,
উদ্দেশিয়ে প্রাণেশেরে,
ছোটে নাকি পুনঃ নদী দ্বিগুণ গতিতে—
মিলাইতে হৃদয়ে হৃদয় ?
মান অভিমান—
ধরিত হৃদয়ে যদি সেই স্রোতস্বিনী,
অনুমানি, সাগরের সনে—
সে জীবনে আর নাহি হইত মিলন ;
মান-অপমান—
সাগরের পদে তার সব সমর্পণ,
তাই তার অখণ্ড-মিলন।

জ্যোতিঃ। লো বাসন্তি! অভিমান প্রণয়-বন্ধন,
জানে তায় প্রেমিক যে জন;
না ক'রেছে প্রেমে যে বা কভু অভিমান,
নাহিক প্রণয়, মাত্র প্রণয়ের ভাণ—
ধরে হৃদে সেই দুঃখি জন;
ছল ছল মানে দু নয়ন,
দর দর অশ্রু বরিষণ—
প্রেমিকের নিজস্ব রতন,
মন্দার-কুসুম যথা নন্দন-কাননে;
হেন অশ্রু যাহার নয়নে,
কোন্ পণে দেখি কর তার বিনিময়?
রত্নাকর ঢালিয়ে ভাণ্ডার—
মুছাতে না পারে তার সেই অশ্রুধার,
সুধাকর—সুধা-ধারে ভুলাইতে নারে;
যার তরে তার অভিমান,
যদি তার না থাকে সে মান,
জুড়াবার স্থান—
নাহি তার জগৎ-মাঝারে;
অভিমানে কত রত্ন ঝরে—
বুঝে মাত্র প্রেমিক যে জন;
সম্ভব যদিও হয় প্রণয়-বর্জ্জন,
তথাপি না হয় অভিমান বিসর্জ্জন]।

বাসন্তী। রাখ হৃদে পুষে অভিমান,
তায় তব তিতিবে বয়ান,

অপমান হবে পদে পদে ;
এ বিপদে অভিমানে দাও বিসর্জ্জন।
অভিমান সাজে লো কখন ?
ক্ষোভে তাপে প্রাণেশ যখন,
সাধিবারে হয়ে একমন—
অনুক্ষণ সুযোগ খুঁজিবে ;
কিন্তু কোথা সে দিন তোমার,
অভিমানে মুছি মলা তার—
কণ্ঠ-হার হৃদয়ে ধরিবে ?
নব-প্রেমে মাতোয়ারা প্রাণ,
আত্ম দোষ সে করে সন্ধান ?
বলবান্ মনোবেগ সুখ-আশে ধায় ;
মূক-সম ফুটিবে না মুখ,
পীড়নের দুঃখ—
কেমনে হেরিবে যার প্রেমান্ধ-নয়ন ?
বধির সে জন—
নব-প্রেমে যেবা নিমগন,
কেমনে শ্রবণে তার—
পশিবে তোমার কাতরতা ?
নীরবতা—পরমাদ গণি।
বুঝাও তাঁহারে,
যেই ভাবে নর-নাথ বুঝিবারে পারে—
হেন পন্থা—কর উদ্ভাবন ;
রূপে—মুগ্ধ ধরণী-রঞ্জন,

গুণে—তুমি মুগ্ধ কর মন ;
মৌন-ভাব করিলে ধারণ—
হেন মনে স্থির অনুমানি,
উজান না বহিলে এ সাগর-বাহিনী—
ফিরিয়ে না পাবে তব হৃদয়ের মণি।

জ্যোতিঃ। সেই-ধ্যানে—নিয়ত রহিব,
সেই-দিন—নিয়ত গণিব,
তথাপি না দিব—অভিমান বিসর্জ্জন ;
দ্বিতীয়-মরণ-সম তাহা প্রণয়ীর।
জানি সখি! স্থির মম সুখের তপন,
কাল-রাহু দিয়ে দরশন,
গ্রাসিয়ে পলকে—
হৃদয়-আলোকে মোর করিল হরণ ;
কিন্তু জে'ন বিধির এ চক্র-আবর্ত্তন—
সময়ের স্রোতে সখি! আবার ফিরিবে,
চিরদিন এদিন না রবে ;
অপরাধী দাসী-পাশে ক্ষমা-ভিক্ষা চাবে—
শাস্তি পাবে কামুকী-রমণী,
অভাগিনী-হৃদয়ে উজ্জ্বল প্রেম-মণি—
উজলিবে আলোকি ধরণী ;
হীন মানি—
হৃদয়-বিহীনে সখি! বেদনা-জ্ঞাপন।

বাসন্তী। সখি! হৃদয়-বিহীন কহ কারে ?
দারুণ এ অভিমান-ভরে—

লক্ষ্য-হীনা ভাসা'য়ো না তরী,
অরি তব হেরি নিজ-মন ;
তব হৃদে প্রেম-নিকেতন—
প্রেমিক-প্রাণেশ তব যদি নাহি পায়,
হারাবে হেলায় ;
প্রেম হারা হবে উদাসীন,
রবে লীন লাম্পট্য-ক্রিয়ায় ;
হৃদয়-বিহীন নহে প্রাণেশ তোমার,
হৃদয়-বিহীনা-সম তব ব্যবহার ;
কাম-ঘোরে হৃদয়েশ পড়িয়ে আঁধারে—
রাখ তারে প্রেমালোক-দানে,
মোহিনী-মৃগাক্ষী নহে মজাইবে প্রাণে।

জ্যোতিঃ। প্রেম—কেবা চায় ?
সাম্য-ভাব প্রেমের কায়ায়,
সে ভাবে নাহিক আবাহন,
মৈত্রী-ভাবে নাহি বিচরণ,
বিসর্জ্জন হইয়াছে কবে।
উদাসীন হবে বলি ডর যে বা মনে,
হৃদয়-হীনতা তাঁর হের আচরণে ;
কিবা হেন অপরাধ তাঁহার চরণে—
হেরিল না যাহে মোরে সূতিকা-ভবনে ?
আগমন-সমাচার করিয়ে প্রেরণ—
স্মর তাঁর দীর্ঘ অদর্শন,
মাস-অন্তে পদার্পণ ভবনে যুগলে,

মৃগয়ার ছলে ভাল মৃগাক্ষী-সন্ধান ;
কার প্রাণ পাষাণ-সমান—
অকাতর-হৃদয়ে কে সবে অত্যাচার ?
শত ত্রুটী তাঁর—
ভার মোর ক্ষমা-প্রার্থনার ?
নহে ইহা প্রেমের নিয়ম ;
অভিমান দিয়ে বিসর্জ্জন—
অকারণ কেন বা সাধিব ?
দাস্য-ভাবে সাধিয়ে তাঁহারে—
প্রেমের স্বাধীন-বৃত্তি কভু না লঙ্ঘিব।
উদাসীন !! উদাসীন হবে কিবা আর ?
স্নেহ-হীনতার হের পুর্ণ-নিদর্শনে,
শত-দোষ হ'তে পারে তাঁহার চরণে,
কিন্তু গিয়ে হের নিকেতনে,
দেব-ভাব খেলে মোর কুমার-বদনে ;
কোন্ প্রাণে, তার পানে, ফিরে নাহি চায় ?
যে পাষাণ তারে নাহি চায়,
কোলে তুলে তারে না নাচায়,
প্রাণ-মম তারে নাহি চাবে ;
কোথা আজি রবে—
পিতৃ-বক্ষঃ-ক্ষীরোদ-সাগরে—
সোহাগ-শয়নে সুপ্ত শিশু-নারায়ণ,
অনাদর-গণ্ডকী-সলিলে—
কোথা আজি তাহার বর্জ্জন !!

এ বিরোধ হবে না ভঞ্জন—
বুকে তুলে বাছারে না করিলে চুম্বন।

বাসন্তী। হের সখি! আসে তব মানস-মোহন,
প্রেম-ভাবে কোরো আবাহন,
হৃদয়-বেদন সখি! জানা'ও বিরলে;
যাই সখি! অন্তরালে শুনিব কথন। (প্রস্থান)

বিলাসের প্রবেশ।

বিলাস। আসিয়াছি কল্য এ ভবনে,
কিন্তু দেবি! অপরাধী তোমার সদনে;
তাই লাজে দেখাতে বদন—
পারে নাই এই অভাজন;
আসি—আসি করি—লাজ হয় অরি,
নিশি-দিন—এ সংগ্রাম ছিল অবিরাম,
আজি পাইনু বিরাম—
তব প্রেম-কৃপা-বলে,
অবহেলে দিল লাজ পৃষ্ঠ-দরশন;
উচাটন মনঃ—
ল'য়ে এল তব পাশে, শান্তির আশায়;
মাসাবধি দরশনে বঞ্চিত তোমায়,
অপরাধ ক্ষমিয়ে কৃপায়—
বারেক নেহার প্রিয়ে! করুণা-নয়নে।

জ্যোতিঃ। একি!! পাপ-কালিমার ছায়া—

খেলিতেছে তোমার কায়ায় ?
ঘিরি তায়, অট্টহাসে পাপ-অনীকিনী ;
করে ঘোর বদন-বিস্তার,
লক্‌লক্ লেলিহানা-রসনা-প্রসার,
কড়কড় রবে—
ডাকে কারো দশনের শ্রেণি ?
গণি পরমাদ আজি হেরিয়ে তোমারে,
গেল দূরে মান-অভিমান ;
এস নাথ ! এস হে হিয়ায়,
অন্তরালে আর নাহি রাখিব তোমায়,
দেখি কোন্ পাপ স্পর্শে তব কলেবরে ?
পবিত্র ত্রিদশ-পরে—
দানবের নাহি অধিকার ;
দেখি সাধ্য কার বলে করিতে হরণ ?

বিলাস। প্রিয়ে ! দোষী নিজ-মন,
অকারণ দোষ অপরেরে ;
পরে মন্দ না করে সাধন,
মহা-অরি নিজ-মন ছলে ছলনায়।
দারুণ কামের পিয়াসায়,
দৈবযোগে অতুলনা হেরি ললনায়—
প্রেম-বারি করিনু প্রার্থনা,
অবাধে অঙ্গনা তাহা করিল পূরণ ;
ইথে তার দোষ কিবা করহ চিন্তন ?
করহ অর্পণ—

মম শিরে যে বা কিছু রহে দোষ-ভার ;
তিল তার অপরাধ নাহি লয় মন।

জ্যোতিঃ। কে সে নারী করিয়ে চাতুরী—
ভুলাইল যেবা তব মন ?
সাধারণ নাহি ভাব তায়,
মানবের মহা অরি—
কভু হয় মানব ধরায়।
ধরি প্রেম সেই প্রমদার,
তব ঘোর কাম-পিপাসার—
শান্তি কি হ'য়েছে ভাব মনে ?
হেরগে দর্পণে, তব কাঞ্চন-আভায়—
ঢাকিয়াছে কলুষ-কালিমা-ছায়া,
শূন্য-কায়া, নাহি যেন মন,
যুগল-নয়ন—
পাপে লীন—রসে দীন—জ্যোতিঃ হীন ফেরে ;
পাপী-জন হেরে যাহা মানিত শাসন,
কে হরিল তব সেই উজ্জ্বল নয়ন—
সারল্য—ঔদার্য্য—প্রীতি—শান্তির দর্পণ ?
কই সেই তীক্ষ্ণ-দরশন—
যাহে কর রাজ্যের রক্ষণ ?
হেরে আঁখি আজি তব প্রণয়িনী ডরে ;
প্রীতি ভরে প্রজাবর্গে কেমনে পালিবে—
শান্তি দিবে শান্তি-হীন জনে ?
আছে নাথ ! এ ভুবনে—

কত-শত ভুবন-মোহিনী,
সাধ যদি, নিজে আমি দিব পরিণয়,
দাও হে অভয়—
ত্যজ সেই মায়াবিনী-নারী,
কলুষিত যে বা তব করিল ভবন,
সূর্প-রবে অলক্ষ্মীরে দাও বিসর্জ্জন।

বিলাস। শুন দেবি! আমি আর নহেক আমার,
ছিল যত মম অধিকার—
ছলে নারী একে একে ক'রেছে হরণ ;
সত্য কহি অসীম-শাসন—
ধরে নারী আমার উপর ;
জানি, জ্ঞান-হরা সুরা অনিষ্ট-আকর—
ত্যজিবারে পারে তারে বল কোন্ জন ?
মূঢ়-মন তার বশীভূত ;
প্রভূত ক্ষমতা ধরে মন-বিমোহিনী।
যে মোহিনী-মন্ত্র-বলে—
করিয়াছে ছলে নারী হৃদয়-গ্রহণ,
তারে যদি করি হে বর্জ্জন,
প্রাণ-হীন পাবে কলেবর ;
বুঝি সতি! দেহ সদুত্তর,
শব-দেহে জানি তব নাহি অভিলাষ।

জ্যোতিঃ। শিব—শিব—নাহি ধর অশিব-বচন,
তব ক্রোড়ে ত্যজিব জীবন,
বৈধব্য সতীরে নাহি ধরে ;

নাহি করে সতী কভু স্বার্থ-অন্বেষণ,
স্বামীর মঙ্গলে জানে মঙ্গল আপন ;
তব সুখ করিয়ে স্মরণ,
অকাতরে দিতে পারি স্বার্থ-বিসর্জ্জন—
দেখি যদি সুখী তুমি তায় ;
কিন্তু হায় ! সুখ-আশা মরীচিকা-সম,
শ্রম-মাত্র সার হবে যায় ;
না জানি কি রহে তোলা ভবিষ্যের গায়,
হায় ! ! কেন রহিল পরাণ—
মৃত্যু-মুখে আতুর-ভবনে।

পুলোমার প্রবেশ।

পুলোমা। এই যে—হেথায় তুমি রহ প্রাণেশ্বর !
সেথা মোর অস্থির অন্তর,
তন্ন-তন্ন অন্বেষণ করি উপবন,
কে জানে হেথায় রহে মোর প্রাণ ধন ?
কর নাথ ! শপথ-গ্রহণ—
একাকিনী আর নাহি রাখিবে আমায় ?

বিলাস। অ্যাঁ—তুমি হেথা—বৃথা কেন এলে সুহাসিনি !
একাকিনী রাখিয়ে তোমারে—
নহি প্রিয়ে ! সুস্থির অন্তরে,
যাইতাম এখনি হে তোমার সদনে,
তাই কহি বৃথা প্রিয়ে ! হেথা আগমন ;

আসিয়াছ, হ'ল ভাল—কর সম্ভাষণ—
জ্যেষ্ঠা-সহোদরা-সম মহিষীর সনে ;
(জ্যোতিঃ প্রতি) স্নেহের নয়নে রাজ্ঞি ! কর দরশন,
অবান্ধব-পুরী-মাঝে বসে সুলোচনা,
নাহি কেহ করিতে সান্ত্বনা ;
জে'ন মনে বন-বিহঙ্গিনী—
পালনে বরষে কর্ণে সুমধুর-বাণী ;
আপন-অনুজা-সম নেহার তাহায়—
পাবে তায় যোগ্য-প্রতিদান।

পুলোমা। ধন্য-মানি আপনারে তব দরশনে ;
যে অবধি শুনেছি শ্রবণে—
তব নাম রাজার বদনে,
ছিল সাধ মনে—
করিতে তোমারে দরশন ;
কল্য যবে পদার্পণ করিনু হেথায়,
কতবার বলিনু রাজায়—
ক'রে দিতে মোরে পরিচয়,
কি জানি—কেন যে তিনি সভীত-হৃদয় ?
আজি মোর ভাগ্য-বশে—
পাইলাম তব দরশন,
রাজা নহে, বিধি—সাধ করিল পূরণ।

জ্যোতিঃ। শুন সতি !
প্রাণ-পতি মম, তব প্রেম-অভিলাষী,
ভালবাসি হিত-চিন্তা কোরো এক-মনে,

জীবন-সর্ব্বস্ব-ধনে রেখো স-যতনে,
নিজ-করে তোমারে করিনু সমর্পণ।
যতদিন হিত-চিন্তা করিবে গো মনে—
কুশাঙ্কুর বিন্ধিবে না তোমার চরণে ;
কিন্তু যদি হের তাঁয়—ঘৃণার নয়নে,
কর যদি কভু কোন মন্দ-আচরণ,
আপন-পতন তায়—
আপনি করিবে আবাহন ;
সতী আমি—পতি-পদে থাকে যদি মন—
অন্যথা ইহার নাহি হবে কদাচন। (প্রস্থান)।

পুলোমা। প্রত্যক্ষ্যে তোমার—
সপত্নীর হের ব্যবহার,
পরোক্ষের আচরণ বুঝ অনুভবে ;
হউক সপত্নী—হবে এক-পুরে বাস,
তাই মনে ছিল অভিলাষ,
রহিয়ে উভয়ে হেথা মনের মিলনে—
নিশি-দিন সেবিব তোমার শ্রীচরণে,
তাই যাচি দেখাইনু সম্মান তাহায় ;
হেন আশীর্ব্বাদ-রীতি বিরল ধরায়,
শোভা পায়—তোমার কৃপায়,
মোর কিন্তু লয় হে অন্তরে,
বিষধরী হেন-বিষ বিরল উদ্গারে,
মন্দ-ব্যবহারে তার আকুঞ্চিত-মন ;
হেন গুণে—গুণের কীর্ত্তন—

ধ'রিত না তোমার বদনে ?
এ ভবনে কিন্তু মোর জীবন-সংশয়।

বিলাস। এরি তরে মিলাইতে নাহি ছিল মন,
সে বারণ মানিলে না কেন প্রিয়তমে ?
সরল-অন্তরে, মিলিবার তরে,
উন্মাদিনী-সম নাহি হিতাহিত-জ্ঞান,
মিলনের পরিণাম—
দেখিলে ত আজি সুলোচনে !
এ জীবনে, হেন সরলতা—
আর নাহি ধর হে হৃদয়ে,
সরল নহেক কভু জগতের জন,
তব-সম সারল্যের মন—
বিরল এ আবিল ধরায়।

পুলোমা। কি জানি, কেন যে প্রাণ—সরলতা চায়—
ভাবিয়ে না পাই হে কারণ ;
যার যে বা মন, করুক্ তেমন,
মোর তায় কি বা আসে যায়,
কেন মনে জ্বালাইব বিষের জ্বালায় ?
কি বা তুমি কহ প্রাণ-ধন !
সারল্যে তোমার সহ আমার মিলন ;
প্রাণ-পণ—ক্ষুণ্ণ-মন কভু না করিব,
এস হে—তিলেক হেথা, আর না রহিব।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

দিক্-সুন্দরী ও হর-সুন্দরীর প্রবেশ।

হর। হ্যাঁ বউ—দাদার—কি বলে ভাল, উদ্দিশ কি কিছু পেলি ?

দিক্। তেম্‌নি কি ভাই তোর দাদা, কোথায় থাকে, কোথায় যায়, তা কি আমায় ব'লে যায় ; ছিল মানুষ, হ'লো একেবারে নিডুবি,—মাস্‌-খানেকের মত নিশ্চিন্তি—উদ্দিশই নাই।

হর। তবে—মানুষটা গেল কোথায়, তারও তো একটা—কি বলে ভাল, খোঁজ্ খবর ক'ত্তে হবে—

দিক্। ক'ত্তে ত হবে বুঝ্‌লাম—কি ক'রে করি তা বল—রাজার সঙ্গে কিন্তু যায় নি, তা হ'লে কা'ল সে ফিরতো—

হর। তবে গেল কোথায় ?

দিক্। তা আমি আর কি ক'র্‌ব বল, কা'ল শুন্‌লাম রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এসেচেন, মনে কল্লুম্ আস্‌বেই এখন ; ওমা !! সমস্ত-রাত ব'সে ব'সে কাটিয়ে দিলুন্ ; কোথায় বা তোর দাদা, আর কোথাই বা তার উদ্দিশ্—ছুট্‌লুম্ সকালে সেই রাজ-বাটীতে, মনে কল্লুম্—যদি কোন খোঁজ-খবর পাই, তা ভাই ! রাণীর রকম-সকম দেখে, তোর দাদার কথা তুল্‌তে আর আমার মন সর্‌লো না। সেই সকাল থেকে এখন পর্য্যন্ত বাসি-মুখে জলটি অবধি দিই নি।

হর। কেন্ লা বৌ ! রাণীর আবার—কি বলে ভাল, রকম-সকম-খানা কি দেখ্‌লি ?

দিক্। ওমা! তা আর শুনিস্ নি, আর শুন্‌বিই বা কেমন ক'রে? ভাগ্‌গি রাজ-বাটীতে তোর দাদার উদ্দিশে গিয়েছিলুম, তাইতেই ত শুন্‌তে পেলুম, রাজা যে একটি নতুন বিয়ে ক'রে এনেচে।

হর। বলিস্ কি লো? তা দাদাও তো রাজার সঙ্গে গিয়েছিলো, এখন এক যাত্রায়—কি বলে ভাল, পৃথক্-ফল হলেই বাঁচি, দাদাও যদি—কি বলে ভাল, একটা বিয়ে ক'রে আনে?

দিক্। আন্‌লে তো হয় একবার, খেঙ্গ্‌রে বেটীকে তাহ'লে হাতের সুখটা একবার ক'রে নিই না? আমাদের রাণী যেমন নেকী?

হর। তা ভাই বউ! রাজা-রাজ্‌ড়ার দু-দশটা অমন্ থাকে, ঘরে ভাত-কাপড়ের তো দুঃখু নেই, সুন্দরী পেলে—অম্‌নি—কি বলে ভাল, বিয়ে ক'রে ফেল্লে।

দিক্। থাকুক্ ভাত কাপড়, ভাত-কাপড় থাক্‌লে কি বিয়েই ক'ত্তে হয়? আমি ভাবি—মুখ তুলে মাগের সঙ্গে কথা কয় কি ক'রে? দু-নৌকোয় পা—বাবারে বাবা।

হর। ব'ল্লে কি হয় ভাই! পুরুষ যে—আর পুরুষ ব'লে পুরুষ—একেবারে রাজা—কি বলে ভাল, করেই যদি একটা বিয়ে, মেয়েমানুষ, জোর কি? চোদ্দ-হাত-কাপড়ে আব্রু থাকে না; দুঃখু হ'লো—না হয় পায়ে মাথা খুঁড়্‌লে, বড় জোর—কি বলে ভাল, না হয় গলায় দড়ী দিলে, এর বেশী ত কিছু ক'ত্তে পারে না—

দিক্। দুঃখু কি লো—নিজের চোকে দেখে এলুম্—সেই মাগীর জন্যে ভেন্ ব'সেচে; আর রাণী আমাদের, কাঁচা-নাড়ী নিয়ে—

চর্কী-ঘূরে বেড়াচ্চে; থালে থাল্ চন্দরপুলি, থালে থাল্ ক্ষীরের ছাঁচ, ভেট্ যাবে লো—ভেট্ যাবে, উনুনের ছাই খানিক্টা দিতে পাল্লে না।

হর। বলিস্ কি লো? রাণীর আমাদের কেমন মন কে জানে? বড় সামাই কিন্তু।

দিক্। আমি কি তোকে মিথ্যে ব'ল্চি? আমায় আবার খাওয়াতে রাণীর কত সাদ্ধি সাধনা। আমিও ভাই! খাবো না—সেও ভাই! ছাড়্বে না; বলে কি—কত দিন আস নি, কিছু খাও, খোকা দেখ, তা আমি ত ভাই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, তোর দাদার ভাবনাতেই অস্থির; মুখে উঠ্বে কেন? খাতিরে প'ড়ে কতকগুলো খাবার নিয়ে এলাম্, তুই ভাই! কিছু খাবি? দাঁড়া—আমি আন্চি।

হর। থাক্ বৌ! খাবুই এখন, আগে ঘরের মানুষ—কি বলে ভাল, ঘরে ফিরে আসুক্—

দিক্। তা—হ'ক্—তুই ব'স্—আমি আস্চি।

(দিক্-সুন্দরীর প্রস্থান।)

হর। (স্বগত) যার ভাত আছে, সে—কি বলে ভাল, ভাতার পায় না, আর যার ভাতার আছে, তার—কি বলে ভাল, ভাতের দুঃখু; বিধেতা-পুরুষ মেয়ে-মানুষকে দুটো বড় দেয় না—ভাগ্যি আমি রাজার মাগ্ হই নি—তাহ'লে—কি বলে ভাল, একটা সতীনের কাঁটা বুকে সইতে হ'তো।

(ঢুণ্ঢিরাজের দৌড়াইয়া আসিয়া কবাটের অর্গল বদ্ধ করতঃ হর-সুন্দরীর হস্তধারণ।)

ঢুণ্ঢিরাজ। ওঁহুঁহুঁহুঁ—বড় জ্বর—আমায় চেপে ধর—

হর। ওমা আমি—যাব কোথা ? (হস্ত ছাড়াইয়া পলায়নোদ্যতা)

ঢুণ্ঢিরাজ। (পুনর্ব্বার ধরিয়া) উঁহু, কর কি—কর কি—খু'লো না, কপাট খুলো না, শীত—বড় শীত—শীতের হাওয়া সন্ সন্ বইচে—কাঁপুনি—বিষম-কাঁপুনি—আমার প্রাণ যায় গিন্নি—আমায় চেপে ধর।

হর। ওমা কি হবে ? আমি—আমি যে—আমায়—কি বলে ভাল, চিন্‌তে পাচ্চ না।

(পুনর্ব্বার হস্ত ছাড়াইয়া কবাট খুলিবার চেষ্টা)।

ঢুণ্ঢিরাজ। উঁহু—কর কি—কর কি—এসে পড়্‌বে—এখুনি সব এসে পড়্‌বে—আমার প্রাণ যায় গিন্নি—আমায় বাঁচাও—

হর। ওমা !! আমি—যাব কোথা—(চীৎকার করিয়া) বৌ ! ও বৌ ! কি বলে ভাল—একবার শীগ্‌গির আয়।

ঢুণ্ঢিরাজ। চেঁচিও না গিন্নি—চেঁচিও না—লোক জড় কোরো না, কপাট খুলো না গিন্নি—কপাট খুলো না—সাপ—সাপ—এক-পাল কেউটে সাপ—তাড়া ক'রেচে—ছোবল দেবে—আমার প্রাণ যায়, আমায় বাঁচাও—

দিক্-সুন্দরী। (বহির্ভাগে) কি—হয়েছে ঠাকুর-ঝি ! কি হ'য়েছে—দরজা বন্ধ ক'রে চেঁচাচেঁচি কচ্চিস্ কেন ?—দরজা খোল্।

ঢুণ্ঢিরাজ। (দৃঢ়রূপে ধরিয়া) ওই গো—খবর-দার কপাট খুলো না গিন্নি—খবরদার কপাট খুলো না—লোক হাঁসিও না—ধাওয়া ক'রেছে—আমায় বাঁচাও।

হর। (উচ্চস্বরে) ও বৌ—শীগ্‌গির আয়—কি বলে ভাল, কপাট ভেঙ্গে আয়, আমার হাত চেপে ধ'রেচে—নড়্‌বার যো নাই। (দিক্-সুন্দরীর কবাটে শব্দকরণ)।

ঢুণ্ঢিরাজ। এই গো—এইবারেই গেলাম গিন্নি—এই বারেই গেলাম, তুমি পর্য্যন্ত আঁৎকে উঠ্‌লে যে—আমার প্রাণ বাঁচাও, আমার বুকে চেপে ধর—

(হর-সুন্দরীর হস্ত ছাড়াইয়া কবাট-নিকটে গমন)

ঢুণ্ঢিরাজ। (লম্ফ দিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে ধরিয়া) এলো রে—দরজা ভাঙ্গ্‌লে রে—এইবারেই গেলাম গিন্নি এইবারেই গেলাম। (হরকে দৃঢ়রূপে ধারণ ও তাহার ছাড়াইতে চেষ্টা)

অর্গল ভাঙ্গিয়া থালা-হস্তে দিক্-সুন্দরীর প্রবেশ।

ঢুণ্ঢিরাজ। (গোঁফে হাত দিয়া) এই গো—নিলে সব ছিঁড়ে।

দিক্। এ ব্যাপার-খানা কি? ভাই বোনে যে একেবারে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ লাগিয়েছ ?

(বন্ধন ছাড়াইয়া হর-সুন্দরীর দিক্-সুন্দরীকে ধারণ)

ঢুণ্ঢিরাজ। এ কি !! ঘরে গিন্নী—বাইরে গিন্নী—কোন্‌টা আমার? অ্যাঁ—স্ত্রীবুদ্ধিটা এখনো আমার ছাড়ে নি দেখ্‌চি; ভোল্ ফিরিয়ে ঘাড়ে চেপে র'য়েচে।

দিক্। (ক্রুদ্ধস্বরে) বলি ও ন্যাকা-রতন! দিন্‌কের দিন হ'চ্চ কি? এ সব ত কখন ছিল না? নেসা ক'রেচ বুঝি—তাই আর বোন্—ঝি জ্ঞান নাই? পোড়া কপাল—অমন-পুরুষের মুখে আগুন। (হরর প্রতি) ভয় কি ঠাকুর-ঝি! ভয় কি? দ্যাখ্‌দিকি মিন্‌সে! চোক দুটো কপালে উঠেচে, এখনো নাম্‌চে না।

ঢুণ্ঢিরাজ। আঃ—এতক্ষণে ধাতে ধাত্ এলো, গিন্নীর আমার মিঠে-কড়া বোল্ নইলে চট্‌কা ভাঙ্গায় কে? থেমো না গিন্নি!

থেমো না—আরো খানিক্‌টা চলুক্‌—একেবারে ধাত্‌ ছেড়ে গিয়েছিলো—বুঝ্‌লে—তোমার সূচিকা-ভরণ বাক্য-প্রভাবে একটু প্রকৃতিস্থ হচ্চি—বুঝ্‌লে ?

দিক্‌। বু—ঝি—চি, আ মর্‌ মিন্‌সে !

হর। বউ, বউ—

দিক্‌। ভয় কি ঠাকুর-ঝি—ভয় কি ?—এই যে আমি—

হর। দাদা হাড়্‌ ভেঙ্গে দিয়েচে—তুই না এলে, কি বলে ভাল—

ঢুণ্ঢিরাজ। (বিকৃত-স্বরে) দাদা হাড়্‌ ভেঙ্গে দিয়েছে—দাদা তোর—কি বলে ভাল, ঘাড় ভাঙ্গে নি, এই কত ভাগ্‌গি তুই ম'ত্তে—কি বলে ভাল, এখানে এসেছিলি কেন ?

দিক্‌। তোমার আজ হয়েছে কি ? থেকে থেকে, ঝেঁকে ঝেঁকে উঠ্‌চো কেন ? নেসা ক'রেচ নাক ?

ঢুণ্ঢিরাজ। প'ড়্‌তিস্‌ যদি একবার আমার মত ফেরে—বুঝে নিতুম্‌ তুই কতবড় মেয়েমানুষ ; এক-পাল ডাকাতে তাড়া ক'ল্লে কি আর শ্বশুর—ভাসুর—জ্ঞান থাক্‌তো ?

হর। দাদার মিথ্যে কথা, আমার একটু একটু মনে প'ড়্‌চে, তুমি এসেই যে ব'ল্লে—কি বলে ভাল—আমার বড় জ্বর, আমায় চেপে ধর,—এখন আবার কথা-পাল্‌টাও কেন ?

দিক্‌। দেখ্‌চিস্‌ নে, ওর রকম-খানা—কেউ ত আর গাইএর পেটে গাধা নয়—যে—ও যা ব'ল্‌বে, তাই বুঝ্‌বে।

ঢুণ্ঢিরাজ। (হরর প্রতি) আরে মুখ্যি ! জ্বর কি সাধে হ'য়েছিল ? সে আতঙ্কের জ্বর—

দিক্‌। (অনুকরণ-স্বরে) আতঙ্কের জ্বর—ডাকাতে তো আর ধন-রত্ন লোট্‌বার জায়গা পায় নি—তাই ওঁর উপর ডাকাতি

ক'ত্তে গিয়েছিল? ওঁর গোঁফ্ গুলো ছিঁড়ে নিয়ে, তারা জনে জনে রাজা হবে।

ঢুণ্ডিরাজ্। (স্বগত) সর্ব্বনাশ!! মেয়ে-গুলো গোঁফ্ ছিঁড়্তে এসেছিল, জেনেছে নাকি? (প্রকাশ্যে) ব্রাহ্মণি! ও কথাটা যে বড় ব'ল্লে?

দিক্। কি মন্দ কথাটা বলা হয়েচে?

ঢুণ্ডিরাজ। ঐ—কি—ছেঁড়ার—কথাটা।

দিক্। তা মন্দ কি বলিচি? ধন-দৌলৎ লোট্‌বার ত আর ঠাঁই পায় নি—ধরেচে তোমাকে সেঁটে—আমার সাক্ষাতেই ত ব'ল্লে—(অনুকরণ-স্বরে) নিলে গো—সব ছিঁড়ে?

হর। দাদার ও মিছে কথা—দাদা তখন ব'ল্লে কি না—এক-পাল কেউটে-সাপে তাড়া করেচে, এখন—কি বলে ভাল—কথা পাল্‌টাচ্চে।

ঢুণ্ডিরাজ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ!! এইবারেই দফা রফা করেচে; স্ত্রী-বুদ্ধিতে সব বুদ্ধিটা ঢেলে দিইচি—আত্ম-রক্ষার জন্যে ঘটে একটুও রাখি নি—হায়! হায়! না—হয়েছে (প্রকাশ্যে হরর প্রতি) ওরে মুখ্যি! সেটা আমি রূপক ক'রে বলেছিলাম, ডাকাত-রূপ যে কেউটে-সাপ—সেই সাপে—কি না—সেই ডাকাত-সাপে তাড়া ক'রেছিলো। (দিক্-সুন্দরীর প্রতি) সাপে ছোবল দিয়ে গায়ের চাম্‌ড়া ছিঁড়ে নেয় শুনিস্ নি?

দিক্। রেখে দাও তোমার উপক—কল্লেন্, একটা কায, যা ছোট লোকের ঘরেও দেখা যায় না—এখন আবার উপক ক'রে শাস্তর আউড়ে—উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কচ্চেন্—ন্যাকা মিন্‌সে।

হর। (ঢুণ্ঢির প্রতি) আর তুমি তখন যে ব'ল্লে—বড় ঠাণ্ডা হাওয়া—বড় শীত—কি বলে ভাল, চেপে ধর?

ঢুণ্ঢিরাজ। আরে গাধী! জ্বরের লক্ষণই শীত—বিশ্বাস না হয়—বদ্দিকে গিয়ে জিজ্ঞেস্ ক'রে আয়—চাই পিত্তেই হ'ক্—চাই কফেই হ'ক্—চাই বায়ুর প্রকোপেই হ'ক্—আর চাই—ভীতিতেই হ'ক্—

দিক্। আর চাই কামেই হ'ক্—বলি তা যেন হ'ল; না হয়—এক-পাল উপকথা ডাকাত-কেউটে সাপেই তোমায় তাড়া ক'রেছিলো—গেলে রাজার সঙ্গে—রাজাতো এলো ফিরে কা'ল—তুমি ছিলে কোথা?

ঢুণ্ঢিরাজ। ওরে!! আমি বনের মাঝে, এক দিব্বি সান-বান্ধান ঘাট পেয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম—ওদিকে রাজা আমায় একলা ফেলে চম্পট্—তা রাজা ফিরে এসেচে তুই জানিস্? কারো মাথা কেটে এনেচে ব'ল্‌তে পারিস্?

দিক্। তা আর জানি নি—মাথা আবার কাট্‌বে না কেন? আমাদের রাণীর মাথাটিই দিব্বি ক'রে কেটেছে।

ঢুণ্ঢিরাজ। অ্যাঁ—বলিস্ কি? রাণীর মাথাটা কেটে ফে—লে—চে।

দিক্। তা ফেলেচে বই কি? যখন একটা সতীনের কাঁটা বুকে ফোটালে, তখন মাথা-কাট্‌বার বাকিটাই কি রাখ্‌লে?

ঢুণ্ঢিরাজ। তুই ঠিক্ জানিস্?

দিক্। তোমায় খুঁজ্‌তে গিয়েই তো জান্‌তে পার্‌লাম। তা তোমাদের দু-জনেরই যাত্রা ভাল—তোমায় এক-পাল উপকথা ডাকাত-কেউটে সাপে তাড়া ক'রেছিল—আর আমাদের

রাজার গলায় একটা আস্ত উপকথা-সতীন-কেউটে-সাপ জড়িয়ে এসেচে।

ঢুণ্ঢিরাজ। সত্তিই রে! কেউটে সাপ জড়িয়ে এসেচে—দর্শনেই আমার এই দশা—সে সাপের স্পর্শনের ফল, আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি—আমার কেউটে-সাপে বড় একটা কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না—কিন্তু রাজার আমার গতি কি হবে? আমার চ'ক্ ফেটে জল পড়্‌চে—শির দোবো—আমি চল্লাম্। (প্রস্থানোদ্যত)।

দিক্। (হস্ত ধরিয়া) কিছু খাবে না—

ঢুণ্ঢি। না— (হস্ত ছাড়াইয়া বেগে প্রস্থান)

দিক্। এর ব্যাপার-খানা কিছু বুঝ্‌লি ঠাকুর-ঝি?

হর। আমি ত বৌ!—কি বলে ভাল, কিছু ভেবে পাচ্চি নি। দাদা ত অমন নয়—কি বলে ভাল, কখন উঁচু নজরটি নেই—এর মধ্যে—কি বলে ভাল, কিছু আছে।

দিক্। নিশ্চয় কোন ভয় পেয়েচে—মান্‌লে না।

হর। আমিও ত তাই ভাব্‌চি—যে রকম আবোল্ তাবোল্ বকচে,—কি বলে ভাল, বনে কোন হাওয়া-টাওয়া লাগে নি ত?

দিক্। হবে; আয় কিছু খাবি আয়—তোর চ্যাচানি শুনে খাবার-পাতি ছিষ্টি খুলে, শুধু থালা ঢন্ ঢনিয়ে চ'লে এসেছি।

হর। চল্—আমার কিন্তু বউ! পেট্ ফুলে—কি বলে ভাল, ধামা হ'য়েচে।

দিক্। সে তোর ভায়ের কৃপায়—এখন আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সুসজ্জিত কক্ষ।

পুলোমা আসীনা।

পুলোমা। (স্বগত) ধন্য মম সরস-যৌবন,
পলকেতে করিয়াছে হৃদয়-গ্রহণ,
মুগ্ধ রাজা রূপের কুহকে;
হিতাহিতে দিয়ে জলাঞ্জলি—
ফিরিছে ঈঙ্গিতে যেন ক্রীড়ার পুত্তলী,
রমণী মরমে যাহা চায়—
দেবীর কৃপায় তাহা হ'য়েছে পূরণ;
এক—বিঘ্ন করি দরশন,
ফিরিছে সপত্নী পুরে পাবক-রূপিণী;
খর-তেজে আঁখি-মণি ঝলসে সঘন,
সে আলোকে আকুঞ্চিত মনঃ,
তপ্ত দেহ—অতি-তীব্র-তাপে;
যেন মহা-অশান্তি-রূপিণী—
ভুজঙ্গিনী আরাম-আগারে,
সে অশান্তি-ছায়া নাহি রাখিব এ পুরে,
হবে দূরে, তার অবস্থান;
করি মাত্র সুযোগ-সন্ধান,
যদবধি তাহা নাহি হয় সমাধান—
তিল-মাত্র শান্তি নাহি অশান্তির—প্রাণে।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরিচারিকা। নমি দেবি! চরণ-যুগলে,
ভোজ্য-উপহার-ছলে—,
সুধাইল পাট-রাণী কুশল তোমার।

পুলোমা। উপহার সাদরেতে করগে গ্রহণ;
দাস-দাসী-জনে, মিষ্ট-সম্ভাষণে—
তুষ্ট কর বিতরিয়ে ধন।
(প্রস্থানোদ্যতা-পরিচারিকার প্রতি) হ্যাঁ—ত্বরা করি—
ডাক পরে, কোন-এক ধার্ম্মিক-ব্রাহ্মণে,
ভুঞ্জাইয়া সুব্রাহ্মণ-জনে—
প্রীতি-উপহার নিজে করিব গ্রহণ।

(পরিচারিকার প্রস্থান)।

ইষ্ট-দেবী-বরে—
এইবার অভিলাষ হইবে পূরণ;
অশান্ত-হৃদয়ে, করিব স্থাপন—
এইবার চিরতরে শান্তির আসন।
জান না কি মনে তুমি অজ্ঞানা-সতীনি!
নিজ-শান্তি-সনে, প্রাণেশে যতনে—
নিজ-করে করিয়াছ মোরে সমর্পণ?
(বিষ লইয়া) এ'স আজি, এ'স তুমি তীব্র-হলাহল!
পরীক্ষিব আজি তব বল,
সাধ আজি মম উপকার—
দেখাইয়ে প্রভাব তোমার;

সরল ব্রাহ্মণ-প্রাণ করিয়ে হরণ—
অটল কর হে মোর শান্তির আসন। (প্রস্থান)

বিলাস ও ঢুণ্টিরাজের প্রবেশ।

ঢুণ্টিরাজ। হ'ক্ মহারাজ! সথাকে একবার মনে ক'র্‌তে হয়—বনের মাঝখানে বাঘের মুখে প'ড়ে যদি প্রাণটাই যেতো?

বিলাস। অপরাধী আজি আমি তোমারো নয়নে?
ভাল—ক্ষতি নাহি ভাবি মনে,
হের না হে কলুষিত বদন আমার;
কলুষিত কেন হবে আসি মোর পাশে?
আজি হ'তে নিভৃত-নিবাসে,
বঞ্চিবে হে সুহৃদ্ তোমার,—
কারো ধার আর নাহি ধারি ভূ-মণ্ডলে।

ঢুণ্টিরাজ। অ্যাঁ—বলেন্ কি মহারাজ! ডোবে অনেকে—কিন্তু এমন ধারা নিডুবি-তলান কথন দেখি নি—শত্রুর মাথাটা কাট্‌তে গিয়ে দেখ্‌চি—নিজের মাথাটাই কেটে এসেচেন্? বলি রাজ-মহিষীর সঙ্গে কি মহারাজের চাক্ষুস হ'য়েচে, না সে দিকে ফার্‌খতি নিয়েচেন?

বিলাস। সখে!
ছিল দিন, যবে আমি সময়ের কোলে—
সুপ্ত ছিনু মোহের শয়নে,
অপরাধি-জনে, ঘৃণার নয়নে—
হেরি নি জীবনে কভু;

বুঝি নিজ-প্রাণে তাদের অভাব—
স্বভাবে ক'রেছি সংশোধন ;
কিন্তু আজি ঘুচেছে সে ভ্রম,
বিনা দোষে অপরাধী সবার নয়নে ।
অতি-তীব্র-ব্যঙ্গ-সনে—
টিট্‌কারী যেন মোরে দেয় জনে জনে ;
হেরে যেন মোরে—
হাসিছে ঘৃণার হাসি ;
প্রাণ সম যারে ভালবাসি—
সে মহিষী মন নাহি খোলে ;
যেন যুক্তি করিয়ে বিরলে—
দাঁড়ায়ে বিপক্ষে মোর সমগ্র-সংসার ;
আরে আরে কুটীল-সংসার !
এত যদি ভাজন ঘৃণার,
চাহে না সে জন, ব্যথা নাহি ভাব যার,
চক্ষুঃশূল হেরি তব মানব-সম্পদ্ ।

ঢুণ্ঢিরাজ । মহারাজেরও তা হ'লে ভ্রম-ট্রম দু-একটা হ'চ্চে—না হবেই বা কেন ? এক ক্ষুরেই ত মাথা মুড়ান হ'য়েচে ; মহারাজের গোঁফ্ জোড়াটী ত অক্ষুণ্ণ দেখ্‌তে পাই—কোন-রূপ ভীতির সঞ্চার হ'য়েছিল কি ?

পুলোমার পুনঃ প্রবেশ ।

পুলোমা । মহারাজ ! নিরাপদ্ নহে এ ভবন,
এ ভবনে নিরাপদ্ নহেক জীবন,

থাক সুখে তব-রাজ্ঞী-সনে,
গহন-কাননে পুনঃ দাসী চলে যায়,
ফুল্ল-মনে দাও হে বিদায়—
অন্তরায় এ জীবনে কারো না হইব।

বিলাস। কি বিষম!! নিরাপদ্ নহেক ভবন,
নিরাপদ্ নহে তব অমূল্য-জীবন,
নিরাপদ্ এ জগতে রবে কি বা আর?
হৌক্ যাহা মনে বিধাতার,
তোমার আপদ্-লেশ না রাখিব ভবে;
কহ তবে—কহ হে সুন্দরি!
বিষময় কে করিল পুরী,
কি বা হেতু মাগিছ বিদায়,—
অন্তরায় হবে তুমি কার?
অন্তরায় আমাদেরি সমগ্র-সংসার,—
একে একে করিতেছে সবে পরিহার;
অসময়ে মমতার ধারে—
বঞ্চিত কর হে যদি মোরে,
প্রাণ মম বাহিরিবে তায়।

ঢুণ্ঢিরাজ। (স্বগত) বাবাং—কাল এলো নেঁড়িং—আজ গলায় লাগালে বেড়িং? এখানে চল্‌বে না তেরি-মেরিং।

পুলোমা। ব'লেছিনু এ ভবনে জীবন-সংশয়,
তাহে তব হয় নি প্রত্যয়,
হের আজি তার নিদর্শন;

দাসী আসি দিল সমাচার,
ভোজ্য-উপহার দিল মহিষী তোমার,
নামে যার—হয় তব সরস-রসনা ;
নাহি জানি চাতুরী ছলনা,—
দ্বিজে নিবেদিয়া নিজে করিতে গ্রহণ—
ডাকাইনু জনৈক-ব্রাহ্মণে,
অসন্দিগ্ধ-প্রাণে—
ভুঞ্জাইতে ব্রাহ্মণেরে করিনু অর্পণ,
কে জানে তাহাতে ছিল গরল-মিশ্রণ ?

বিলাস। অঁ্যা—গরল-মিশ্রণ ! !
ভ্রম-ক্রমে কর নি ত তাহায় গ্রহণ ?

পুলোমা। মনোসাধ পূরে নাই সতিনীর মোর ;
দৃঢ় অতি ছিল পুণ্য-ডোর—
যার বলে বাঁচিল সে নিরীহ-ব্রাহ্মণ ;
ভোজ্য-দ্রব্য পেয়ে হৃষ্টমনে,
দেবে নিবেদিয়া দ্বিজ বসিল ভোজনে,
গ্রাস-মাত্র তুলিয়ে বদনে—
ক্ষুণ্ণ-মনে কহিলা আমায়,
"কোথা মাতঃ ! পাইলে ইহায়—
সদ্যঃ প্রাণ-হর-ভোজ্য কালকূট-প্রায়" ?
শুনি বাণী, থর-থরে কাঁপিল পরাণ,
সুধাইনু কিসে হ'ল হলাহল-জ্ঞান ?
উত্তরে কহিল দ্বিজবর—
বিষান্নের জ্ঞান নহে অগোচর তার ;

সরল ব্রাহ্মণ হায়! হইত সংহার—
মাত্র মোর বুদ্ধির বিপাকে।

বিলাস। এত অত্যাচার তোর-পরে?
তুচ্ছ করি নরকের ডরে—
সমুদ্যতা আজি তোর লইতে জীবন?
জানে না—হেথায় হয় দুর্জ্জন-দমন;
রাজা আমি—রাজ-ধর্ম্ম করিব পালন।
যাও সখে! আন ত্বরা রাজ্ঞীরে হেথায়,
অগ্রে করি বিহিত উপায়,
সম্বন্ধ না বাধা দিবে ন্যায়ের বিচারে।

ঢুণ্ঢিরাজ। (স্বগত) ও বাবা—এর চেয়ে গোঁফ্ ছেঁড়া যে ছিল ভাল—আমরা গরিব-মানুষ, আমার মত দু-দশটা গরিবী-ভ্রমেও বড় কিছু একটা এসে যেতো না—এ কি না, রাজা রাজড়ার ভ্রম—এ ভ্রমের আধ-খানা হ'লেও জগৎ উল্‌টে পাল্‌টে যায়। এ বেটী দেখ্‌ছি মায়াবিনী—ডাকিনী। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনার জীবন-সঙ্গিনী-সহধর্ম্মিণী আজ গুরুতর-অপরাধে অভিযুক্তা—দেখ্‌বেন মহারাজ! এই ঘোর সন্ধি স্থলে কদাচ যেন ভ্রমে পড়্‌বেন্ না—স্থির জান্‌বেন্—মানবের একটা সামান্য-ভ্রমের ক্ষতিও, ইহ-জীবনে পূরণ করা যায় না।

পুলোমা। (ঢুণ্ঢির প্রতি) প্রতীক্ষায় এখনও রহে দ্বিজবর,
হয়—নয়—জিজ্ঞাস তাহারে,
রাজার বিচারে মাত্র নির্ভর আমার;
রাজা যদি করে অবিচার—

অসহায়া—নিরাশ্রয়া—রমণী-উপরে,
রবি-শশী সম্বরিবে—করে,
উড়িবে জগৎ-জুড়ে নরক-নিশান।

বিলাস। (ঢুণ্ঢিরাজের প্রতি)। কোন কথা না শুনিব আর,
হবে মাত্র ন্যায়ের বিচার,
বিচার—বিচার—চায়—প্রপীড়িত-জন ;
রাখ তব প্রলাপ বচন,
দ্বিজবরে অগ্রে ত্বরা করিয়ে প্রেরণ—
লয়ে এস রাজ্ঞীরে হেথায়।

ঢুণ্ঢিরাজ। (স্বগত) এ দারুণ সংবাদ, মহারাণীকে আমি কেমন ক'রে জানাবো—না জানি সে লক্ষ্মী-স্বরূপিনী এ সংবাদ কেমন ক'রে বুক্ পেতে নেবেন্—হে সর্ব্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বর! এ দুর্দ্দিনে মহারাণীর হৃদয়ে বল দাও ; হে ভাগ্য-বিধাতঃ! তোমার ঘূর্ণ্যমান-অদৃষ্ট চক্রের পেষণে আজ নিরপরাধিনীর প্রাণ-সংশয় উপস্থিত—দয়া ক'রে সে নির্ম্মম-চক্রের গতি পরিবর্ত্তন কর—ধর্ম্মের জয় দেখে, এ ধর্ম্ম-হীন দীন-প্রাণ, যেন ধর্ম্ম-ধনে ধনী হয়। (প্রস্থান)।

বিলাস। স্থির জান, ছিল খাদ্যে তীব্র হলাহল ?
স্বার্থ-সিদ্ধি-তরে হেরি সম্ভব সকল,
ছল—ছল—ছলময় নারীর জীবন।

পুলোমা। নারীর হৃদয়-তল—
এতদিনে করিয়াছ অবাধে দর্শন,
আমারো সন্দিগ্ধ ছিল মন,
প্রত্যয় না করি তাই ব্রাহ্মণ-বচনে—

দিনু খাদ্য বিহঙ্গম-গণে,
বিষ-দান সহজে কি হয় হে প্রত্যয় ?
কিন্তু হায় ! ভাবি নি তখন,
নিরীহ সে বিহঙ্গম-গণ—
লোভে পড়ি মোর করে হারাবে জীবন ;
সাধিতে না পারি ভবে কারো উপকার,
হের ব্যথা আজি অবলার,
নিমেষে হইল লয় কতেক জীবন ;
নানা-বর্ণে চিত্রিত সুন্দর-পক্ষীগণ,
নেচে নেচে এসেছিল খাদ্যের কারণে,
হায় ! পড়ি মোর প্রলোভনে—
অকালেতে হারা'ল জীবন,
কে জানিত হইবে এমন ?
ওহো !—অনুতাপে এবে দগ্ধ হয় মন।

(কৃত্রিম রোদন)।

বিলাস। শুন অয়ি ! সারল্যের জীবন্ত-প্রতিমা !
নিবার হে নয়নের ধার ;
তব শিরে নহে হত্যা-ভার,
দোষী প্রিয়ে জে'ন সেই জন,
যে বা তব লইতে জীবন—
করিয়াছে আয়োজন হেন ;
স্পর্শে নাই পাপ-লেশ তোমারে সুন্দরি !
অকারণ হৃদে ক্ষোভ ধরি—
ছাড়িবারে-ছিলে অভাজনে ?

জান না কি মনে সুলোচনে !
প্রাণ মম বাহিরিত তায় ?
অন্তরায় তুমি নহে সরলা-ললনে !
অন্তরায় ভাবি তোমা মনে—
তব প্রাণে ছিল লক্ষ্য যার,
দেখ কি বা দুর্গতি অপার—
ঘটে তার, তোমার নিঃশ্বাসে।

ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। ম—ম—মহা—রাজ, ম—ম—মহারাণীর জ—জ—জয় হোক।

পুলোমা। (স্বগত) ভ্রান্তমতি হ'য়েছে ব্রাহ্মণ,
যুক্তি তারে করিতে সান্ত্বন।
(প্রকাশ্যে) এস এস ওহে দ্বিজোত্তম।
কাটিয়াছে ভ্রম—
বিহঙ্গম-দশা আজি স্বচক্ষে নেহারি ;
তব বাক্যে করিলে প্রত্যয়,
প্রাণে না মরিত কভু সেই জীবচয়,
এ হৃদয়, অনুতাপে জ্বলিছে এখন ;
রাজ-পুণ্য-ফলে তুমি পাইলে জীবন।

বিলাস। দ্বিজবর ! প্রণমি চরণে,
তব কৃপা-বলে প্রাণ পাইল সুন্দরী ;
উপকার স্মরি—
দাস-সম রবে পদে মালব-ঈশ্বর।

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) কো-কো—কোন্‌টা রা—রা—রাজা, আর কো-কো-কোন্‌টা রা-রা রাণী ; দু-দু-দুজনেই ত হী-হী-হীরে মাণিকে মো—মো—মোড়া। একে চ-চ—চক্‌চকানি তাতে বু-বু বুড় মানুষের চ'ক্, বড় ঠা-ঠা-ঠাওর হ'চ্চে না—যেন সা-সা—সাম্‌নে দুটো হো-হো—হোমকুণ্ড জ্বল্‌চে (রাজাকে লক্ষ্য করিয়া) এইটেই রা-রা-রাণী, হবে (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) দো-দো-দোহাই রা—রা রাণী মা! তোমার হা-হা-হাতের নোয়া ক্ষ-ক্ষ-ক্ষয় যাক্, তোমার গ-গ-গর্ভে সা—সা সাত বেটা হ'ক্—আমি গ-গ-গরিব বা—বা—বামুন তি-তি-তিলমাত্র পর-পর-প্রবঞ্চনা ক'র্‌ব না—হেই রা-রা-রাণী-মা! আমায় শূ-শূ-শূলে দিও না।

পুলোমা। (রাজার প্রতি) ত্রাস-হেতু আত্ম হারা বৃদ্ধ-দ্বিজবর,
(ব্রাহ্মণের প্রতি) নাহি ভয়, কহ দ্বিজ! রাজার গোচর—
কে বর্ব্বর করাইল ভীতি-প্রদর্শন,
অমূলক-শূল-ভয়ে কেন ভীত-মন?

ব্রাহ্মণ। (পুলোমার প্রতি) দো-দো-দোহাই মহারাজ! আমি মি—মি—মিথ্যে কথা ব'ল্‌ব না—তি—তি—তিন কাল গিয়ে এ-এ-এক কালে ঠে-ঠে ঠেকেছে, মি-মি মিথ্যে ব'ল্‌ব কেন? সেই পা—পা—পাকুড়ী-বাঁধা ঠা-ঠা—ঠাকুরটি ব'ল্লে কি না—মি—মি—মিথ্যে কথা ব'ল্লে শূ—শূ—শূলে দোবো। (রাজাকে দেখাইয়া) ওই রা—রা—রাণীমাকে জি—জি—জিজ্ঞেস্ করুন্ না কেন? থা—থা—থাবারে বি-বি-বিষ না থাক্‌লে, পা—পা—পাখীগুলি ম-ম-ম'র্‌বে কেন?

পুলোমা। হের তব সখা-আচরণ,
অনর্থক বৃদ্ধে করে ভয়-প্রদর্শন ;

নাহি জানে, কি করিবে তার—
ধর্ম্ম যার আপনি সহায়।

বিলাস। আশাতীত প্রমাণ-স্থাপন,
আর নাহি শুনিবারে করি আকিঞ্চন,
স্বার্থ-সাধনের তরে—
নারী পারে করিবারে স্বামীরে নিধন।

ঢুণ্ঢিরাজ ও বাসন্তীসহ জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবেশ।

জ্যোতিঃ। একি শুনি অভিযোগ দাসীর উপর,—
সত্য কি হে ইহা নরবর!
হত্যা-চেষ্টা-অপরাধ দাসীর উপরে?

বিলাস। প্রাণ নাহি বিশ্বাসিতে চায়—
কি করিব বিধির ইচ্ছায়—
অখণ্ড্য-প্রমাণ আজি বিরুদ্ধে তোমার,
কহ যাহা রহে বলিবার—
কেমনে আসিল খাদ্যে তীব্র-হলাহল?

পুলোমা। বলিবার রহে কি বা আর?
ধর্ম্ম—নিজে ক'রেছে প্রচার,
অবিচার নাহি সয় ধাতার সংসারে;
দ্বিজ রহে পুরো-ভাগে করিতে প্রমাণ,
গত-প্রাণ-বিহঙ্গম সাক্ষ্য করে দান,
কি বা যুক্তি-বলে আজি বিমুখিবে সবে?

ঢুণ্ঢিরাজ। হ্যাঁ ঠাকুরুণ! আমি একটা কথা না জিজ্ঞাসা ক'রে থাকৃতে পাচ্চি না—ঈশ্বর-সাক্ষ্য ক'রে ব'ল্তে পার,

মহারাণী খাদ্য-দ্রব্যে বিষ মিশিয়েছেন? বিষ-দানের সাক্ষ্য আবশ্যক।

পুলোমা। (ঢুণ্ঢির প্রতি) সাবধানে কহিও বচন,
প্রলাপের স্থল নহে অবোধ-ব্রাহ্মণ!
আপনি বসিয়ে রাজা বিচার আসনে;
বিষ যদি না দিবে গোপনে—
শূন্য হ'তে আসিল কি তীব্র-হলাহল?
কে বা হেন ডাকি অমঙ্গল—
যুক্তি করি পর-সনে খাদ্যে বিষ-দানে?
সঙ্গোপনে হেন কার্য্য হয় সমাধান,
অতি শিশু, সে-ও যাচে আপন-কল্যাণ;
সাক্ষ্য কে বা রাখে পাপ-কাযে?
বাজে যবে ধর্ম্মের দুন্দুভি—
পাপ-ছবি হেরে জগ-জন।

ঢুণ্ঢিরাজ। (স্বগত) ওঃ—ধর্ম্মের পুষ্যি কন্যে স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্ত্য-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্তে এসেচেন, (প্রকাশ্যে) হ'তে পারে বিষ পরে মেশান হ'য়েচে; রাজ্ঞী দিয়েচেন—তার প্রমাণ না হ'লে তিনি কখনই অপরাধিনী হ'তে পারেন না। ধর্ম্ম তোমার পৈত্রিক-সম্পত্তি নয়, উহাতে সকলেরি সমান অধিকার আছে। (ব্রাহ্মণের প্রতি) বল না ঠাকুর! বল না, সাক্ষ্য দিতে এসে—চুপ্ ক'রে রইলে কেন? মহারাণীকে তুমি বিষ দিতে দেখেচ? ঠিক্ কথা কও। (অনুচ্চ-স্বরে) ক-ক-কথা কচ্চনা যে মামা! এই কু-কু-কুরুচীর অনুরোধে—'মা' এর ভাই মামা ব'লেই রাখ্লাম—স-স-সত্তি কথা না কও ত

ঐ 'মা' এর পাশে একটা "গ" এ হসন্ত দিয়ে—এ-এ-এক-
ধাপ্ নামিয়ে দোবো।

ব্রাহ্মণ। (সক্রোধে) বা—বা—বাবা-কেলে মা—মা—মামা
পেয়েচ? আ—আ—আমি তো—তো—তোমার পি—পি—
পিস্তুতো—ভা—ভা—ভাইয়ের—মা—মা—মামা।

পুলোমা। (বিলাসের প্রতি) দেখ তব সখা-আচরণ,
বৃদ্ধ করে ভয়-প্রদর্শন,
কর শীঘ্র তারে নিবারণ,
ধৈর্য্য-চ্যুতি হ'তেছে আমার।

বিলাস। (ঢুণ্ঢির প্রতি) স্থির হও চপল ব্রাহ্মণ!
(জ্যোতিঃ প্রতি) কহ রাজ্ঞি! কহ বিবরণ,
কে করিল খাদ্য-দ্রব্যে গরল-মিশ্রণ?
অবশ্যই জান তুমি তার সমাচার।

জ্যোতিঃ। বিচার-আসনে তুমি ধর্ম্ম-অবতার!
নাহি অন্য-প্রমাণ আমার,
ঘুচাও কলঙ্ক-ভার—দাসীর তোমার;
হে স্বামিন্! প্রভো! ওহে আরাধ্য-দেবতা!
কিঙ্করীরে কহ আজি স্বরূপ-বারতা,
কি উচ্ছ্বাস খেলে তব প্রাণে?
হেন পাপে লিপ্তা বলি লয় যদি মনে—
দেহ দণ্ড, নত শিরে করিব গ্রহণ।

পুলোমা। (জ্যোতিঃ প্রতি) রাজা নাহি করে স্বেচ্ছাচার,—
বিচারক-মাত্রে হয় বিচার-অধীন;
সুখ-সিংহাসনে আজি নহে স্বামী তব,

রাজার উপরে যিনি রাজা,
আজি তিনি, তাঁর সেই বিচাব-আসনে,
বুঝি মনে, সাবধানে কহিও বচন।

জ্যোতিঃ। হে স্বামিন্! হৃদয়ের প্রত্যক্ষ-দেবতা!
কপটতা-লেশ নাহি হের মোর প্রাণে;
লৌকিক-নিয়মে—
উপহার দিয়াছিনু ভগ্নীরে আমার,
ইহা বিনা নাহি জানি অন্য কিছু আর,
বিচারে তোমার যাহা কর নির্দ্ধারণ,
ঘুচাও কলঙ্ক—ওহে কলঙ্ক-ভঞ্জন!
অনুবোধ পুনঃ মম হৃদয়েব সনে,
সন্দেহেব ছায়া যদি পড়ে তব মনে—
জীবনে না ধবি সাধ আব;
লহ প্রভো! লহ মম প্রাণ-উপহার,—
হেন প্রাণে কি বা প্রয়োজন—
প্রিয়-জন-অবিশ্বাসি-ঘৃণিত-জীবন?

বিলাস। ধারণায় মোর রাণি! কিবা আসে যায়,
নিরুপায় বিচারক প্রমাণ-বিহনে;
সপ্রমাণ—স্থির মম মনে—
তব ভোজ্য-উপহার গরল-আধার;
পার যদি করিতে প্রমাণ,
অজ্ঞাতে তোমার—অন্যে বিষ করিয়াছে দান,
তাহে তব নির্দ্দোষিতা রহিবে অটল,
কে পেতেছে হেন ছল—ভাব রাণি! মনে।

ঢুণ্টিরাজ। মহারাজ! আমি আর মুখ না খুলে থাকৃতে পাচ্চিনা—বিষ আমি দিইচি—আমি সত্য ব'ল্চি—তোমার নব-পরিণীতা-কামিনী আমার চক্ষুঃশূল হ'য়েছিল—আমিই কা'ল থেকে তার প্রাণ নাশের সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—ঈশ্বরেচ্ছায় তা হ'লো না—কি ক'র্‌বো? আমার দোষের জন্য—নিরপরাধিনীর প্রাণ কেন যাবে? যে দণ্ড হয় আমায় দাও—আমি নিজে তাহা গ্রহণ ক'রে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো।

জ্যোতিঃ। একি কথা কহ মিত্রবর!
পাপ-কর্ম্মে নহ তুমি এহেন তৎপর;—
হ'ক্ যাহা রাজার বিচারে,
বিপন্ন করিয়ে আপনারে—
কেন মিথ্যা কর শিরে পাতক-গ্রহণ?

পুলোমা। (বিলাসের প্রতি) দেখ তব সখা-আচরণ,
(ঢুণ্টির প্রতি) জান না কি অবোধ-ব্রাহ্মণ!
হেন অপরাধে হবে কি বা পরিণাম?
ফলে তার—যাবে নিজ-প্রাণ,
এখনও সাবধান হও জ্ঞান-হীন!

বাসন্তী। (পুলোমার প্রতি)
আচম্বিতে শিরে তুমি হেনো না অশনি,
শুন লো কামিনি!
কিবা স্বার্থে হেন বৃত্তি করিছ ধারণ—
যাহে মাতা—হারাবে জীবন,
বিচ্যুত হইবে শিশু—জননীর সনে?
ভাব মনে—যবে শিশু কেঁদে হবে সারা.

কে বাঁচাবে সে কুমারে অমৃতের ধারে ?
স্মরিয়ে সে দুগ্ধের কুমারে—
এখনও হেন-সাধ কর সম্বরণ ;
মরিবে—মরিবে—নহে দুগ্ধের নন্দন ;
বহ তুমি রমণীর মন,
জান ত গো পরের যাতনা,
বোঝ প্রাণে—মায়ের বেদনা,
অন্য-মনা নাহি হও আর,
রক্ষা কর জীবন দোঁহার,
দশে তব সু-যশ ঘোষিবে ;
বিধাতার রচিত-সংসার,
ভেঙ্গ না—ভেঙ্গ না—কণা তার,
অকারণ এ পীড়ন করিলে কথনো—
ধাতার ধরায় নাহি সবে ;
ধরি পায়,—কর উপকার,
ঘুচাও সংশয়-তমঃ সন্দিগ্ধ-রাজার,
মোর পুণ্য-রাশি ধনি ! তোমাতে অর্শিবে।

জ্যোতিঃ। (বাসন্তীর প্রতি) লো বাসন্তি !
প্রাণে মোর ছিল প্রয়োজন—
প্রত্যয় ছিল হে যবে স্বামীর অন্তরে ;
তাঁর তৃপ্তি-তরে, কভু অকাতরে—
সপত্নীর করে করি তাঁরে সমর্পণ,
ভুলেছিনু হেরি মাত্র সন্তান-বদন ;
সে সুখেও বিধি মোর বাম,

রহে পাপ—নহে কেন—হেন পরিণাম ?
বিশ্বাসে হইব হারা—নাথের নয়নে,
হেন প্রাণে মমতা না কর তুমি আর ;
রহিল কুমার মোর,—ধাত্রীর সদনে,
রেখো সযতনে সবে তারে,
বঞ্চিত অভাগা তার পিতৃ-স্নেহ-ধারে,
আজি তার মাতা পুনঃ ভুলিল তাহায়।
(বিলাসের প্রতি) দোষী কেহ নহে নররায়।
দোষ মম—দেহ দণ্ড—প্রাণে যাহা চায়।

ঢুণ্ঢিরাজ। ওঃ—পাষাণেও জল ছোটে—কই মহারাজ! তোমার চ'কে জল কই ?—অভাগিনীর জন্যে এক ফোঁটা অশ্রু ফেল—তারপর যে দণ্ড হয় দিও। একবার দৈবজ্ঞের—গণনা স্মরণ কর—ডাকিনীর প্রতারণায়—

পুলোমা। (বাধা দিয়া) রে নির্ব্বোধ! নহে রাজা উদ্যান-ভবনে,
বিচার-আসনে হের ধর্ম্ম-অবতার।
হে রাজন্! দৃঢ় কর মন,
গলাইতে চতুর্ভিতে হের আয়োজন,
ধর্ম্মের-আসন যেন তিল নাহি টলে।

ঢুণ্ঢিরাজ। (পুলোমার প্রতি) হে পর-দুঃখ-কাতরা ধর্ম্ম-প্রাণা নব মহিষি! কাল সর্প দংশন করে বটে—কিন্তু কখনো মস্তকে দংশন করে না—বিষ-প্রসারেও একটু সময় দেয়—কিন্তু তোমার ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, আজ সেই অতি ক্রূর কাল-সর্পকেও পরাস্ত ক'রেছে—তুমি নিরপরাধিনীর মস্তকে দংশন ক'রে, একটুও বিষের জ্বালা সহ্য ক'র্‌তে দিচ্ছ না।

পুলোমা। হেন নীচ-অপমান তরে—
রাখিলে কি ধ'রে মোরে ধার্ম্মিক রাজন্ ?
সুবিচারে যদি তব বিচঞ্চল মন—
সুখে থাক রাজ্ঞী-সনে, দাও হে বিদায়,
অন্তরায় না হইব সুখের মিলনে,
যাবে দাসী আবার বিজনে। (প্রস্থানোদ্যতা)

বিলাস। (পুলোমার হস্ত ধরিয়া) কোথা যাবে ত্যজিয়ে আমায় ?
মশক-গুঞ্জনে, অশনি না গণে,
নীচ-জন কভু নাহি ছাড়ে নীচাচার,
তাহে কি বা আসে যায় তোমার আমার ?
হে বাসন্তি ! হেথা তব নাহি প্রয়োজন ;
(বাসন্তীর প্রস্থান)
(ঢুণ্টির প্রতি) প্রলাপের স্থল নহে নির্ব্বোধ-ব্রাহ্মণ।

ঢুণ্টি। (স্বগত) আমার মত ক্ষুদ্র-ব্যক্তির চেষ্টায় কি হ'তে পারে ? জগদীশ্বর ! এ বিপদে রাজ্ঞীর প্রতি তুমি একবার মুখ তুলে চাও। (প্রকাশ্যে) নীচের সংসর্গে মহান্ ব্যক্তিও যখন নীচ হয়, তখন ক্ষুদ্র আমি যে নীচ হবো, তার আশ্চর্য্য কি ? মহারাজ ! যদি কখনো তোমার নীচ সংসর্গ দূর হয়, তবে আবার আমি এ মুখ দেখাবো—নতুবা জন্মের মত তোমার নির্ব্বোধ-সখা আজ বিদায় নিলে। (প্রস্থান)।

পুলোমা। আপদ্ হইল দূর—
এতক্ষণে নিরাপদ ধর্ম্মের আসন,
প্রাণ-ধন ! কোথা যাব ত্যজিয়ে তোমায় ?
বাঁধা রব দাসী-সম চিরদিন পায়।

জ্যোতিঃ। সত্য কি হে নহি আমি জীবন সঙ্গিনী,
কিম্বা ভাব বিশ্বাস-ঘাতিনী ?—
মুক্ত-কণ্ঠে একবার কহ প্রাণেশ্বর !
শ্লথ—কলেবর,
শেষ-বাক্য শুনিবারে ধরি এ জীবন।

পুলোমা। (স্বগত) উদারতা ধর আজি মন !
ছল ছল রাজার নয়ন,
প্রাণ বধ আদেশ-প্রচারে—
পাছে রাজা—হৃদয় না বাধিবারে পারে ?
কায নাই বক্র-পথ ধ'রে,
কৌশলে করিব আজি কণ্টক-বর্জ্জন।
(প্রকাশ্যে) মানময়ী মান তরে ব্যগ্রা হে রাজন্ !
করি মান-বরিষণ—
রাখিবে কি তাহার জীবন ?
বালিকা-কলিকা নহে শুকাইবে তাপে ;
(জ্যোতিঃ প্রতি) ভাল পাপে প'ড়েছি দুজনে ;.
জান না কি মনে—
রাজা নাহি সম্ভাষিবে আর পাপিনীরে ?
পীঠিকা-শয়নে,
পেয়-পানে তূলিকা বদনে—
বালিকায় যেন আজি করি দরশন ;
এত বোঝ, মনোভাব কর নি গ্রহণ ?
জে'ন মনে—অন্যে হ'লে লইত জীবন,
মোর—তাহে নাহি আকিঞ্চন ;

ল'য়ে তব ঘৃণিত-জীবন—
যেথা ইচ্ছা করহ গমন,
দগ্ধ হও অনুতাপানলে,
মম কৃপা বলে আজি পেলে প্রাণ-দান,
সন্দেহের পরিত্রাণ—
অপরাধি-জনে আজি করিনু প্রদান,
কিন্তু জে'ন আজি হ'তে নাহি তব স্থান—
অবস্থান করিবারে পবিত্র এ পুরে ;
এস নাথ ! চল স্থানান্তরে,—
রহিয়ে হেথায় নাহি কোন প্রয়োজন।

(বিলাসকে লইয়া পুলোমার প্রস্থান।)

জ্যোতিঃ। ওঃ—প্রলয়ের ভীম অন্ধকার—
ঘেরিয়াছে সমগ্র সংসার,
নাহি স্থান আর এ সংসারে ;
ওহো !!—দারুণ বেজেছে হিয়া-পরে,—
পরমাণু খুলিল বন্ধনে ;
বিশ্বাস-ঘাতিনী—আজ—নাথের—ন-য়-নে।

(মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন।)

ব্রাহ্মণ। রা—রা—রাজবাটীতে ফ—ফ—ফলাহার ক'ত্তে আসাও একটা পার—পার—প্রাণ নিয়ে টা—টা—টানাটানি ব্যা—ব্যা—ব্যাপার। এই উ—উ—উদোর বোঝা বু—বু—বুদোর ঘাড়ে—প'ড়লেই চি—চি—চিত্তির আর কি ? এ—এ—এ জন্মে আর রা—রা—রাজবাটীতে ফ—ফ—ফলাহার কত্তে মা—মা—মাথা গলাব না। (প্রস্থান।)

জ্যোতিঃ। (উঠিয়া) একি !! একা আমি পড়িয়ে ভূতলে ?
ছিনু একা—পরে একা হইনু যুগলে ;
সে মিথুনে সহসা কে যেন—
অর্দ্ধ-অংশে করিল ছেদন,
গ্রাসিল উত্তমে, আজি ঘোর-অন্ধকার ;
আর একা—বহে শিরে কলঙ্কের ভার ;
এই ত সে—স্বপনের নিবিড়-আঁধার !!
প্রেমের কিরণে আর—নাহি সন্তরণ,
কাল-রাহু—দিয়ে দরশন—
এই ত গ্রাসিল মম—সুখ-শশধর,
নিরন্তর ব্যবধান—প্রাণ-নাথ-সনে ;
আর ত সে—বিমল-ভুবনে—
পশিবার না হেরি উপায়,
কলঙ্ক-দুঃখের ভার বহিয়ে মাথায়—
আকুলিত-প্রাণে ঘন চায় কলঙ্কিনী ;
আরে আরে কলঙ্কিনি ! বিশ্বাস-ঘাতিনি !!
বহ বহ—কলঙ্ক-পসরা,
এ কলঙ্ক-বিমোচনে—
সাধ্য নাহি ধরে কোন ধরা বাসি-জনে,
যদি কভু পড়ে তোর মায়ের নয়নে—
ঝরে এক-কণা তাঁর নয়ন আসার,—
তবে তার, হবে প্রতীকার ;
কোথা পাব মায়েরে আমার ?
পিশাচিনী-হুম-ধ্বনি পশিছে শ্রবণে ;

প্রকটে নয়নে—ডাকিনী-যোগিনী-গণে—
পলকেতে ছাইল ভবন ;
শুনি পুনঃ ভৈরব-গর্জ্জন—
তাথেই তাথেই রবে,—
বিকট-তাণ্ডবে সবে করিছে নর্ত্তন,
কিন্তু কই নর-কর-কঙ্কাল-ধারিণী ?
মূঢ়-মন ! জান না কি যেথা পিশাচিনী—
বসে তথা জগৎ-জননী,
ওই !! ওই !!—বরা-ভয়-করা,—
রুধিরের ধারা—
ওই—ওই—গলিত বদনে ;
খড়্গ খরসানে,
মুহুর্মুহুঃ ঘুরায়ে বিমানে—
রণ-রঙ্গে নাচিতেছে দৈত্য-নিসূদনী,
এলোকেশে—উলাঙ্গিনী—রুধির-রঙ্গিনী ;
মুণ্ড-মালা লম্বিত গলায়,
পদতলে শিব শোভা পায়,
বুঝেচি মা ! তোর এ খেলায় ;—
পদে তোর শিব—কভু নয়,
পদ তোর হেরি—শিব-ময়,
আজি আমি—সেই শিবে, করিব আশ্রয়।

(স্বর্গ-সঙ্গীতে মহাপুরুষের আবির্ভাব—ও ধীরে ধীরে অপসরণ ; জ্যোতির্ম্ময়ীর চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার অনুগমন।)

কুহক-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও অনুচ্চ-স্বরে গীত।

চুপ্-চুপ্-চুপ্-আয় চুপি চুপি,
এধারে ওধারে ধীরে মার উঁকি,
নিবিড়-আঁধারে নিজ-দেহ ঢাকি,
ছাখ্ ফিরে হেথা আসে কি না সে।
থর-থর-থর কাঁপিতেছে পা,
দর-দর-দর ঘামিতেছে গা,
অবাক্-বদনে সরেনাক রা,
আবাগের ভূত বল দেখি কে॥
তাতে ফোটে গা, গেল তার সাথে,
ছাই ঢেলে দিলে, এসে বাড়া-ভাতে,
হাতে মাথা কাটে, কবে শোবে খাটে—
লাগে দাঁতে দাঁতে—ওরে দেখি যে॥
পেলে নিজ-কোটে, চিঁড়ে যদি কোটে,
ভয়েতে পরাণ এলো দেখি ঠোঁটে,
মনে ধোঁকা ছোটে, শ্বাস নাহি উঠে—
কোথা হ'তে জোটে, ভেবে বাঁচিনে॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অর্বুদ-গিরি-গহ্বর।

পুলোমার প্রবেশ।

পুলোমা। কোথা গো মা! কুহক-ঈশ্বরি!
কাতরা কিঙ্করী—
পড়ি পুনঃ অকূল-পাথারে;
দেখা দিয়ে তারে—
দুঃখ-পারাবারে মা গো কর পরিত্রাণ।

(সহসা ধূমের আবির্ভাব ও গহ্বর-মধ্য হইতে
কুহকিনীর উত্থান।)

কুহকিনী। কে রে কে আঁধার রা'তে, বিষ ওলাতে,
ডাকৃচে আমায় কাতর-স্বরে।
কাতরে ডাকৃলে আমায়, প্রাণ-বাঁধা দায়,
মন টেকে না তিলেক ঘরে॥
লুটবি তুই প্রাণটি লো কার, ধনের আগার,
কিম্বা নিবি গগন-চাঁদে।

না-না-তোর বিষ উঠেচে, মন ভেঙ্গেচে,
প্রাণ্ টেনেচে সাধের ফাঁদে॥

পুলোমা। ত্রি-কালজ্ঞা তুমি গো জননি!
অগোচর কি বা তব ঠাঁই?
এ নিশীথে তাই—
নিশা বই আলো কোথা আর?
নিবিড় আঁধার—
ঘেরিয়াছে হৃদয় আমার;—
এ নিশীথে তাই, যাচি তব ঠাঁই—
সদুপায়—কহ গো জননি!
যাহে মম তৃপ্ত হয় প্রাণ,
যশো গান, চিরদিন গাহিব তোমার;
মা গো! তোর পদ-ধূলি বহিয়ে মাথায়—
হেলায় ভুবনে যে বা করে বিচরণ,
জগজ্জন বশীভূত কটাক্ষের বাণে,
আজি মা গো! তার সেই অটল-পরাণে—
কেন হয় সংশয়-তরঙ্গ খেলা?
হেরে মা গো যবে, নব-অনুরাগে,
নবীন-সোহাগে ফুলে বসি ফুল-বঁধু—
লোটে মধু অতি-ক্ষুদ্র অলি,
প্রেম-ডালি দানে, প্রেমিক-পরাণে—
পরিমলে তোষে যত ফুল্ল-ফুল-কুল,
তুমুল-ঝটিকা নাহি—নাহি ক্ষুদ্র-প্রাণে,
বল তবে কেমনে মা! অতৃপ্ত-পরাণে—

ত্যজিবে গো নব রস-সুখ-আস্বাদন,—
তব দাসী, নেহারিয়ে হৃদি-বিমোহন ?
পূর্ণ-ছয়-বর্ষ মা গো রহি সহবাসে,
অতৃপ্তা মা হইনু বিলাসে,
বিলাস রাজায় আর নাহি প্রয়োজন ;
মা গো আজি নবীন সুঠাম,
প্রাণ-অভিরাম—
আকুল ক'রেছে মোর বিকল-অন্তর ;
কিশোর সুন্দর, রূপ মনোহর—
হেরে প্রাণ হইল উদাসী,
ভয় বাসি পশিতে না পারিনু তথায় ;
মনো-দুঃখ কহিব কাহায়—
প্রেম-রাজ্যে প্রেম-বর্ম্মে প্রেমিক-পুরুষ—
সাথে নারী প্রণয়িনী ভুবন-মোহিনী।
মা গো আগে কি তা জানি,
জানিলে কি মনঃ প্রাণ সঁপিতাম্ তায় ?
কহ মাতঃ ! পূর্ণ-পাত্রে সুশীতল বারি—
তৃষাতুর নয়নে নেহারি,
বাঁধিবারে পারে কি গো পিপাসিত প্রাণ ?
এবে আর নাহি মা ! উপায়,
কহ দেহে প্রাণ রহে যায়,
করুণায় কিঙ্করীরে রাখ গো জননি !

কুহকিনী। এত তোর দারুণ পিয়াস, মিট্‌লো না আশ,
খেয়ে চোট্ দিলাম্ সাগর।

তবু তোর মন উঠে না, প্রাণ বোঝে না,
ঝুঁকিস্ দেখে পরের নাগর ॥
আছে তোর পিশাচ ছুটো, সাঁচ্চা ঝুটো,
নে না বে'চে—তাদের দিয়ে।
যৌবনের তুফান্—বুকে, মধু—মুখে,
ধ'র্‌তে বঁধু কাঁপ্‌চে হিয়ে ॥

পুলোমা। জানি না কেন যে আজি চিত বিচঞ্চল .
ছার প্রেত-বল,
ছার মা গো! যৌবনের ছল,
তব বল মাত্র মা গো! সম্বল আমার ;
অকূল এ পারাবার,—কর পার—
করি মাতঃ! করুণা-বিস্তার,
ভীতিহর আজি গো অভয়ে!
অতৃপ্ত-হৃদয়ে, অপার-পিযাসা,
গোষ্পদে মা! মেটে নাই আশা,
তাই ত্যজি জীর্ণ চীর বিলাস রাজায়,
নব-বাস বিভোরেরে ধরিব কায়ায় ;
সে যে ক্ষীর-সাগরের জল,
যত হোক পিপাসা প্রবল,—
মিটিবে গো দারুণ-পিয়াসা ;
নিত্য নব-আশা, নিত্য নব-ভালবাসা,
নিত্য নব নব প্রেম-খেলা—
হৃদয়ের জ্বালা যত ঘুচাবে আমার ;
প্রেম-নদে দিয়ে মা! সাঁতার,

ভাসিব উভয়ে রঙ্গে সাধ অবিরল ;
হেন সাধে—ছল কিম্বা—বল—
প্রয়োগিলে কি বা ফল, কহ গো জননি ?
ব্যবধানে—সিন্ধু-সম তার প্রণয়িনী।
কিন্তু সে মা! নয়নের সার,
সে বিনে যে গতি নাহি আর,
ছার প্রাণ, তারে যদি নাহি ধরি বুকে ;
মনো-সুখে—তার আশে—দিয়ে জলাঞ্জলি,
কেমনে মা ! ভারাক্রান্ত বহিব জীবন—
নৈরাশ্য-সলিল-মাঝে করি সন্তরণ ?

কুহকিনী। না—না—না—ভাস্‌বি কেন, খড়্‌টি হেন,
আমি তোরে দোবো লো কূল।
যে বা তোর হবে বাদী, নিরবধি,
কাঁদ্‌বে সে যে নাইক লো ভুল॥
নে লো তুই মায়ার ছড়ী, এরে ধবি,
যারে তুই কর্‌বি মনে।
ঘুমে সে প'ড়্‌বে ঢ'লে, এরি বলে,
আন্‌গে তুলে হৃদয়-ধনে॥

(মায়া-যষ্টি দিয়া কুহকিনীর অন্তর্দ্ধান)।

পুলোমা। (স্বগত) ইষ্ট-দেবী ইষ্ট-সিদ্ধি করিবে আমার,
তবে আর কারে করি ভয় ?
নৃপতি-তনয়ে হৃদে ধরিব নিশ্চয়,
ভাসিবে কোথায় প্রণয়িনী ;
ভুজঙ্গিনী হারাইবে মণি,

পড়িবে অশনি আজি শিরে ;
উষ্ণ তার নয়নের নীরে,
বিচ্ছেদ বিষম-ক্ষত করি প্রক্ষালন—
প্রলেপিব প্রাণেশের প্রেম-প্রলেপন।
শেষ—হৃদে কর লো ধারণ,
শেষ—তবে লহ লো চুম্বন,
বিদায়ের দেহ আজি শেষ-আলিঙ্গন,
এ জীবনে জে'ন মনে প্রাণ-নাথ সনে—
আব নাহি মিলাবে নয়ন,
এ জীবনে আর না পারিবে—
আমাব হৃদয়-রত্ন হৃদে ধরিবারে :
সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিব অচিবে ;
ক্ষণিক-মিলন-রূপ-বিদ্যুৎ প্রভায়,—
বিচ্ছেদ-আঁধার তোর বাড়িবে দ্বিগুণ।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

বিলাস ও বাসন্তীর প্রবেশ।

বিলাস। (গম্ভীর-স্বরে) বাসন্তি!

বাসন্তী। মহারাজ!

বিলাস। প্রয়োজন রহে তব সনে,
কিন্তু অগ্রে কর অঙ্গীকার—
জিজ্ঞাসিলে সাধ্য-মত দিবে সমাচার,
তিল নাহি রাখিবে গোপনে?

বাসন্তী। মহারাজ! তব অন্নে ধরি এ জীবন,
তব কার্য্যে প্রাণ মম পণ,
গোপন কি হেতু আমি করিব তোমায়?
ওহে নররায়!
অভিপ্রায় কিঙ্করীরে করহ জ্ঞাপন,
তিল-মাত্র দাসী নাহি করিবে গোপন।

বিলাস। কর অগ্রে শপথ গ্রহণ—
করিবে হে স্বরূপ-বর্ণন?

বাসন্তী। মহারাজ! বাক্যে যার না হয় প্রত্যয়,
শপথে তাহার হবে কি বা ফলোদয়?
শপথ তো বাক্য ছাড়া নয়;
যে বা হয় কিঙ্করীরে কহ নরবর!
কহিব স্বরূপ যাহা দাসীর গোচর।

বিলাস। কহ কোথা পুলোমা আমার।

বাসন্তী। পুলোমার সমাচার অজ্ঞাত আমার।

বিলাস। প্রবঞ্চনা—

বাসন্তী। প্রবঞ্চনা নহে হে রাজন্!
কহিলাম স্বরূপ কথন,
তাহে নাহি কর কেন বিশ্বাস-স্থাপন?
অবিশ্বাসি-কার্য্যের সাধন—
হেরেছ কি কভু প্রভো! দাসীর জীবনে?
তবে কেন হের তারে সংশয়-নয়নে?
নির্ম্মল-অন্তরে দূষি—
কেন মসী কর বিলেপন?
হিত-চিন্তা দাসী তব করে আজীবন।

বিলাস। সত্য যদি হিত-চিন্তা কর প্রাণ-পণে,
এনে দিয়ে পুলোমায় বাঁচাও জীবনে;
রে'খ না গোপনে,
ছিলে তুমি সতত সঙ্গিনী;
হে রমণি! শপথ আমার,—
যদি নাহি দেহ ত্বরা তার সমাচার,
জীবন আমার ধ্রুব দিব বিসর্জ্জন?

বাসন্তী। ও কি কথা কহ নরবর!
ছার নারী তরে কেন কাতর-অন্তর?
কি বা গুণে আপন-জীবনে—
তুচ্ছ তুমি কর হে রাজন্!

বিলাস। কি বা গুণে তুচ্ছ করি আপন-জীবনে?—

শুনিলে কি বুঝিবে সঙ্গিনি !
পেয়ে সে কামিনী—
ভুলেছিনু জগৎ-সংসার,
অদর্শনে তার—
হৃদয়ের মর্ম্ম-স্থলে প'ড়েছে অশনি ;
জান না ভামিনি !
কত ভালবাসি আমি তারে ;
লাস্য-রঙ্গ-চরণ-সঞ্চারে,—
ধরাতলে হেরিয়ে বামারে—
বুকে ব্যথা বাজিত আমার ;
বীণার ঝঙ্কার—
শ্রুতি-মূলে পরশিত সুমধুর স্বরে,—
ফুল-ধনু ভ্রূভঙ্গ উপরে ;
কটাক্ষের শরে—
ক্ষণে ক্ষণে ভুলাইত মনো-বিমোহিনী,
পলকে নূতন সাজে সাজিত রঙ্গিনী ;
ছার নারী কহ তুমি কারে ?
জান না সে তরুণী-বামারে,
জান না কেমন মম হৃদয়ের ধন ;
এক ধ্যানে, তার মুখ-পানে,—
চেয়ে চেয়ে, কত নিশি ক'রেছি যাপন,
যাতনা জাগে নি জাগরণে ;
রূপ-সুধা-পানে—
অনশনে—কত দিন কেটেছে আমার ;

বিরহে তাহার, বিপুল-সংসার—
শূন্যময় নেহারি নয়নে ;
অকলঙ্ক-চন্দ্রমা-বদনে—
বিনিহিত জগতের যত সুধা-রাশি ;
অমিয়-অধরে সেই সুমধুর-হাসি,
নিরজনে ভালবাসা-বাসি,
এ জীবনে ভুলিবার নয় ;
প্রাণ-বিনিময়—
পলকের মাঝে তার সনে ;
ছার তুমি কহ হেন ধনে ?
ছিল সদা মোর মনে হারাই হারাই,—
পলক পড়ে নি তাই কভু দুনয়নে ;
পাছে অন্য-জনে বামা হৃদে দেয় স্থান—
অন্তরালে তার অবস্থান—
চ'কে চ'কে রেখে সদা ক'রেছি বর্জ্জন ,
সেই মোর যতনের ধন—
কহ কোথা রেখেছ গোপনে ?
চাহ যদি আপন-কল্যাণ,
শীঘ্র কহ তাহার সন্ধান,
নহে পরিত্রাণ নাহি আজি মোর পাশে।

বাসন্তী। মহারাজ ! কেশ-হীনা হেরি সখীগণে—
পরমাদ গণিয়াছি মনে,
আতঙ্কে কেঁপেছে পুনঃ প্রাণ—
যখন দাসীরে প্রভো ! ক'রেছ আহ্বান,

জানি পরিত্রাণ নাহি, আজি তব পাশে ;
তবুও সাহসে দাসী করিয়ে নির্ভর,—
আসিয়াছে দিতে সদুত্তর,
নরবর ! অপরাধ করে নাই কেহ ;
রাজা তুমি,—চাহ যদি লহ তুচ্ছ দেহ,
কিন্তু তুমি স্থির জে'ন মনে—
অপরাধ নাহি কারো পুলোমা-প্রয়াণে।

বিলাস। (বাসন্তীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক) আরে অধমা কিঙ্করি !
পাতিয়ে চাতুরী—
বাক্-জালে ভুলাতে নারিবি,
বিমোহিনী ছবি—
এনে দিয়ে বাঁচারে আমারে,
নহে—ছার কেশ-বিমুণ্ডন,—
অগণন অতি-তীব্র-জ্বালা—
রহে তোলা আজি তোর তরে ;
জানিয়ে অন্তরে—
ফণাধর শিরে পদ ক'রেছ অর্পণ ;
অনল সহিত ক্রীড়া মরণ-কারণ—
জান না কি অজ্ঞানা-রমণি !
হৃদয় সাগর মাঝে—
রোষ-কালকূট-রাজে,
বিচ্ছেদ-মন্থন-দণ্ডে হইয়ে মন্থিত—
সেই সে উত্থিত-রোষ বর্দ্ধিত-আকারে,
ত্রি-সংসারে দিবে ছারখারে ;

বিশ্ব-নাশী সর্ব্ব-গ্রাসী আগ্নেয়-পর্ব্বত—
অবিরত উগারিবে জ্বলন্ত অনলে ;
রসাতলে পশিবে মেদিনী ;
নরকের ভীম-অন্ধকার—
ঘেরিয়াছে—হৃদয় আমার,
সে আঁধারে,—বিশ্ব হবে অন্ধকারময় ;
প্রাণে যদি বসে তব ভয়—
শীঘ্র কর সত্য-উদ্ঘাটন ;
জীবন তোমার নহে বহুক্ষণ আর।

বাসন্তী।　ওহে ধর্ম্ম-অবতার! এই কি বিচার?
অকারণে—বল কি বা পণে—
নারী-হত্যা মহাপাপ করিবে সঞ্চয়?
কি বা তাহে ফলোদয় হইবে রাজন্!
ওহে মতিমন্!
আর পাপে—লিপ্ত নাহি রহ,
যাতনা দুঃসহ—
সহিতেছি অহরহ সতীর বিহনে ;
ভাব মনে তব পরিণাম,
মহিষীর একবার স্মর গুণ-গ্রাম ;
যেই দিন—গৃহ-লক্ষ্মী,—রাজ্য-লক্ষ্মী তব,
আচারে তোমার—
করিয়াছে পরিহার তোমার আশ্রয়,
হেন তব মতি-বিপর্য্যয়,—
সেই দিন,—সেই দিন—হইতে নিরখি ;

গরলে অমৃত-জ্ঞান তোমার রাজন্ !
তবু তাঁর স্নেহ-ভাব করিয়ে স্মরণ,
তব হীনতায় হৃদে লইয়া বেদন,
ফিরি সদা তব পাছে মঙ্গলের তরে ;
বিকল-অন্তরে,—
প্রতিদিন. সুদিনের করি অন্বেষণ ;
যে বা তব মন, করহ সাধন,
কিঙ্করীর নাহি আর প্রাণের মমতা।

বিলাস। (কেশ মুক্ত করিয়া) হঁ্যা, হঁ্যা,
দূর,—দূর,—অতি-দূর—ছায়া,
কিন্তু কোথা—কায়া ?
ভাসে স্মৃতি—ছায়ার সমান।
এ প্রবাসে—যেন দূর-ধীর-সমীরণে,
ভেসে এসে মোর সেই চির-পরিচিত—
হৃদয়-বাঞ্ছিত—
দেশ-প্রিয়-গাথা গুলি, অতি-মৃদু-তানে—
বাজিতেছে শ্রুতি-মূলে সান্ধ্য-সমীরণে ;
জাগিল এ দুঃখের পরাণে—
অতীতের সুখ-স্মৃতি মানস-মোহিনী।
স্বদেশিনি ! নিরাশ্রয়-প্রবাসি-পথিক—
হারাইয়ে দিক্,—
পড়িয়াছে মরু-ভূমি-মাঝে,
রাজে তথা ঝঞ্ঝাবাত দারুণ ভীষণ,
বালু-বীচি অন্ধ মোর ক'রেছে নয়ন ;

কহ,—কিসে পাই প্রতীকার ?
যদি মোর থাকে হে উদ্ধার—
কহ ত্বরা,—প্রাণ ল'য়ে করি পলায়ন ;
ওহো !! বধির-শ্রবণ—
ভয়-ময়ী-ফণিনীর গভীর-গর্জ্জনে ;
দুরন্ত-গরল, উগারিছে হের অনিবার,
কর,—কর—প্রতীকার,
করাল-কটক মোরে বেড়ি চারিধার—
করিতেছে ভীম-নির্য্যাতন,
জান যদি,—পথ ব'লে বাঁচাও জীবন।

বাসন্তী। হে রাজন্! মঙ্গল-আপন—
ঠেলিয়াছ স্ব-ইচ্ছায় পায়,
এবে তার বিহিত উপায়,—
আমি নারী কি করিতে পারি ?

বিলাস। আমি নারী কি করিতে পারি ?
নাহি কার্য্য জগৎ-মাঝারে—
নারী যাহা সাধিবারে নারে,
হৃদয়ের বিদ্ধ-শেল গুলি,—
তুলিবার ছলে, পার'ত কৌশলে—
দিতে হৃদে দ্বিগুণ-যাতনা ?
আমি নারী কি করিতে পারি ?
কোন্ দুঃখ রহে এ সংসারে,—
নারী যাহে হরিবারে নারে ?
তবু কহ,—আমি নারী কি করিতে পারি ?

ছল—ছল—ছল-পূর্ণ বিশ্ব-চরাচর,
দেখ নারী কাঁদাইল আমার অন্তর,
ওহো! কোথা গেল পুলোমা আমার ?
এস,—এস,—একবার,
দূর কর অশান্তি-স্বপন ;
সদা মনঃ তোমারে যে চায়—
তাই কি হে কাঁদালে আমায় ?
হায়, হায়, কে বা মোর কল্যাণ-প্রয়াসী—
আনি দিবে—পুলোমা প্রেয়সী,
আনি দিবে—হাসি-মাখা সুন্দর-বয়ান ?
বিনিময়ে নিজ-প্রাণ করি তারে দান।
যায় প্রাণ হে পুলোমা ! কোথা তুমি মম ?
যাও অন্তরালে তুমি হে ছদ্মবেশিনি !
কৃপা-কণা ছড়া'তে হবে না,
আছে জানা, কালকূট-যতন তোমার ;
বহ যদি প্রাণ মমতার—
দূর হও,—নাহি রহ—সম্মুখে আমার।

(বাসন্তীকে নিষ্কাসিত-করণ।)

মমতা না পশিবে হেথায়,
পুলোমায় মমতার পূর্ণ-নিদর্শন।

[বিলাসের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

কৃত্রিম-শৈল-পার্শ্বস্থ চন্দ্রাতপ-তলে বিভোর ও বিভোরা

বিভোরা। গীত।

কত ভালবাসি, মনে মনে, তোমা ধনে,
মনো-বিনে কে জানে।
যেন কি প্রাণের আলো, উজলিল হিয়া-তল,
পেয়ে তোমারে, প্রাণ পাইল প্রাণে ॥
এ শূন্য-সংসারে, পড়িয়ে আঁধারে,
ভেসে ভেসে এসে, পাইয়ে তোমারে,
পুলক পূরিল, প্রাণের মাঝারে,
মাতিল পরাণ, তোমারি গানে ॥
পাইয়ে তোমারে, চন্দ্রমা নিভিল,
মলয় পবন, তোমাতে বহিল,
হৃদয়-কাননে, বসন্ত জাগিল,
গুঞ্জে মন-অলি, মধুর-তানে ॥

বিভোর। প্রিয়ে! তব বদন-প্রভায়—
প্রভা-হীন-চন্দ্রমা লুকায়,
হেরি স্থিরা মাধুরী তোমার,
পড়িয়াছে বদনে তাহার—

বিষাদ-কালিমা ঘোর ;
তাই সে কলঙ্কি-শশী মৃগ ল'য়ে কোলে—
কাঁদে প্রিয়ে অম্বর-প্রদেশে।

বিভোরা। নহে নাথ! আমার প্রভায়,
প্রভায় তোমার—
প্রভান্বিত বদন আমার,
সরোবরে কুমুদিনী প্রভান্বিতা যথা—
গগন-বিহারি-শশী নেহারি নয়নে ;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, হের দৃশ্যমান,
ক্ষীণালোক দানে কি না ক্ষীণ-শশধর—
ধরণী-নিবাসী মম পূর্ণ-চন্দ্র হেরি।

বিভোর। প্রিয়ে! তব রূপের ছটায়—
ক্ষুব্ধ নিশি-দিন, তাই ক্ষীণ-কায়,
তাই শশী ক্ষীণতর আজি।
পূর্ণিমা-রজনী মাঝে মাসের ভিতরে—
এক-নিশা, নিশা-মণি সীমা দিতে তোরে,—
ছড়া'য়ে জোছনা-রাশি,
হাসি হাসি বড় সাধে ভাসি,—
বড় আশে, আসি শশী, প্রকাশে গগনে ;
ক্ষুণ্ণ-মনে, ফেরে সে চন্দ্রমা,—
হে'রে মোর গরবিণী রূপের গরিমা,
বিষাদ-কালিমা, পড়ে বদনে তাহার ;
হরিবারে নিশা-অন্ধকার—
এক-নিশা—নিরূপিত রহে নিশা-মণি,

কিন্তু মম দুঃখ-নিশা-উজ্জ্বল কারিণী—
নিশি-দিন সমভাবে উদিতা হৃদয়ে।
কোথা এবে তারা-মালা তব?

বিভোরা। লুকা'য়েছে তারা-দল তপন উদয়ে,
ফোটে নাথ! তারা, তব পূর্ণ-চন্দ্র-পাশে।
হের ওই! বিরামের দিয়ে অবসর—
ফিরিল রঙ্গিনী দল, তুষিতে তোমায়।

গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ।

গীত।

রবি-ছবি হৃদে ধ'রে, হাসে শশধর।
বিমল-জোছনা হেরে জুড়া'ব অন্তর॥
বসন্তে প্রাণ-স্বজনি! অনুরাগে আমোদিনী—
দেখ্‌বি চল্ বনদেবী-রঞ্জিত-অধর।
ঢালিবে নীরদ কত, সুধা-ধারা অবিরত,
তটিনীর রঙ্গে লো প্রাণ, কাঁপ্‌বে থর থর॥

বিভোর। কুরঙ্গ-নয়না অয়ি! সুরঙ্গিনী-কুল!
সমতুল নাহি তোমাদের;
দেখাবে কি মোরে কৃপা-দানে—
কত সুধা রে'খেছ গোপনে,—
স্বরের লহরে যাহা কর বরিষণ?

১মা সখী। নহে তুল্য নয়নের কোণে—
যুবরাজ যত সুধা ধরে সঙ্গোপনে।

বিভোর। সুধা কোথা পাবে যুবরাজ—
ধরিতে হে নয়নের কোণে ?
তবে যে হেরিছ সুধা, নয়নে আমার,—
পিয়ে পুষ্ট চকোর-আকার,
তোমাদের সঙ্গিনীর সুষমা বিমল।
(বিভোরার প্রতি) প্রাণেশ্বরি ! কত সুধা রেখেচ বদনে ?
(বিভোরার স্কন্ধদেশে হস্ত-স্থাপন)

বিভোরা। যুবরাজ ! যত সুধা ঢেলেছ যতনে।
(বিভোরের স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপন)

কৃত্রিম-শৈলোপরি মায়া-যষ্টি হস্তে পুলোমার প্রবেশ।

পুলোমা। (স্বগত) এই সেই রম্য-উপবন,
যথা নব হৃদয়-রঞ্জন—
যাপে কাল, মোর কাল-সতিনীর সনে।
আজি দোঁহা-প্রেমাঙ্কের মাঝে—
জবনিকা-পুলোমা পড়িল,
ডুবিল সতিনী পোড়া বিচ্ছেদ-তিমিরে।
পরিণাম—আর তুমি—পুলোমা—তোমার ?—
অনন্ত—অনন্ত—সুখ ভুঞ্জিবে ধরার,
মনো-সুখে ধরি বুকে মৎস্য-যুবরাজে।

সখীগণ। গীত।

ফুলে সই ছুটিল পরিমল।
হৃদয়-চাঁদে, প্রেমের ফাঁদে, ফেল্‌তে ভাল কল॥

উঠ্‌লো ফুটে চাঁদের হাসি, ছুট্‌লো প্রেমে সোহাগ-রাশি,
পিয়াসা মিটাতে লো সই, আগিয়ে এ'ল জল ।
এক মৃণালে নাচ্‌ছে তালে, যুগল-কমল ॥

(সখীগণের প্রস্থান) ।

বিভোর । রহ রহ গরবিণী কুল !
ফের'—ফের' হে—ভামিনীগণ !
রহ সবে, প্রিয়ারে বেষ্টিয়ে । (সকলের পুনঃ প্রবেশ)
নাহি জানি—কেন মন—অমঙ্গল গায়—
কেন মোরে—নিরাশে ভাসায়,—
রুদ্ধ কণ্ঠ কেন হয় হায়,—
বক্ষবাহী কেন অশ্রুজল ?
ভাবি-অমঙ্গল—
বিচঞ্চল করিছে হিয়ায় ;
করাল-কৃপাণে আজি করিয়ে সহায়—
আপনি করিব নিশি সতর্কে যাপন,
প্রিয়ারে তোমরা রহ করিয়ে বেষ্টন ।

বিভোরা । এ কি কথা কহ যুবরাজ !
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ,
ত্যজি ত্বরা এ উদ্যান-স্থান—
চল যাই প্রাসাদ-ভিতর ।

পুলোমা । (স্বগত) ওই—ওই—চিত-চোর মোর,
সতিনীর কাটি প্রেম-ডোর,
মন চোরে করিব হরণ,—

করিব যাপন কাল হৃদয়ে ধরিয়ে ;
উতরি উভয়ে রঙ্গে অনঙ্গ-সাগরে,
প্রেমের তরঙ্গে ভাসি দূর-দূরান্তরে—
চলে যাব অনন্তের পারে,
যথা নাই সতিনী পাপিনী—
প্রেম কণা-অংশ নিতে প্রাণেশের মম।

(অবতরণ করিতে করিতে)

যষ্টির প্রভাবে,—
রহ সবে সুষুপ্তির ঘোরে।

বিভোর। চলিতে চরণ নাহি চলে,
অলসে—অবশ—ক-লে-ব-র।

(সখীগণ-সহ বিভোর ও বিভোরার অচৈতন্য হইয়া পতন।)

পুলোমা। (স্বগত) যেই ছবি করিলে স্মরণ—
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ,
কেমনে বাঁধিয়ে বুক নেহারিব তায় ?
আরে আরে সতিনি ! পাপিনি !
ভুজ-পাশে বাঁধিয়াছ প্রাণেশে আমার,

(ছুরিকা উত্তোলন)

শমনের সনে এবে কর আলিঙ্গন।
(বিরতা হইয়া) না,—না,—ল'য়ে প্রাণ, মিটিবে না আশ,
নীরবে প্রাণের প্রাণ করিয়ে হরণ,—
জ্বালা-ময় প্রাণ স্মরি জুড়াব জীবন।

(বেষ্টন শিথিল করিতে করিতে)

খোল—পাশ, খোল—চিরতরে,

গঠিয়াছ যাহা দৃঢ় করে,
জীবনের শেষ সুখ শেষ-আশা তোর—
আজি হ'তে অতীতে হইল লীন,
মিলনের পূর্ণচ্ছেদ এই পদাঘাতে।

(ভূমে পদাঘাত ও পিশাচ দ্বয়ের প্রবেশ।)

শুন শুন ওহে বন্ধুদ্বয়।
হইয়ে সদয়,—
যতনে কুমারে দোঁহে করহ বহন,
কেশ পাতি নাহি যেন সবে।

[পুলোমার প্রস্থান ও পিশাচ-দ্বয়ের বিভোরকে
লইয়া তদনুগমন।]

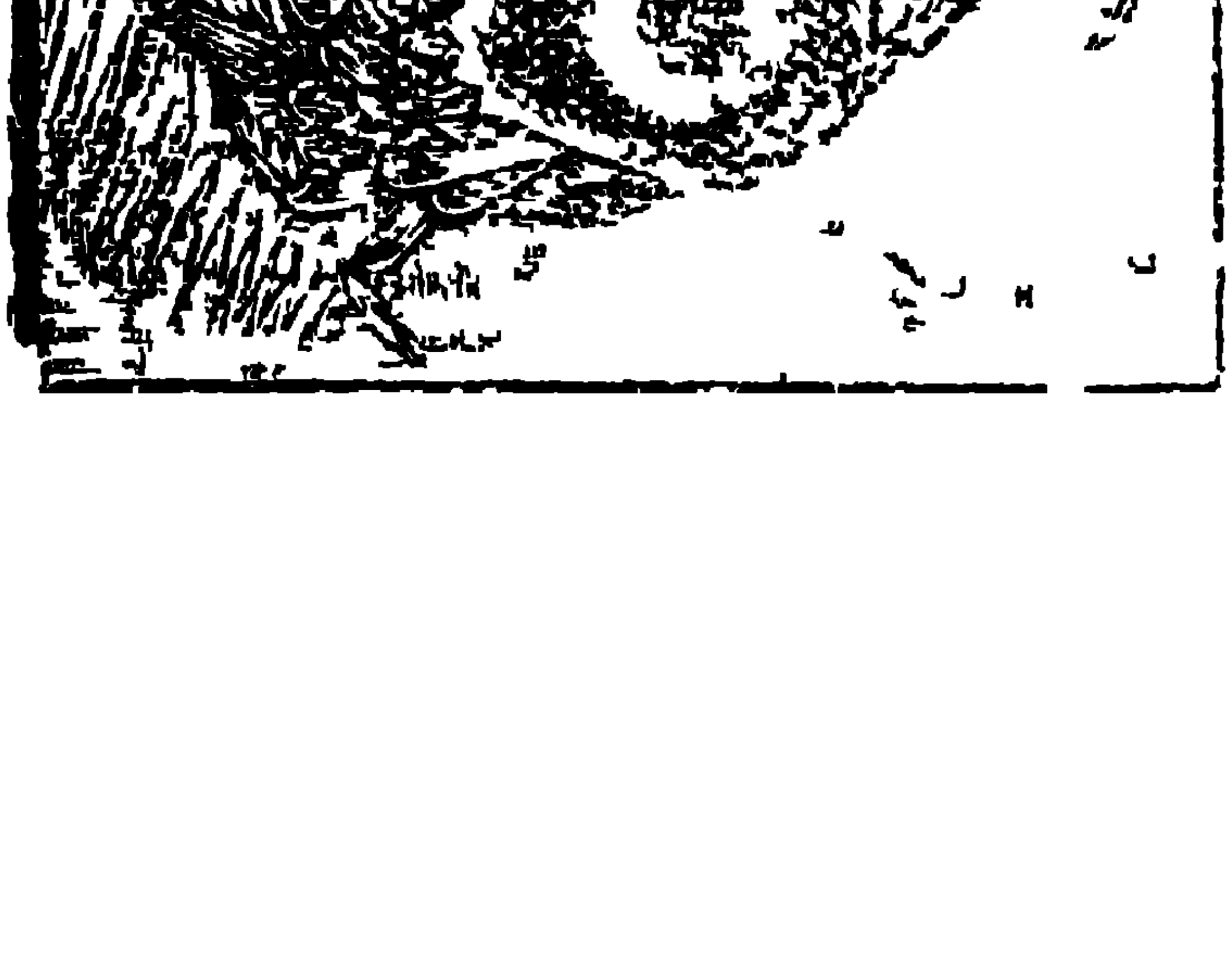

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

ঢুণ্ঢিরাজ ও দিক্-সুন্দরী।

দিক্। সে কি কথা—তাও কি হয়?

ঢুণ্ঢি। আরে ক্ষেপি! হয়, হয়।

দিক্। হয় কি গো?—তোমার কি প্রাণে একটুও ভয় নেই,—এখনো রাত র'য়েছে,—আর তুমি কি না একলা বন বাদাড় ভেঙ্গে, সেই সর্ব্বনেশে জায়গায় যেতে চাচ্চ? একে কেষ্ট-পক্ষ,—তায় একাদশী,—রাত্তিরের শেষ—

ঢুণ্ঢি। তায় আকাশে তারা প্যাট্ প্যাট্ ক'চ্চে, ঝাউ গাছ—সাঁ সাঁ ক'র্‌চে, প্রাণ—খাঁ খাঁ ক'র্‌চে, কত উপদেবতা গট্ গট্ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চে, খড়ম্ পায়ে খট্ খট্ ক'রে গেরুয়া কাপড় প'রে, বেহ্মদত্তি-মামা মট্ মট্ ক'রে বেল্‌গাছের ডাল্ ভাঙ্গ্‌চে আর দাঁতন ক'র্‌চে, গাছে গাছে পেত্নী-মাসী বাদুড় হ'য়ে ঝুল্‌চে, শাঁকচিন্নি-পিসী ধব্‌ধবে কাপড় প'রে—আনাচে কানাচে ঘূচ্চে—বল্, বল্,—বলে যা। দেখ,—তোর ও হাড়াই ডোমাই রাখ, এই শেষ-রাত্তিরে সূয্যির আলো কোথায় পাই যাদু! সেটাও ত বিবেচনা ক'ত্তে হয়।

দিক্। তাই ত ব'ল্‌চি ন্যাকা-রতন! তোমার গিয়েই কায নেই। এই ডামা-ডোলের দিনে, লোকে দিনের বেলায় স্বামী পুত্তুরকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেয় না,—আর তুমি কি না, এই শেষ রাত্তিরে রাজ-বাড়ী যাবার জন্যে শেকল্ ছেঁড়া-ছিঁড়ি ক'চ্চ—আমি কিন্তু প্রাণ থাক্‌তে যেতে দিতে পার্‌বো না।

ঢুণ্ডি। আরে ক্ষেপি! না বুঝে-সুঝে, আগে থাকৃতে ধাঁ ক'রে অমন্ একটা পিতিজ্ঞে ক'রে বসিস্ নি, বিবেচনা ক'রে দ্যাখ্,—

দিক্। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তোমার ছেঁদো-কথায় আমি ভিজি কি না? তোমার ব'ল্‌বার আগেই আমি বিবেচনা ক'রে রেখেছি।

ঢুণ্ডি। তবে প্রিয়ে! তুমি আমার জটাধারী বাল্মীকি-মুনি—রাম-জন্মাবার আগেই রামায়ণ ফেঁদে রেখেছ?

দিক্। দেখ,—তুমি কা'ল থেকে বড়ই বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেচ, সারা রাত চ'কে ঘুম নেই গা, বল কি? আমি তোমায় কোন-রকমেই যেতে দোবো না—দেখি—আজ তোমারি একদিন—কি আমারি একদিন। (বস্ত্রাগ্রভাগ ধারণ)।

ঢুণ্ডি। ও বাবা! এ কি!! এ যে একেবারে—পিরীত,—(উচ্চৈঃস্বরে) গেলাম্ রে,—ম'লাম্ রে,—

দিক্। কি হ'ল—কি হ'ল?

ঢুণ্ডি। গঙ্গা-যাত্রা ক'ল্লে রে—চিতে—

দিক্। (ঢুণ্ডির মুখ চাপিয়া) চুপ্—চুপ্।

ঢুণ্ডি। (বাধা পাইতে পাইতে) চিতে সাজালে রে—মুখে আগুন দিলে রে—(দিক্-প্রতি) খবরদার, গোঁফ্ খারাপ হবে। (পূর্ব্বমত উচ্চৈঃস্বরে) দশ-পিণ্ডি দিয়ে, একেবারে ষাঁড়-দেগে ছেড়ে দিলে রে—

দিক্। (বিরক্তা হইয়া) আরে চ্যাঁচাও কেন?—চ্যাঁচাও কেন? পাড়ার লোকে ব'ল্‌বে কি?

ঢুণ্ডি। সাধে চ্যাঁচাই? সপ্তমের পেয়াদা এসে একেবারে প্রাণ নিয়ে টানা-টানি ক'চ্চে। (দীর্ঘনিশ্বাস) হা—ব্রাহ্মণি!

ব্যাগত্তা করি,—বৃষ-উচ্ছুগ্‌গু রাজা-রাজ্‌ড়ার শোভা পায়—গরিব ব্রাহ্মণ আমি,—তিল-কাঞ্চনে সা'র।

দিক্‌। তুমি কেন ঘরে থাক না,—তা হ'লে ত আমি আর কিছু ক'ত্তে যাব না ?

ঢুণ্টি। আরে ক্ষেপি! আজ মাহেন্দ্রক্ষণ, ধাত্রী-ঠাকুরুণ কা'ল সংবাদ পাঠিয়েচে শুনিচিস্‌ ত ;—ডাইনী বেটী রাজাকে ছেড়ে গেছে ; রাণীর নিরুদ্দেশ-অবধি ব'সে ব'সে এই ছ-বৎসর গেল, এইবার যে চাকা হীন রথ হ'য়ে পোড়্‌বো ; তখন ?—তখন যে ডান-হাতে পক্ষাঘাত ধ'র্‌বে। আজ-কাল রাজা কল্পতরু হ'য়েচেন ; সকালে তাঁর কাছে, যে যা চায়, সে তাই পায়—তাই তোর একগা গহনাব জন্যে যেতে চাচ্চি,—এখন বুঝ্‌লি ?

দিক্‌। তুমি বল কি গো ?—তোমার বুকের পাটা ত কম নয়। তুমি সেই "ডাইনী-চোষা" রাজার কাছে যাবে ?

ঢুণ্টি। আরে যাবো রে ক্ষেপি! যাব,—তিন সত্যি যাব, তুই একবার হাঁসি মুখে বিদেয় দে, আর আশীর্ব্বাদ কর,—যেন তোর উপোসি ছারপোকা-ঢুণ্টিরাজ, সেই ডাইনী-চোষা রাজার কাছ থেকে ঘূরে এসে—তোর আঁচল ভর্ত্তি ক'র্‌তে পারে।

দিক্‌। "কখনো নেই লক্ষ্মী-পূজো—একেবারে দশভুজো"। আমার আর আঁচল ভর্ত্তি ক'ত্তে হবে না, আমাদের অভাব কি ? বন্‌তেঁতুলের পাতা,—ডোবার মাছের মাথা,—ডে'ঙ্গো-শাকের গোড়া—

ঢুণ্টি। আর বন কচু—পোড়া। পিরীত—যদি ক'ত্তে হয়,—ত'বে তোরি সঙ্গে ; এমন নইলে পিরীত !! তোর—"তেঁতুল পাতার

পিরীত দেখুক্—যাদের মান-পাতাতে হয় না স্থান ।" আমাদের রাজার যেমন কায নেই—"ঘরের লক্ষ্মীকে ভাসিয়ে দিয়ে, অলক্ষ্মীরে দিলে হিয়ে", পিরীত ক'ল্লে কি না একটা তেরেঙ্কা-ডাইনীর সঙ্গে ; দেখ অত মণ্ডায়—তার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল না ; সোণায়,—পিরীতের ধান-বোনা হ'ল না ; ফুক্ ক'রে উধাও হ'য়ে যেথার মানুষ সেথায় উড়ে গেল।

দিক্ । সে ডাইনী বেটী যাবার সময় না কি একটা বড় অশথ্-গাছের ডাল্ ভেঙ্গে চ'লে গেছে ? রাজার হাতী-শালের হাতী, ঘোড়া-শালের ঘোড়া না কি একটিও নেই ? শুন্‌চি রাজা কিন্তু একটুও টস্‌কায়্‌নি ; হ'ক ডাইনী, তবু মেয়ে মানুষের মন ত, এক-বালিসে মাথা দিয়ে গোটা—ছ-ছ-বৎসর ঘর ক'ল্লে,—তাকে কি খেতে পারে ?

ঢুণ্ডি । তা তোর তো আর সে ভয় নেই, যে আমায় অত আটু-পাটু ক'চ্চিস্ ?—আমার হাতী-শালে—ব্যাং-এর ছাতি, ঘোড়া শালে নোড়া, এর জন্যে ত ডাইনী আমায় ভর ক'র্‌বে না,—তবে মাম্‌দো-ভূত তোর ঘাড়ে চাপ্‌তে পারে ; এইটের জন্যেই আমার যা কিছু একটু ভাবনা।

দিক্ । ওমা বল কি গো ?

ঢুণ্ডি । হ্যাঁ,—হ্যাঁ । ঐ রে—ধর্‌লে রে । (ভীতি প্রদর্শন)

দিক্ । ও মা গো—আমি কোথায় যাবো গো ?

ঢুণ্ডি । যাবে আর কোথায় মাণিক !—যে আব্‌দার নিয়েছ, তাতে দেখ্‌চি আমাদের দুজনকেই এইখানে জমি নিতে হবে।

দিক্ । তা হয় হবে ; তুমি আমায় ভয় দেখিও না—ভাল হবে না কিন্তু—হ্যাঁ।

ঢুণ্টি। 'হয় হবে' কি রে ক্ষেপি!—তুই সোণা-দানা পর্‌বি নি?

দিক্। তা ভগবান্ দিন দেন ত, এইখানে ব'সেই প'র্‌তে পাব।

ঢুণ্টি। হ্যাঁ, ভগবান্ ঢুণ্টিরাজ হ'য়ে এসে, তোকে খুঁজে, এইখানে সোণায় মুড়ে দিয়ে যাবে—না?

দিক্। তা কি ক'র্‌বো।

ঢুণ্টি। আচ্ছা, একবার আমায় যেতে দিয়েই ছ্যাখ্ না কেন,—না হয় আজ নমুনাই দেখ্‌লি? তোর ঢুণ্টি ত আর মুণ্ডি নয়, যে কারও কাছে গেলেই একেবারে টপ্ ক'রে গালে পূর্‌বে।

গীত।

ঢুণ্টি। (ও তুই) যেতে একবার বল্।
ও তোর থাক্‌বে না আর কাঁসার মল॥
পিন্ খাড়ু হার, মরদানা তাড়্,
গুজ্‌রি চিক্ পঞ্চম,
চুড়্ কাণ্-বালা কঙ্কণ।

দিক্। ওহো!! ডুক্‌রে উঠে মন॥

ঢুণ্টি। তাবিজ তাগা, বাউটী শাঁখা,
মুড়্‌কী মাদুলি,
লবঙ্গ-কলি।

দিক্। মন যাবে ভুলি॥

ঢুণ্টি। পঁইচে পাটা, সীঁতি কাঁটা,
ঝুম্‌কো নথ্ জসম্,

ঢেঁড়ি তুল্‌বে রমারম্।

দিক্। মজা লাগ্‌বে ঝমাঝম্॥

ঢুণ্টি। চাঁপ্‌কলি কাণ্, যবদানা পান্,
ঝাপ্‌টা রেট্ পাঁইজোর,
গোট্ বাজু তোড়া বোর্।

দিক্। ও ভাই! মাইরি আমি তোর॥

ঢুণ্টি। নাকছাবিটি, মাইরি দিদি!
ক'র্‌বে ঝলমল্,
প্রাণ ক'রে বিকল।
আমায় যেতে একবার বল্॥

দিক্। তুমি দেখি একান্তই যাবে—কোন মতেই ছাড়্‌বে না?

ঢুণ্টি। (স্বগত) এইবার নব্‌মেছে। (প্রকাশ্যে) না, গোড়াতে যে টিক্ টিক্,—শেষে পাছে ঠিক্ হ'তে হয়; এত বাধা—যাই কেমন ক'রে?

দিক্। তা কি জান, আমরা মেয়ে-মানুষ,—অত শত বুঝি না, ওটা আমাদের স্বভাব,—ওর জন্যে কিছু মনে ক'র না।

ঢুণ্টি। মনে যেন কল্লাম্ না,—কিন্তু বাধা ত প'ড়্‌লো?

গীত।

দিক্। প'ড়্‌লে বাধা, শোন্ রে হাঁদা!
ক'রে দোবো ফাঁক্।
আছে—গুণ—গান্—তাক্॥

উত্তরে বাঁধিনু তোর, বীর হনুমান্,
দক্ষিণে শ্রীরাম,

ঢুণ্ডি। তবে হাসিল্ তোর কাম্॥

দিক্। পশ্চিমেতে পাশ হাতে, রাখ্‌বে বিভীষণ,
ডরে পালাবে শমন।

ঢুণ্ডি। বাধা মানে গাধা-জন॥

দিক্। পূরবে ভুষণ্ডি কাকে, রাখ্‌বে তোরে জুড়ে,
নজর্ লাগ্‌বে নাকো ঘূরে।

ঢুণ্ডি। দেবে ঠুক্‌রে তারে সেরে॥

দিক্। মাথার উপর রাখ্‌বে তোরে, আমার মুখের রস,
দেখ ঝর্‌চে টস্ টস্।

(কপালে মুখামৃতের টিপ্ দেওন)।

ঢুণ্ডি। বস্—বস্—বস্॥

দিক্। পায়ের নীচে রাখ্‌বে তোরে, ছেঁড়া চুল আর কড়ী,
কাণা কর্‌বে কাণা-কড়ী।
চুলে লাগ্‌বে গলায় দড়ী॥

(পাদ-মূলে কেশ ও সচ্ছিদ্র বরাটক বন্ধন)।

ঢুণ্ডি। যাই হে তবে ?

দিক্। আসি কবে।

(কনিষ্ঠাঙ্গুলি দংশন।)

ঢুণ্ডি। আস্‌বো নিয়ে লাক্॥

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সুসজ্জিত কক্ষ।

নিদ্রিত বিভোর, পার্শ্বে মায়া-যষ্টি হস্তে পুলোমা।

পুলোমা। উঠ উঠ হে রাজ-কুমার!
কত নিদ্রা যাবে আর?
শুন গাহে বন-বিহঙ্গিনী—
পঞ্চমে তুলিয়ে তান,
আকুল করিয়ে মনঃ প্রাণ।
হের,—সুদূর-অম্বরবাসী—সম্বরি কিরণ,
বিরহে ব্যথিত শশী, অস্তাচল-অভিলাষী,
পাণ্ডু-গণ্ড করিলা ধারণ—
প্রিয়া-পাশে মাগিয়া বিদায়;
হের মম সম কমলিনী,
প্রেম কর-আশে—
দিনেশ-সকাশে, তৃষিত-নয়নে চায়;
পরশে কায়ায়—
মৃদু মন্দ প্রভাত সমীর।
উঠ,—উঠ,—কত আর—রহ অচেতন;
তোষ এ দাসীরে করি প্রিয়-সম্ভাষণ?

বিভোর (নিদ্রাবশে) অলসে—অবশ—কলেবর—
কর হেথা,—সবে নিশি,—স-ত-র্কে যা-প-ন।

পুলোমা। আহা! অমৃতের ধার—

বরষিল শ্রবণে আমার।
ঘুম-ঘোরে জড়িত-রসনা—
দ্বিগুণ-মধুর ভাষে,
হেন সুধা-আশে—
অপ্সরা সরগ-সুখ ত্যজিবারে পারে ;
আরো শুনি তৃপ্ত করি শ্রবণ-যুগল ;
নীরবিল বীণার ঝঙ্কার,
শ্রুতি-মূলে না পরশে আর ;
না—না—বরষিবে সুধা এইবার,
ওষ্ঠাধর হ'য়েছে কম্পিত।

বিভোর। (নিদ্রাবশে) প্রাণেশ্বরি ! বাঁধ মোরে সু-দৃঢ়—ব ন্ধ-নে।

পুলোমা। এ কি ! আলিঙ্গন-আশে সম্ভাষে কুমার ?
এ কি প্রহেলিকা ? না—না—পশিয়াছে স্বর—
আবেশে অবশ কলেবর,
ফুল-শর-সন্ধানে অন্তরে ;
অজ্ঞাত-হরষ-ভরে—
দুরু—দুরু কাঁপিছে হৃদয়,—
সন্ধি-সমুদয়—
শিথিল হইল হেরি রাজার কুমারে—
নারী-প্রাণে আর কত—সহি—বারে—পা—রে।
(কম্পিত-কলেবরে ভূতলে পতন।)

বিভোর। (জাগ্রত হইয়া) এস এস সুরঙ্গিনী-গণ !
বলে বুঝি করিল হরণ,
রক্ষা কর—প্রিয়ারে আমার। (উপবেশন।)

(পুলোমাকে দেখিয়া) এ কি !! এ কি !! হৃদয়-নলিনী—
ত্যজি হৃদে, কি বিষাদে—ভূমিতে লুটায় ?
(হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বসাইয়া)
কি ব্যথায় বিনোদিনি ! বৈস ভূমি'পরে ?
(চিবুক উত্তোলন পূর্ব্বক) উঠ—উঠ—ফুট প্রিয়ে ! হৃদয়ের সরে।
(হস্ত-ত্যাগ করতঃ স্বগত) এ কি !! কোথা গেল প্রেয়সী আমার ?
কে বা নারী—সুষমা-বিস্তারি—
অযতনে ধরণী-আসনে ?
কোথা আমি !! হেন স্থান পড়ে নি নয়নে ;
দরশনে বঞ্চিত প্রিয়ায়,
না জানি কোথায় তার—সঙ্গিনীর দল ?
প্রাণ মম—হ'তেছে চঞ্চল,
সুধাই কাহারে,—
পারে না কি সমাচার দিতে এ সুন্দরী ?

পুলোমা। (উঠিয়া মৃদুস্বরে) প্রাণেশ্বর !
(স্বগত) না—না—মন ! হ'য়ো না চঞ্চল,
ইষ্টে মম ফলিবে কু-ফল,
(প্রকাশ্যে) শুন শুন রাজার নন্দন !
মুগ্ধ মম মন—
শুনি তব সুমধুর-বাণী,
অনুমানি, তব আচরণে—
অভাগিনী-রমণী না ব্যথা পাবে মনে,
প্রিয়-সম্বোধনে মম আকুলিত প্রাণ ;
কর হে অভয় দান—

রাখিবে হে রমণীর মান,
নিরদয় হবে না তাহারে ?

বিভোর। ক্ষম মোরে, কে বা তুমি কনক-বরণি !
অভয় মাগিছ মম পাশে ?
ত্যজ ত্রাসে, কাতরা-ললনে !
ভ্রম-সম্বোধনে—
যদি ভয় জেগে থাকে মনে,
কৃপায় ভুল হে মম কৃত-আচরণ ;
ভ্রমের ছলনে—
অপরাধী তোমার সদনে ;
কিন্তু—কৃপা করি কহ, তুমি বা কেমনে,—
যথাযথ-সম্বোধনে—
করিলে হে মোরে সম্ভাষণ ?
জান কি আমারে,—
জান কি আমার সেই প্রাণ-প্রতিমারে ?
না হেরে তাহারে—
আকুলিত-চিত শঙ্কা-ভারে ;
জান যদি কহ সমাচার,
বসে কোথা সখীগণ তার,
কেন আমি আনীত এ স্থানে,—
কি বা প্রয়োজনে, তুমি বা আনীতা হেথা ?
কি বা হেতু তুমি বা সুন্দরি !
অচেতনে ছিলে ধরা'পরি ?
জান যদি দেহ মোরে তার সমাচার ;

বিপদের হেরি পারাবার ;—
কিন্তু মম এই অঙ্গীকার ;—
প্রতীকার করি অগ্রে ব্যথার তোমার—
নিজের উদ্ধার পরে করিব সাধন,
বরাঙ্গিনি ! কহ মোরে পূর্ণ-বিবরণ।

পুলোমা। হে রাজ-কুমার !
জানি মাত্র এই সমাচার—
কৃপায় ধাতার,—
সাধনের ধন আজি মিলেছে আমার।
বর্ত্তমানে তুষ্ট রহি বুঝাও হৃদয়,
অতীত—অতীতে কর লয় ;
অতীতের স্মৃতি ল'য়ে কি বা ফলোদয় ?

বিভোর। যে হয়, সে হয়, রাখ জটিল-বচন,
কহ ত্বরা, প্রবোধ না মানে আর মন।

পুলোমা। শুন মতিমন্ !
অকারণে ধৈর্য্য কেন কর লোপ ?

বিভোর। অকারণে নহে লো সুন্দরি !
দাস হব তোরি, প্রিয়া-সনে চিরদিন—
দয়া করি দেহ যদি প্রিয়া-সমাচার।

পুলোমা। হে রাজ-কুমার !
হেন বাণী নাহি ধর আর ;
ছি—ছি—দাস হবে তুমি ছার-নারী-তরে ?
হেরে তব সুন্দর-বয়ান—
পিপাসিত রহে কত প্রাণ,

দেব-বালা ইঙ্গিতে ভজিবে তোমা।
মুকুরে হের নি কি হে বদন তোমার?
রতি-পতি-সম সুন্দর আকার—
সাধ হয় ঢেলে দিতে প্রাণ ;
যুবরাজ ! দিই যদি লহ কি যতনে ?
বুঝ মনো-জ্বালা অঙ্গনার,
করিয়াছ অঙ্গীকার—
প্রতীকার করিবে ব্যথার ;
যে জ্বালায় জ্বলি অনিবার,
তাহার অধিক নাহি হৃদয়-বেদনা।

বিভোর। (স্বগত) লজ্জা-হীনা কে বা এ ললনা—
কাম-শরে বিমোহিতা হইয়ে অন্তরে—
লাজ-ধর্ম্মে দিয়ে বিসর্জ্জন—
কহে কি বা ঘৃণিত-বচন ?
যুক্তি তারে করিতে দমন।
(প্রকাশ্যে) চম্পক-বরণি ! অয়ি, শুন হে রঙ্গিনি !
ব্যঙ্গের এ নহে ত সময়,
খেলে প্রাণে নিদারুণ-ভয় ;
ভীত-সনে সাজে না হে রহস্য-উচ্ছ্বাস ;
উপহাস নহে যদি উদ্দেশ্য তোমার,—
জে'ন হৃদে সার—
দেব-বালা ধরিয়াছি বহু-পুণ্য-ফলে।

পুলোমা। নাহি জানি প্রিয়া তব—
কোন্ গুণে বেঁধেছে তোমারে ;

ভেবে দেখ হৃদে যুবরাজ !
যোগ্যা-নারী সে বা কি হে তব ?
হের—তব সম বিম্ব-রাগ-রঞ্জিত-অধর,
ধরে না মোহিনী-সুধা এত শতদলে ;—
তব সম মধু-ময়-নয়ন-কমলে—
মধু-পানে মাতোয়ারা তারা-অলি ঢলে ;
ছলে যেন প্রেমিকে আশ্বাসে ;—
অনঙ্গ ধরিয়ে অঙ্গ রঙ্গে ভ্রূ-বিলাসে,
পড়ি ফাঁসে, প্রেম-আশে, সাধিছে সুন্দরী,
কৃপা করি অভাগীরে ক'র না বঞ্চিতা।
হের—মম নিতম্ব বিশাল,
লাজ পায় বিপুলা-মেদিনী ;
পীন-পয়োধরে, ভূধরে লজ্জিত করে ;
মৃণাল-সদৃশ-ভুজে বাঁধি নিরন্তর,—
অন্তরে রাখিব, নাহি করিব অন্তর ;
কোন্ প্রয়োজনে বল চাহ অন্যা-নারী ?
এস বঁধু ! লুট মধু, যৌবন-কুসুমে।

বিভোর। ছি—ছি—লাজে ত্য'জ না কামিনি !
নারী-ধর্ম্ম ত্য'জ না ভামিনি !
ধর্ম্মে জে'ন জীবনের সাথী,
নারী-জাতি পূজনীয়া মোর ;
ধ'র না—ধ'র না—তুমি—ঘৃণিত-বচন—
বাঁধ নিজ-মন,
কামিনীর মহা-অরি দুরন্ত-মদন ;

ছাড়—ছাড়—কুলটার হীন-ব্যবহার,
কেন হৃদে বাড়াবে আঁধার ?—
প্রাণের প্রতিমা জাগে হৃদয়ের তলে ;
সে প্রতিমা—বলে নাহি টলে,
কামে নাহি জ্বলে,—ছলে নাহি গলে,
কৌশলে না ডুবে কভু বিস্মৃতি সলিলে ;
জে'ন মনে, তার সনে, অনন্ত-মিলনে—
বাঁধা রহি বিবাহ-শৃঙ্খলে।

পুলোমা। শুন শুন ধার্ম্মিক-ভূষণ !
যাচিকা-রমণী ঠেল বিচার কেমন ?
কি উপায়ে পাইবে উদ্ধার—
প্রাণে যদি মরে নারী বিহনে তোমার ?
শপথ তোমার,—
ছার-প্রাণ না রাখিব আর—
পায়ে যদি ঠেল তুমি মোরে।
অন্ধ তুমি—কুহকের ঘোরে—
নহে দেখিতে কুমার !—
কত মধু সঞ্চিত অধরে,
পিয়ে না পূরিত আশা শতেক-বৎসরে ;
নহে দেখিতে কুমার !—
উচ্চ-হৃদে মিটাইত প্রেমের পিপাসা ;
পশিত মরমে সুধা বারেক ভুঞ্জিলে।
নহি—নহি—যুবরাজ ! সামান্যা-রমণী,—
গলিত-পলিত-বেশে নেহারিবে পরে—

যৌবনের সীমা মোর,
বেঁধেছি যৌবনে আমি জীবনের সনে।

বিক্তোর। (স্বগত) স্মরাতুরা—এই কি—রমণী ! !
কিম্বা—মায়াবিনী !!!
উভয়ে না হেরি ব্যবধান ;—
দানবী—মানবী-বেশে মজাইতে প্রাণ ;
কিসে আমি পাইনু এ স্থান—
অনুমান না হয় মানসে ;
মায়াবিনী মায়াবশে—
এনেছে কি করিয়ে হরণ ?
অবধ্যা—রমণী,—
নহে লইতাম এখনি জীবন।

পুলোমা। (নিকটে আসিয়া) এতক্ষণে বুঝেচ কি মনে—
কেন নারী, ত্যজে ধর্ম্ম-ধনে,—
কেন লাজে দেয় বিসর্জ্জন ;—
কি বা হেতু বাঁধিতে না পারে নিজ মন ?
ধরি ভালবাসা, আকুল-পিয়াসা—
যদি কভু জেগে থাকে মনে,
প্রাণ-পণে ক'রে থা'ক আত্ম-সমর্পণ,
তবে সে বুঝিবে মম দারুণ-বেদন ;
প্রাণ-ধন ! এস হে হৃদয়-মাঝে,
কি বা কাযে লাজে দাও স্থান ?
তোল লাজ-বিনত-বদনে,
প্রেমের চুম্বনে, প্রেম-আলিঙ্গনে—

ভুলে যাও জগৎ-সংসার ;
অনুমান—সার্থক তোমার,
সাধে কি ধরে হে নারী কুলটা-আচার,—
সাধে কি পোষে হে নারী হৃদয়ে আঁধার ?
নারী-মহা-অরি কাম—
হয়ে বাম,—সত্য বসে হৃদয়ের তলে,
তার ছলে,—আকুলা কামিনী।

বিভোর। দানবী দেবীর বেশে কে বা তুমি নারি ?
বুঝিতে না পারি—
হেন কুৎসিত-প্রকৃতি,—
কেমনে ধরিলে তব বরাকৃতি-মাঝে !
রহ হেথা, স্থান-ত্যাগে বর্জ্জিব দুর্জ্জন। (প্রস্থানোদ্যত)

পুলোমা। দেখি তুমি কেমনে বা কর পলায়ন।
(মায়া-যষ্টি চালিত করিয়া) মায়ার প্রভাবে—
রুদ্ধ হ'ক যুগল-চরণ।

বিভোর। (স্বগত) একি !! অবশ যুগল-পদ ?
কি বিপদ্ !!! পড়িলাম আজি কি বা ফেরে ?
মায়াবিনী, নিশ্চয় কামিনী ;
হ'ক মায়া,—তাহে নাহি গণি,
শির-সনে মায়া তার করিব ছেদন,
দেখি কোন্ মায়া-বলে বাঁচায় জীবন ?
(তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া)
(প্রকাশ্যে) স্মর নারি ! ইষ্ট-নাম মরণের ক্ষণে,
এ জীবনে আর না পারিবে—

নিগ্রহিতে অপর-মানবে ;
মায়া কবে স্থায়ী অনুক্ষণ ?
মায়া-সনে শির তব করিব পাতন।
(তরবারি উত্তোলন)

পুলোমা। (সহাস্যে) বাতুল—বাতুল তুমি—বাতুল নিশ্চয়,
নারী-শির ! নর-শির নয়,
রে নির্দ্দয় !—হান অসি,—সরিবে না কর,
প্রেম-আলিঙ্গন-ভরে, তুলিতে যদ্যপি করে—
মনস্কাম পূরিত তোমার ;
বিধি বাম, কি করিব আর ?
এখনও সাবধান হও হে কুমার !
নিশিত যে কৃপাণ ঘৃণার—
হানিয়াছ হৃদয়ে আমার,
তার পাশে—তুচ্ছ তব করের কৃপাণ ;
পুনঃ কহি—হও সাবধান,
নহে পরিত্রাণ নাহি কামিনীর রোষে,
সিন্ধু শোষে—কামিনীর প্রতিহিংসানলে।

বিভোর। (স্বগত) এ কি !! বদ্ধ-কর, তিল নাহি টলে ?
(প্রকাশ্যে) মায়াবিনি ! তোর ছলে গলে না হৃদয়,
সাধ্য যে বা হয়—
ক্ষমতার দে রে—পরিচয়,
কর্ শত-নিগ্রহ-সাধন,
করে তোর পড়েছে জীবন,
পাপ-পথে স্থির জে'ন টলিবে না মন।

পুলোমা। এত দম্ভ !! কামিনীর বোঝ না বেদন,—
মরে নারী, তোল না বদন ?
দেখি,—কত বলে—বলী তব মন ;
ভীষণ—নারীর হিংসা—দহন যেমন,
স্ব-ইচ্ছায় ঢালি তায় বিরাগ-ইন্ধন—
কু-বচনে দিয়াছ ফুৎকার,
বিষময় ভুঞ্জ ফল তার ;
অতল-সাগর তলে—
কর যদি পলাইয়ে আশ্রয়-গ্রহণ,
বাড়বাগ্নিরূপে তথা করিবে দহন ;
গহনে দাবাগ্নি সম জীবন নাশিবে,
অভ্র-ভেদী গিরি'পরে দামিনী গ্রাসিবে,—
পরিত্রাণ কোথাও না পাবে,
পলাইয়ে না পারিবে রাখিতে জীবন ;
আরে—আরে—আরে—মূঢ় রাজার নন্দন !
দেখ আজি নারী কি বা পারে। (ভূমে পদাঘাত)।

পিশাচদ্বয়ের প্রবেশ।

ধর দ্রুত রাজার কুমারে ;
রাখ দুষ্টে অন্ধতম-কূপে।
(বিভোরকে লইয়া পিশাচদ্বয়ের প্রস্থান।)
ছার মোর যৌবনের ছল,
ছার মোর কুহকের বল,
ভুলাইতে নারিনু কুমারে,—

কুক্ষণে হেরিনু তারে উদ্যান-বিহারে ;
ওহো ! এত অপমান !!
অপমানে জ্ব'লে গেল প্রাণ ;
জান না কি নৃপতি-তনয় !
যে সাগরে অমৃতের হ'য়েছে উত্থান—
গরলের তথায় উদয় ?
যার প্রেমে করিয়ে নির্ভর—
অপমান করিলি বর্ব্বর !
প্রেমের কুসুমে তার—
করিব রে ব্যভিচার-কীটের সঞ্চার,
সেই ছবি ধরিব নয়নে ;
প্রমত্ত-হৃদয়ে, প্রেম-বিপর্য্যয়ে,—
জুড়াতে জীবন যদি চাহ প্রেম-কণা—
কুপিতা-কামিনী—দংশিবে অমনি—
তুলিয়ে তখনি তার বিষময়ী-ফণা ;
পদাঘাতে জুড়াব বেদনা ;—
জ্বালাইয়া নারীর হৃদয়,
দেখি,—প্রেম—কত বলে বয়,—
প্রেমের প্রতিমা দেখি টলে কি না টলে,—
জ্বলে কি না দেখি ছবি ঈর্ষার অনলে ?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

ধাত্রী ও সুকুমার।

সুকুমার। দ্যাখ্ মা দ্যাখ্, ঐ গাছের উপর, আকাশে একখানা চাঁদ হ'য়েছিল, এখনো তার দাগ র'য়েছে।

ধাত্রী। হাঁ বাবা!—চাঁদ ত' তুমি দেখেচ।

সুকুমার। দেখিচি মা, দেখিচি,—আমি ভাল চাঁদ দেখিচি, ও চাঁদখানা ভাল নয়,—ও পোকা-খেকো ভাঙ্গা-চাঁদ, ভাল চাঁদখানা আবার কখন আস্‌বে মা?

ধাত্রী। দিনের বেলায় ভাল চাঁদ দেখা যায় না, রোজ রোজও ভাল-চাঁদ দেখা যায় না, সে এক-এক-দিন রাত্তিরে দেখা দেয়।

সুকুমার। সূয্যি-মামার সঙ্গে তার বুঝি আড়ি মা, তাইতে সে দিনে আসে না?

ধাত্রী। পাগল ছেলে, চন্দ্র সূয্যি দুটি ভাই, তাদের মধ্যে আড়ি-ঝগ্‌ড়া নাই, চন্দর রাত্তিরে আসে, আর সূয্যি দিনে বেরোয়।

সুকুমার। খুব বিষ্টি হ'লে ত' সূয্যি-মামা বেরোয় না?

ধাত্রী। না বাবা!—সে রোজ্ বেরোয়, বিষ্টি হ'লে তাকে মেঘে ঢেকে ফেলে কি না?—তাই দেখা যায় না।

সুকুমার। আর একটু একটু বিষ্টি হ'লে, আমাদের মতন জলে ভিজ্‌তে ভাল বাসে,—না? ওই দ্যাখ্ মা! পাখীর ডাকে, সূয্যি-মামার এইবার ঘুম্ ভেঙ্গেচে।

গীত।

মামা উঠ্‌বে এবার রেগে।
যে কিচির-মিচির ক'চ্চে পাখী জেগে॥
মামা মান্‌বে না মানা,—
রাগ্‌লে কে বা রাখ্‌বে ধ'রে চাওয়া যাবে না;
আমার চারা-গাছের কুঁড়িগুলি ফুটেছে নূতন,
তাদের জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে মামা ক'ল্লে জ্বালাতন।
থাম্ পাখি! তাই করি মানা, কায নাই তোর ডেকে॥

ধাত্রী। হ্যাঁ বাবা! তোমার ফুলগুলির জন্যে পাখী কি ডাক্‌বে না? তাদের ডাক্ কি তোমার মিষ্টি লাগে না? কেমন নানা-রংএর পাখীগুলি ডাক্‌চে,—খেলা ক'র্‌চে,—ওরা কি সুন্দর নয়? না ডাক্‌লে ওদের যে প্রাণ কেমন ক'র্‌বে; তোমার যেমন কথা না ক'য়ে কষ্ট হয়, ওদেরও তো তেম্‌নি?

সুকুমার। তবে মা! তারা ডাকুক্, কারো প্রাণ কেমন ক'ল্লে আমার মনে বড় কষ্ট হয়,—আমি আমার ফুলগুলিকে সাবধান ক'রে দিই, মামা রাগ্‌লে, তারা যেন পাতার ভেতরে লুকিয়ে পড়ে।

গীত।

ফোটা-ফুল! শুকিয়ে যে'ও না।
তোরে করি গো মানা॥
মামা যদি রাগে রোকে, চেয়ে দেখে রাঙ্গা চ'কে,
পাতার আড়ে লুকিয়ে প'ড়ো বাইরে থেক'না॥

ডাক'-পাখি! মধুর বোলে, মামা যেন যায় না জ্ব'লে,
ঝালা-পালা ক'রে কাণে রাগিয়ে দিও না ॥

ধাত্রী। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ঐ দেখ—খেলুনিরা তোমার সঙ্গে খেল্‌তে এসেছে, এস বাবা! তাদের সঙ্গে খেলা করগে'।

সুকুমার। না মা! আজ আর আমি খেল্‌তে যাব না, কা'ল তুমি ব'লেছিলে যে, কা'ল সকালে আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে। আমার খেলুনিরা বলে যে, তাদের বাপ্ তাদের কত ভালবাসে; আমার বাপ ত মা! আমাকে ভালবাসে না। তুমি কেন মা! আমাকে বাবার কাছে যেতে দাও না? আমি বাবার কাছে যাবো, তা হ'লেই বাবা আমায় ভাল-বাস্‌বেন।

ধাত্রী। আচ্ছা বাবা! কা'ল্ নিয়ে যাবো; আজ তারা খেল্‌তে এসেছে—তাহাদের নিয়ে খেলগে যাও; তোমায় না দেখ্‌লে যে তারা দুঃখ্‌খু ক'রে ঘরে ফিরে যাবে, কাউকে কি দুঃখ্‌খু দিতে আছে?

সুকুমার। আচ্ছা—তবে যাই। (প্রস্থান)।

ধাত্রী। (স্বগত) আহা!! বাপের কথা প'ড়্‌লে, বাছার আমার চ'ক্ দুটি বর্ষার মেঘের মতন জল-ভরা হয়। দীননাথ! দিন দাও, গোটা ছয় বৎসর চ'কের জলে, তোমার পুজো ক'র্‌চি, তার ফল কি ফল্‌বে না?

(বামার প্রবেশ।)

আয় বামা! আয়, মহারাজ এখন কি ক'চ্চেন?

বামা। ওমা ঠাক্‌রুণ! কা'ল রাত্রে বাসন্তী ঠাক্‌রুণ, রাণীমার

কথা তুলে মহারাজকে কতকগুলো খুব চোট্ পাট্ জবাব শুনিয়ে দিয়েছিল, সেই পর্য্যন্ত মহারাজ একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে আছেন ; তোমার কথামত এখন ঢুণ্ঢিরাজ-ঠাকুর এসেচেন—দেখে এলাম।

ধাত্রী। দুজনের কোন কথা-বার্ত্তারা শুন্‌লি ?

বামা। না—তাঁকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখেই তোমায় তাড়াতাড়ি ব'ল্‌তে এলাম। (দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে) এ সময় যদি রাণীমা আসেন, তবে আবার যেমনটি ছিল—তেম্‌নিটি বজায় হয়।

ধাত্রী। আর কি সে দিন হবে ?—ভগবান্ আবার কি মুখ-তুলে চাইবেন ?

বামা। তুমি দেখো দিকি—আবার দুধে-আমে এক হবে।

ধাত্রী। তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক্ বামা!—তোর মুখে, ফুল-চন্দন পড়ুক্; আবার সেই দিনই হ'ক্—আমি তাঁর বাছাকে তাঁর কোলে দিয়ে যেন ম'র্‌তে পারি।

বামা। ভগবান্ মুখ-তুলে চাইলে, কি না হয় ঠাক্‌রুণ ?—ছুঁচের ছ্যাঁদার মধ্যেও হাতী গল্‌তে পারে—তিনি বেঁচে থাক্‌লে সবই সম্ভব হ'তে পারে।

ধাত্রী। সে ভয় আমার নেই বামা!—সে ভয় আমার নেই, তিনি যে আমাদের ছেড়ে গ্যাছেন—দুধের বাছাকে ছেড়ে গ্যাছেন—তাতে তাঁকে ফিরে পাবার আশা এখনও এক একবার জেগে উঠে—কিন্তু তিনি ঘরে চেপে থাক্‌লে—তাঁর প্রাণের আশা একেবারেই থাক্‌তো না।

বামা। ভগবান্ তাঁকে বাঁচাবেন—তাঁর পুণ্যিকম্ম তাঁকে বাঁচাবে ; তিনি সতী-লক্ষ্মী—তাই তিনি থাক্‌তে বেহ্মহত্যেটা

আর এ সংসারে ঘট্‌লো না—হায়!! কালামুখী কি শত্রুতাই সেধেছিল—এখন তিনি বেঁচে থাক্‌লে সবই সম্ভব হবে—

ধাত্রী। দেখ বামা! এম্নিই কি হবে? সন্তানের দুঃখ দেখে মা বাপে কি স্থির থাকৃতে পারে? যিনি ভাসিয়েছেন—অকূলে তিনিই আবার কূল দেবেন, তিনি যে অকূলের কাণ্ডারী।

স্থকুমারের পুনঃ প্রবেশ।

সুকুমার। হ্যাঁ মা! আমার সত্তিকার মা কই?—খেলুনিরা বলে, তুই ত আমার সত্তিকার মা ন'স্; তুই ত আমার ধাই মা—আমি আমার সত্তিকার মার কাছে যাবো—আমার তাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে ক'চ্চে।

ধাত্রী। হায়! দেবি! কোথা তুমি!—এসো—একবার এসো—তোমার বাছাকে তুমি বুঝোও; তোমার বাছাকে তুমি কোলে তুলে নাও—(রোদন)।

সুকুমার। ওমা!—তুই কাঁদিস্ নি মা!—আমি আমার সত্তিকার মার কাছে যাবো না,—তুই ভাল হ, তুই চুপ্ কর্।

ধাত্রী। হ্যাঁ বাবা! আমি চুপ্ ক'রেছি।

বামা। (ধাত্রীর প্রতি) আজ আবার এ কি বিপদ্? (সুকুমারের প্রতি) তুমি বাবা আর তাদের সঙ্গে খেল্‌তে যেও না।

সুকুমার। না,—আর আমি যাবো না, তারা বড় দুষ্টু,—আমার ধাইমাকে কাঁদিয়েছে, আমার মনে দুঃখ্‌খু দিয়েচে। (ধাত্রীর প্রতি) চল্ মা! আমার বড় ক্ষিদে পেয়েচে, আমায় কিছু খেতে দিবি চল্।

ধাত্রী। এস বাবা আমার—এস।

[সুকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বামা সহ ধাত্রীর প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

বিলাস ও ঢুণ্ঢিরাজ।

বিলাস। সখে! পূর্ণ-অর্দ্ধ-যুগ তব বিমল-বদন—
দরশনে বঞ্চিত অভাগা,
পাপ আসি ঘেরেছিল মোরে;
হেরি নাই অর্দ্ধ-যুগ শ্যামলা-মেদিনী,
কল-নিনাদিনী—
স্রোতস্বিনী-কল-কল-ধ্বনি—
পশেনিক অর্দ্ধ-যুগ শ্রবণ-যুগলে;
তপনের সুরঞ্জিত-রক্তিম-বরণ—
স্মৃতি-মূলে না হয় স্মরণ;
গন্ধবাহি-পূত-সমীরণ—
ডরে নাহি সঞ্চরণ করিত জগতে।
তারকা-খচিত-নীল-চন্দ্রাতপ-তলে—
হেরি নাই চন্দ্রমা নয়নে,
বিহঙ্গম-গণে—ছেড়েছিল সুমধুর-তান;
সৌরভ-বিহীন ছিল কুসুমের দাম।
হেরে আজি ও চারু-বদন,—
পূর্ব্ব-স্মৃতি অকস্মাৎ জাগিল অন্তরে,
আজি জাগিল অন্তরে—
মহিষীর কমনীয় বদন-মণ্ডল;

আহা,—আহা,—দেবী-রূপা-মহিষী আমার,
পবিত্রতা-সারল্য-আধার,—
মোর পাপানলে—
হ'য়েছিল কান্তি-হীন কুসুমের সম,
সে কুসুমে অযতনে করি পরিহার,—
জীবনে না হয় সাধ আর ;
পঙ্কিল-হৃদয়-সরে স্নিগ্ধা কমলিনী—
আর না ফুটিবে সখে! তুষিতে জীবন।

চুণ্টি। রাজন্! তোমার গর্জ্জনটা দেখ্‌চি বিষম বেয়াড়া রকম; সন্দেহ হয়, পাছে বজ্র-আঁটুনির, ফস্কা-গেরো ঘটে; বলি পিরীত কি মহারাজ!—তোমারই একচেটে? তবে স্বীকার করি, অমন শেকড়-গাড়া প্রাণ-খোয়ান-পিরীত, আমাদের নেই। ধবল-বরণী মিষ্টান্ন-সুন্দরী, যখন স্বয়ম্বরা হ'য়ে থালা-রূপ পীঁড়িতে ব'সে সাতপাক্ ঘোর্‌বার আশায় সুদূরে দর্শন দেন, তখন স্বীয়-পূর্ব্বরাগে বদনে রসের সঞ্চার হয়, পরে যখন উপযাচিকা হ'য়ে, কদলী-পত্র-রূপ-আসনে ব'সে বর-মাল্য প্রদান করেন, তখন তাকে বদনে দিয়ে, মুদ্রিত-নয়নে বিমল-সুধা-পানানন্দ অনুভব করি; কই মহারাজ!—তার জন্যে ত আমার হা হুতাশ হয় না, প্রাণ-বিয়োগও ঘটে না? মহারাজ! শ-ষ-স তবে হ;—তাই বলি ধৈর্য্য ধর, আমরা চিঁড়ের স্তূপের ধৈর্য্য-ধারণ করি ব'লে—পরে সুন্দরীর প্রণয়-লাভে অধিকারী হই।

বিলাস। জান না—জান না—বুঝ না বেদন,
ধৈর্য্যে করি কেমনে ধারণ?

হৃদয়ের বল সখে! টুটেছে আমার;
শূন্য মম হৃদয়-আগার,
আঁধার নেহারি ধরা,—ভার দেহ-ভার।
আহা সখে! প্রেয়সী আমার,—
ছায়া-সম ফিরিত পশ্চাতে,
প্রিয়-কার্য্যে সদা মোর করিত তোষণ,
দুর্ব্বল-হৃদয়ে বল দিত অনুক্ষণ;—
বিরহে তাহার আজি বিশ্ব-চরাচর—
শূন্য-ময় নেহারি নয়নে,
বল না কেমনে—
বহিব একাকী এই আঁধার-জীবন?

চুণি। মহারাজ! অত ভাল,—ভাল নয়। তোমার ঐ বেয়াড়া-পিরীতে আমার প্রাণটা একেবারে খিঁচ্‌ড়ে উঠে। বলি এমন—এ ছ বছরের মধ্যে—একদিনও হয় নি! যেই আমার মুখ-খানি দেখ্‌লে, অমনি আকাশের চাঁদথেকে,—গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত একেবারে মনে প'ড়ল?—অম্‌নি একেবারে "মহিষী-বিনে প্রাণ যায়"—তোমার রকমখানা কি আমায় বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পার? বলি রাজন্! অমন নিরাকারের পিছনে স্রোতের মুখের কুটোর মতন একেবারে গা না ঢেলে, একটু সাকারে মন দাও দেখি,—একটু হাত পা ছোড় দিকি? রাজ্ঞীকে খুঁজ্‌তে চারিদিকে লোক পাঠাও,—অমন একটা বুক্-জুড়ান ছেলে র'য়েছে,—সেটাকে নিয়েও ত দু দণ্ড মন-ঠাণ্ডা ক'র্‌তে পার। আহা!—ছেলে ত নয়, যেন ক্ষীরের পুতুল—বাক্যি ত নয়,—যেন মিছ্‌রির টুক্‌রো।

বিলাস। সত্য সখে! দৃষ্টি তব অতি দূরে ধায়,
দূর-দর্শি-চিকিৎসক-সম—
রোগ-নির্ব্বাচন-শক্তি ধর অনুপম ;
যতদিন মহিষীর না পাই সন্ধান—
সাদরে ঔষধ তব করিব ধারণ।
প্রিয়ার বিরহ-রূপ-দুরন্ত-ফণীর—
মণি-মন্ত্র-মহৌষধি সন্তান-বদন।

(নেপথ্যাভিমুখে) আজ্ঞা অপেক্ষায় কে বা রহ দ্বারদেশে ?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)।

শুন মতিমন্! প্রের চর চারিদিকে—
মহিষীর করিতে সন্ধান ;
জনপদ—মরুভূমি—কান্তার—কন্দর,
তন্ন-তন্ন করিবে—ভূধর,
গুপ্ত যেন নাহি রহে স্থান।
অগ্রে আন সযতনে নন্দনে আমার—
মণিময়-আভরণে করিয়ে ভূষিত।

প্রতিহারী। যথা আজ্ঞা, ইচ্ছা তব হবে সমাধান। (প্রস্থান)।

ঢুন্টি। হক্-কথা ব'ল্‌তে কি মহারাজ! তোমার মত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কাযটি ক'ত্তে, আর দুটি নেই। ভাল হোক্, মন্দ হোক্,—একেবারে চরম-সীমা। বলি রাজন্! তুমি কি কুমারের বিয়ে দিতে যাচ্ছ, যে একেবারে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত ক'রে আন্‌বে? আমাদের এ অবস্থায় "ধূলোয় ধূসর নন্দকিশোর" দেখ্‌লেও দর্শনের ত্রুটী হ'তো না।

বিলাস। আহা সখে! মাতৃ-হীন—পিতৃ-হীন-সম—

অ-যতনে মনো-খেদে বঞ্চিছে কুমার,
ভাল-মন্দে তার, জন্মে নি বিচার ;
নিপতিত মোর পাপে—
সংসারের ঘোর আবর্ত্তনে ;—
বল সখে ! বল না কেমনে—
পিতা হ'য়ে ধূলী-মাখা নেহারিব তায় ?
আমি কুলাঙ্গার,—
তাই সখে ! হেন রত্নে রাখি অনাদরে।
পশু-পক্ষী-কীট-আদি করিয়ে যতন—
সন্তানের করে যে লালন,
তাহা হ'তে ঘৃণ্যতম আমি,
লালনে পালনে পুত্রে ক'রেছি বঞ্চিত।

চুন্টি। মহারাজ ! ঐ অনুতাপটি মনে ধ'রে রেখো, তা হ'লেই মন—পুড়ে পুড়ে খাঁটী হবে। মনের ময়লার ক্ষারে, সার হ'যে জমী উর্ব্বরা হবে ; তখন দেখ্‌বে তুমি যেমনটি ছিলে, আবার তেম্নিটি হ'য়েছ'। মনে ক'রে দেখ দেখি—বিত্তেয়,—বুদ্ধিতে,—ধনে,—মানে,—কোন্ রাজা তোমার সমান ছিল ? এক ভূত্‌নী তোমার ঘাড়ে চাপায়, সব হারিয়েছ ; তবে যখন স্বয়ং কেষ্ট বিষ্ণু ও ভূত্‌নীর হাতে পরিত্রাণ পান্ নি, তখন তোমারই বা বিশেষ দোষ দো'ব কি ? কিন্তু তা ব'লে কি, সে পাপ-পথ নয় ?—না সে পথথেকে ফের্‌বার উপায় নাই ? মহারাজ ! স্বর্ণ-পাত্রে মদ থাক্‌লে, পাত্রের ত আর নরক হয় না—তোমার দেহটা একটা পাত্র-বিশেষ,—কুমতি-মদে তাকে কলুষিত ক'রেচে ;—তুমি তোমার সেই কুমতিটাকে দূর

ক'রে ফে'ল ; তা হ'লে তোমার শরীরও পবিত্র হবে ; তখন তুমি নূতন-জগতে গিয়ে প'ড়্‌বে, সেখানে তোমার পাপের ভ্রূকুটী-কুঞ্চিত-কালিমাময়-শরীর—ভস্মীভূত হবে, নূতন—তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় শরীর পাবে। (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) ওমা !!—'ও ছুঁড়ী আবার কে ? রও রও, ও বাবা !! ও সেই ডাকিনী বেটী যে ? আমার কথাগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌চে না কি ?—অ্যাঁ—এখন কি করি ?—আমার সঙ্গে পিরীত কত ?—যদি দাঁড়িয়ে থাকি তো চুষে খাবে,—পালাইতো রেগে গোঁফ্‌যোড়াটাই ছিঁড়ে নেবে—পালিয়ে কায নেই বাবা—একটু দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াই,—মনে ক'র্‌বে আঁকা পুতুল।

পুলোমার প্রবেশ।

পুলোমা। (স্বগত) এই যে—কুক্কুর বসি—স্বর্ণ-সিংহাসনে ;
এরে ধ'রি কার্য্য-মম করিব সাধন।

বিলাস। এস এস হৃদয়-হারিণি !
আঁধার জীবন মম, তব অদর্শনে,
হের অনশনে—অনিদ্রায়—বঞ্চি নিশিদিন,
ধরি প্রাণ, তব মুখ স্মরি ;
পায়ে ধরি, কহ হে সুন্দরি !
গভীরা-যামিনী-যোগে—
কোন্ দোষে ত্যজিলে হে মোরে ?
বল,—বল—হে সুন্দরি ! দিবস-শর্ব্বরী—
আঁখি-জলে ভাসাইলে কেন ?

কেন তুমি নিদারুণা হেন ?
বল প্রিয়ে ! আর নাহি কাঁদাবে আমায় ?

ঢুণ্ঢি। (স্বগত) অ্যাঁ !!—সব ফুস্ আর ফাস্,—হ'ল কি ?—না,—যেমন তেমন নয়, এ বেটী সত্তি সত্তি কামরূপ-কামিখ্যের ডাইনী !! রাজা একেবারে, ভ্যাড়া হ'য়ে গেল ? এত গুরু-মন্তর, সব এক-মন্তরে—হুট্ ক'রে দিলে। বেটী যদি মন্তরটা আমায় শেখায়, তো বাম্নে-কপাল একদিনে ফিরে যায়।

পুলোমা। শুন হে রাজন্ !
যাহার বেদন, জানে সেই জন,
অন্য জনে—বুঝালে না বোঝে।
যে জ্বালায় জ্বলি অনিবার—
হেন সাধ্য কার,—
ধরিবে সে জ্বালা হৃদে করিয়ে আপন ?
পুরুষের ভালবাসা মুখের কথায়,
রমণী—হৃদয়ে পোষে তায় ;
তাই আজি হৃদে জ্বালা ধরি অনিবার,—
তব মুখ করি দরশন—
এসেছি হৃদয়-জ্বালা করিতে মোচন।

বিলাস। কহ প্রিয়ে ! কহ,—তব আছে অধিকার—
অংশ দিতে জ্বালার তোমার ;
সুখ-দুঃখ-সম-ভাবে আদান-প্রদানে,—
প্রণয়ের নিদর্শন জে'ন সুলোচনে !
শঙ্কা মনে, বরাঙ্গনে ! ক'রো না—ক'রো না,

মনো-ব্যথা খুলিয়ে বল না,—
কে বা দুঃখ প্রদানিল ও কোমল-প্রাণে ?
শমন-সদনে—
যাইতে হে কার সাধ জাগিল অকালে,—
না কহিলে মনো-ব্যথা কেমনে বুঝিব ?

পুলোমা। প্রাণেশ্বর ! সাধে কি হে হইয়ে পাষাণী—
ত্যজে গেছি প্রাণেশে আমার ?
ব্যথা দিবে হেন সাধ্য কার,—
তোমা-বিনা, কার ব্যথা বাজিবে মরমে ?
সেই নিশা-যোগে—যবে ছিনু বসি পাশে,—
যবে অনিমেষে চেয়েছিনু—
জোছনা-প্লাবিত ওই বদনের পানে,
হেন কালে শপথ তোমার,
সোদরার দাসী আসি দিল সমাচার—
"বিপদ্-সাগর-মাঝে ক'রে সন্তরণ,
যাচিছে ভগিনী মোর ক্ষিপ্র-দরশন",
কেমনে জাগায়ে তবে লইব বিদায় ?
নিদ্রার ব্যাঘাত ডরি, অপরাধ তাহে স্মরি—
না বলিয়ে গেছি নাথ !
মন জানে—ছেড়ে যেতে কত কেঁদেছিল প্রাণ।

বিলাস। মনে করি অপরাধে ফেলিব তোমায় ;
কিন্তু শুন দায়, অপরাধী হই তাহে ফিরে।
মনো-দুঃখে পরুষ-বচন—
যে বা কিছু ক'রেছি বর্ষণ,

তুমি প্রিয়ে! নিজ-গুণে কর হে মার্জ্জনা।
কহ হে আমারে, কি বা দুঃখ-ভারে—
আকুলা হ'য়েছে বালা?
সাধ্য যদি—জ্বালা তার করিব মোচন।
কহ বিবরণ,—কে বা সে সোদরা তব?
কি বা ব্যথা বহিয়ে হৃদয়ে,—
অসময়ে চেয়েছিল তব দরশন?
এতদিন পাই নাই তার পরিচয়;
কেন প্রিয়ে! বল নি আমায়?
ছিল যদি ভগিনী তোমার—
বঞ্চিত রাখিলে কেন তার দরশনে?

পুলোমা। সেই অপরাধ ফেরে—
বুঝি সহি এত দুঃখ-ভার।
কনক-বরণী মোর সোদরা-সুন্দরী,
দিবস-শর্ব্বরী,—মনো-সুখে ছিল পতি-সনে,—
তাই তারে আনি নি ভবনে;
কিন্তু এবে হায়!! বিরহ-ব্যথায়,—
জ্বলি দিবা-নিশি শোকে শীর্ণ-কায়,
কালী ঢেলে দেছে যেন কনক-বরণে;
জানি না কেমনে তার দেহে রবে প্রাণ?
নিরুদ্দেশে পতি, বিচঞ্চলা-মতি,—
চেয়েছিল জ্ঞান-মাঝে, মোর দরশন;
আগ্য গিয়ে হেরিয়ে তাহারে—
হৃদয় না পারি বাঁধিবারে,

অভাগিনী পতি-শোকে হারা'য়েছে জ্ঞান,
মোহ-ঘোরে ভগ্নী বলি চিনিল না মোরে।

চুণ্টি। (স্বগত) ও বাবা !! ডাইনী বেটী এবার দেখ্‌চি বিষম-ঘনীভূত হ'চ্চে—দোসর বাড়াচ্চে—বেটীকে দেখে যেতে হবে।

বিলাস। অ্যাঁ !!—হারায়েছে জ্ঞান,—
কে বা এবে রহে পাশে তার শুশ্রূষায় ?

পুলোমা। (স্বগত) অজ্ঞাত নহেত মম কামুক-হৃদয়,
নয়নে নয়ন শুধু মিলাইতে রয় ;
লোলুপ-হৃদয় তার হুতাশন যেন,
ফুটন্ত-মোহিনী-ছবি, তায় হবি হেন ;
শঙ্কা কেন,—দিবে যাগ অনুরাগ-ফল,
বিচঞ্চল নাহি হও হৃদয় আমার !
(প্রকাশ্যে) যম, আর কে বা আছে তার ?

বিলাস। না—না—আন তারে সযতনে আলয়ে আমার,
আমি নিজে শুশ্রূষার ভার—
বহিব হে হৃষ্ট-মনে ;
দাস-দাসী-জনে—
প্রত্যয় না রেখো সুলোচনে !
তব সুখ-সম্পাদনে—
কাতর নহেক কভু কিঙ্কর তোমার।

পুলোমা। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম ;
সাথে আনিবার মোর ছিল অভিলাষ ;—
পাছে পাঁচে করে উপহাস,—
তাই ডরে না আনিনু তায়।

আহা, যৌবনের পদার্পণে—লাবণ্যের জল—
ঢল ঢল খেলে কলেবরে।
মধুর-অধরে—মাখা মদনের রাগ ;
অনুরাগ-ভরা সেই চঞ্চল-লোচন—
খঞ্জনে গঞ্জনা দেয়,
প্রেম-পূর্ণ উন্নত হৃদয়—
বিফলে ধরিছে প্রিয়-ভগিনী আমার,—
জ্ঞান-হারা হ'য়ে তার পতির বিরহে।

বিলাস। যাও প্রিয়ে! আন—প্রিয়-সহোদরা তব,
বিয়োগ-বিধুরা-বালা,—
জুড়াবে হৃদয়-জ্বালা—
আমাদের প্রিয়-সম্ভাষণে ;—
প্রিয়-আলাপনে, তুষিব তাহারে মোরা ;
দশ-মুখে কি বা আসে যায় ?
দশে নাহি ডর প্রিয়ে!

পুলোমা। দে'খ কক্ষ, সুসজ্জিত—সুবাসে-বাসিত ;
নর্ত্তকীর দল,—জুড়াইতে যাতনা-প্রবল,
রহে যেন তুষ্টি-সম্পাদন-প্রতীক্ষায়।
মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকারী কুসুমের বাস,
মধুর-সঙ্গীত-স্রোত-উত্থিত-লহরী,—
করে যেন সোদরার তুষ্টি-সম্পাদন ;
আসি নাথ! ল'য়ে তারে ভেটিব সন্ধ্যায়। (প্রস্থান)।

ঢুণ্টি। (স্বগত) আঃ—বাঁচা গেল—ঘাম্ দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল ; বেস চুটিয়ে ফর্দ্দটা হ'ল কিন্তু। (প্রকাশ্যে) বলি ও রাজা-

মহাশয়!—ভয়ে কব—কি নির্ভয়ে কব?—এ কি!!—একেবারে বেহুঁস্!! বলি মহিষীর বিরহ-ফণীর-বিষে—জর জর হ'য়ে, শেষে কি একটা আস্ত কেউটে-সাপ গেল্‌বার ব্যবস্থা হ'ল না কি?

বিলাস। (স্বগত) কে জানে কি ছলে এ'ল মানস-মোহিনী?
প্রবোধিয়ে অশান্ত-অন্তরে—
মিশাইল ইচ্ছামত দৃষ্টি-অন্তরালে,
রোধিতে নারিনু তারে;
আহা—অতি মনোরম-ছবি,
আসিব বলিয়ে গেল—
কোথা গেল—কে বা জানে বল,—
লুকা'ল কি চিরতরে অপূর্ব্বা-কামিনী?
পেয়ে কেন ছাড়িনু সে হৃদয়-মোহিনী।

(প্রতিহারীর সহিত সুকুমারের প্রবেশ ও
প্রতিহারীর প্রস্থান)।

ঢুণ্ঢি। মহারাজ!—দেখ—দেখ—একবার চেয়ে দেখ—তোমার সোনার-চাঁদ ছেলে এসেছে, একবার দেখ—একবার বুকে ধ'রে জীবন-সার্থক কর।

বিলাস। (স্বগত) সন্ধ্যা-সমাগমে পুনঃ আসিবে ভামিনী—
ব'লে গেল হ'য়ে তার—সোদরা-সঙ্গিনী,
যদি নাহি আসে?—জানি না ত' বামার আবাসে,
অলীক-আশ্বাসে—
ভুলালে কি কামিনী আমায়?

হায় পেয়ে করে, কেন বা ছাড়িনু তারে,—
কেন বা ভুলিনু সেই—
রমণীর মোহিনী-মায়ায় ?

ঢুণ্ঢি। (স্বগত) ডাইনী বেটী কি কাণে সীসে গালিয়ে ঢেলে দিয়ে গেল না কি ? (প্রকাশ্যে) বলি মহারাজ ! ছেলেকে আন্‌তে পাঠা'লে—একবার চেয়ে দেখ—বুকে তুলে নিয়ে প্রাণ জুড়োও। আহা—বাছা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে একদৃষ্টে তোমার পানে চে'য়ে র'য়েছে—মুখে কথাটি নেই—তোমার প্রাণ পাষাণ না কি ?

বিলাস। (স্বগত) ব'লে গেল আসিব নিশ্চয়,—
অথবা কে জানে বল রমণী-হৃদয় ?—
সন্ধ্যা হবে প্রদোষে উদয়—
দিনমান ! হও অবসান,—
তব তিরোধানে,—
সুখী হ'ব প্রিয়া-সম্মিলনে ;—
কিন্তু যদি না আসে সুন্দরী,—
কর যোড়ে অনুরোধ করি,
যে'ও না ত্যজিয়ে তুমি জগৎ-সংসার,
তব অবসান-কাল ঘোর-পরীক্ষার ;
আশা-ভঙ্গে ভুজঙ্গিনী হইবে ভামিনী,
রমণীর মধুরতা যাবে,—
হলাহলে—প্রাণ মোর, ত্রাণ নাহি পাবে,
ভাঙ্গিবে পলকে মোর সুখের স্বপন।

ঢুণ্ঢি। এ কি বাক্‌রোধ হ'ল না কি ? মহারাজ !—বলি ও

মহারাজ! হাতখানা ত খুব নড়্‌চে—রসনাটা একবার নাড়াও।

বিলাস। (স্বগত) না—আসিবে নিশ্চয়;
সোদরারে করিতে সান্ত্বনা,—
কত মত কহিল মন্ত্রণা,
রহে বহু কর্ত্তব্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান;
যে বিধান, প্রিয়া-মনোমত,—
যথোচিত সম্পাদন করি সেই মত,—
নহে ব্যথা পাবে প্রিয়া মনে;
আয়োজনে এইক্ষণে হইব তৎপর।

[প্রস্থান।

চুণ্টি। (স্বগত) ঐ যা,—একেবারে সট্‌কান্—দেখে-শুনে আমার তেলোয় জিবে থিল্ লেগে গেছে। মানুষ! তোমায় এক-পোড়ে চেনা যায় না—তোমার কসের কষ্টি, অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। আহা! রাজ-কুমারের চ'ক দুটি জল-ভরা হ'য়েচে—যে চ'কের জল একদিন আমি চ'কে রা'্তে পারি নি—আজ দুধেরছেলে তাকে চ'কে মার্‌চে!! দীনের জননি! লক্ষ্মী-স্বরূপিণি! আজ তুমি কোথায়?—এ দৃশ্য চ'কে দেখ্‌তে পার্‌বে না ব'লে কি চ'লে গেলে? (প্রকাশ্যে) বাবা আমার—এস—আমার কোলে এস—আমি কাঁদ্‌তে পাচ্চি নি—আমার বড় প্রাণ জ্ব'ল্‌চে—বুকে এসে আমার বুক্ ঠাণ্ডা কর।

(ক্রোড়ে করিবার চেষ্টা)

সুকুমার। ওগো আমি যাব নাক কোলে—

পিতা নাহি কোল দিল মোরে ;
পিতা নেবে কোলে,—
আমোদেতে আপনারে ভুলে—
এসেছিনু পিতার সদন,
পিতা নাহি সম্ভাষণ করিল আমায় ;—
প্রতীকার করিব ইহার—
ধাই-মায়ে জানায়ে বেদন,—
মা নেই,—তাই মোর এত অযতন।

ঢুণ্টি। সত্তি বাবা—ছেলের মুখের বাক্কি—বেদ-বাক্কি ; কেঁদ'না—চল—তোমার ধাই-মাকে ব'লে দিইগে চল—সে রাজাকে খুব ব'ক্‌বে—এস বাবা আমার—বুকে এস।

[সুকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া প্রস্থান।

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd. 1902.
MAJU, HOWRAH.

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

কৃত্রিম-শৈল-পার্শ্বস্থ চন্দ্রাতপ-তলে বিভোরা ও
জনৈকা সখী আসীনা।

বিভোরা। পাতি-পাতি খুঁজিনু কানন,
কই সখি! পেনু দরশন?
পরিহাস বলি মোর নাহি লয় মনে;
হের বেলা—নাহিক গগনে,
লুকাইয়া রহিলে গোপনে,—
কতক্ষণ থাকিতেন প্রাণেশ আমার—
কাতর-ক্রন্দন শুনি?
আঁখি-নীর মম,—
শেল-সম বাজে তাঁর বুকে।
বুঝি মম ভেঙ্গেছে কপাল,
তাই এই ঘটিল জঞ্জাল,
কাল-নিদ্রা ঘেরেছিল সবার নয়নে।

সখী। সখি! ধৈর্য্যে বাঁধ মন,
নিবার এ শোকের রোদন;
নাহি ডর,—চারিদিকে গেছে অনুচর,
ত্বরায় আসিবে ল'য়ে শুভ-সমাচার;
বৃথা কেন কর হাহাকার?
বাঁধ প্রাণ ওলো সুলোচনে!

বিভোরা। মনে করি কাঁদিব না আর,

কিন্তু ঝরে নয়ন-আসার,—
মানা নাহি মানে লো স্বজনি !
হের—কাঁদে তরু—কাঁদে লতা,—
গাহে সবে শোক-গাথা,
আকুল-অন্তরে হের কাঁদে বিহঙ্গম ;
দিক্ হ'তে দিগন্তরে অস্ফুট-রোদন,—
প্রাসাদ হইতে ধীরে বহে সমীরণ,
হাহাকার রাজ-পুরী-মাঝে ;
ওহো !!—শেল বাজে হৃদয়ে আমার।

সখী। সখি ! নিবার লো নয়নের ধার,
অমঙ্গল ক'র না সূচনা।

বিভোরা। অমঙ্গল হবে কি বা আর ?
ঘটিয়াছে যাহা ঘটিবার ;
শূন্য করি হৃদয়-আগার,—
প্রাণেশ্বর গেছে চ'লে।
আর কি বা অমঙ্গল ঘটিবে স্বজনি।
আমি যত জানি তাঁর মন,—
কে বা আর জানে গো তেমন ?
প্রাণ মোর কয়—
বিপদের মাঝে তিনি পতিত নিশ্চয় ;
নহে এতক্ষণ মোরে করি পরিহার—
রহিতে কি পারিতেন প্রাণেশ আমার ?
বুঝিলাম, বক্ষ-বাহি-নয়ন-আসার,—
এরি তরে ছুটেছিল তাঁর।

(২য়া সখীর প্রবেশ।)

কহ সখি ! এনেছ কি সুখ-সমাচার ?
প্রাণেশ আমার,—
এসেছে ফিরিয়ে কি গো ভবনে আবার ?

২য়া সখী। সখি ! আসলে ফিরিয়, আগে তোমার সদনে—
আসিতেন প্রাণেশ তোমার ;
শুষ্ক-মুখে অনুচরে ফিরিবারে হেরে,—
জননী হানিছে কর শিরে,
বৃদ্ধ-পিতা কাঁদে উভরায়,
শান্ত কে বা করিবে তাঁহায় ?—
তুমি সখি ! বাঁধ নিজ-মন,—
চল যাই বুঝাইতে মাতার সদন।

বিভোরা। বুঝা'তে মাতারে সখি ! কর আকিঞ্চন,—
কি দিয়ে বুঝাবে তাঁরে কহ বিবরণ ?
দেখে মোরে শোক-সিন্ধু উথলিবে তাঁর ;—
নয়ন-আসার,— ছুটিবে গো প্রস্রবণ-সম ;—
তৃণ-হেন ভেসে যাব তাঁর আঁখি-ধারে,
বুঝাবে তাঁহারে সখি কে বা হেন জন ?

(সখীগণের প্রবেশ।)

কি সংবাদ ?—সহচরীগণ !
এসেছে ফিরিয়ে কি গো হৃদয়-রতন,—
আগমন-সমাচার—
এনেছ কি তোমরা তাঁহার ?

৩য়া সখী। সম্বর রোদন সখি! দৃঢ় কর মন,
বিপদে অধীরা নাহি হও লো স্বজনি!

বিভোরা। কারে তুমি দাও সখি! প্রবোধ-বচন,—
দৃঢ় আর কার এত মন?
অশ্রু-হীন হের লো নয়ন,
ফাটে নি এখনো মোর প্রাণ,—
কে পাষাণ আর মম সম?
বেঁচে আছি এখনো হারা'য়ে সখি! তাঁয়!

১মা সখী। মন-ভাঙ্গা হ'ও না স্বজনি!
গুণমণি আসিবে এখনি,
হাসিবে হেরিয়ে সখি! তব আচরণ,
ছুটিয়াছে চারিভিতে অনুচরগণ,
পাইবে—কেহ না কেহ—তাঁর দরশন।

বিভোরা। আর কি হইবে সখি! তাঁহার সন্ধান?—
কোন মতে বাঁধিতে না পারি পোড়া-প্রাণ?
জ্ঞান হয়, সেই দেখা—শেষ দেখা মোর।
ওহো!!—পড়ে মনে—সুন্দর-বয়ান,
পড়ে মনে—তাঁর গুণগ্রাম,—
পড়ে মনে—যাহা কিছু, সুন্দর সকলি।
হায় অভাগিনী আমি,
মোর ভাগ্যবশে,—সেই ধনে হইনু বঞ্চিতা,
হারা'য়ে সে ধনে কেন রহি লো জীবিতা?

বিভোরা। গীত।

হায়!! নাথের বিরহ স'য়ে প্রাণে কি ফল।

ধৈরয নাহি ধরে, কে এনে দেবে তাঁরে,
টুটিল হৃদয়-বল ॥
ভাবিয়ে তাঁহার তরে, সদা মোর আঁখি ঝরে,
কিসে পাব তাঁয় ?
কে এনে দেবে, কি হবে, হায় কি হবে,
আমারি প্রাণ যে যায় ॥
হায় প্রাণ আমার, গেল, কি হ'ল, কি হ'ল, মোরে বল ॥
সখীগণ। হায় কেন, মিছে সখি ! কাঁদ বল, আস্‌বে ফিরে।
কেঁদ' না, সুলোচনে ! ভে'স না, আঁখি-নীরে ॥
আসিলে, গুণমণি, উপহার, দিবে গলে।
বিরলে, তাই কি গাঁথ, মতি-মালা, আঁখি-জলে ॥
তোর সুখে,—সুখিনী, তোর দুঃখে,—দুঃখিনী,
আমাদের, চাহি মুখ, বাঁধ সখি ! বাঁধ বুক। (হায়)
বিভোরা। হায় প্রাণ আমার, গেল, কি হ'ল,
কি হ'ল, মোরে বল ॥

(মায়া-যষ্টি হস্তে পুলোমার প্রবেশ)।

পুলোমা। যষ্টির প্রভাবে—
রহ সবে—রহ—অচেতন।

(সকলের অচেতন।)

(লুপ্ত-সংজ্ঞা বিভোরার প্রতি) এস এস সোদরা আমার !
অস্থির অন্তর—
প্রাণেশ্বর-বিহনে তোমার ?

ঘুচাইব বিরহ-বেদনা,
নব-প্রেমে মজিবে এস না ; (উত্তোলন)
পুরাতনে অযতন, খ্যাত চিরদিন।
হবে তব সুদিন উদয়,
কু-দিনে আমি বা কেন রহিব ভগিনী ?
পতি তব প্রেমিকের মণি,
ডগ-মগ রসে তনুখানি ;
পারি যদি ভুলাইতে তারে একবার,—
মনোমত বহুদিন লুটি মধু তার।
বিরহে তাপিত নব-প্রাণেশ তোমার,
জুড়া'বে সে জ্বালা তব প্রেমের চন্দনে ;
এস বিনিময় করি আজি পতি-ধনে—
দিবানিশি নব-রসে ভাসি লো দুজনে।

[মূর্চ্ছিতা বিভোরাকে লইয়া পুলোমার প্রস্থান।

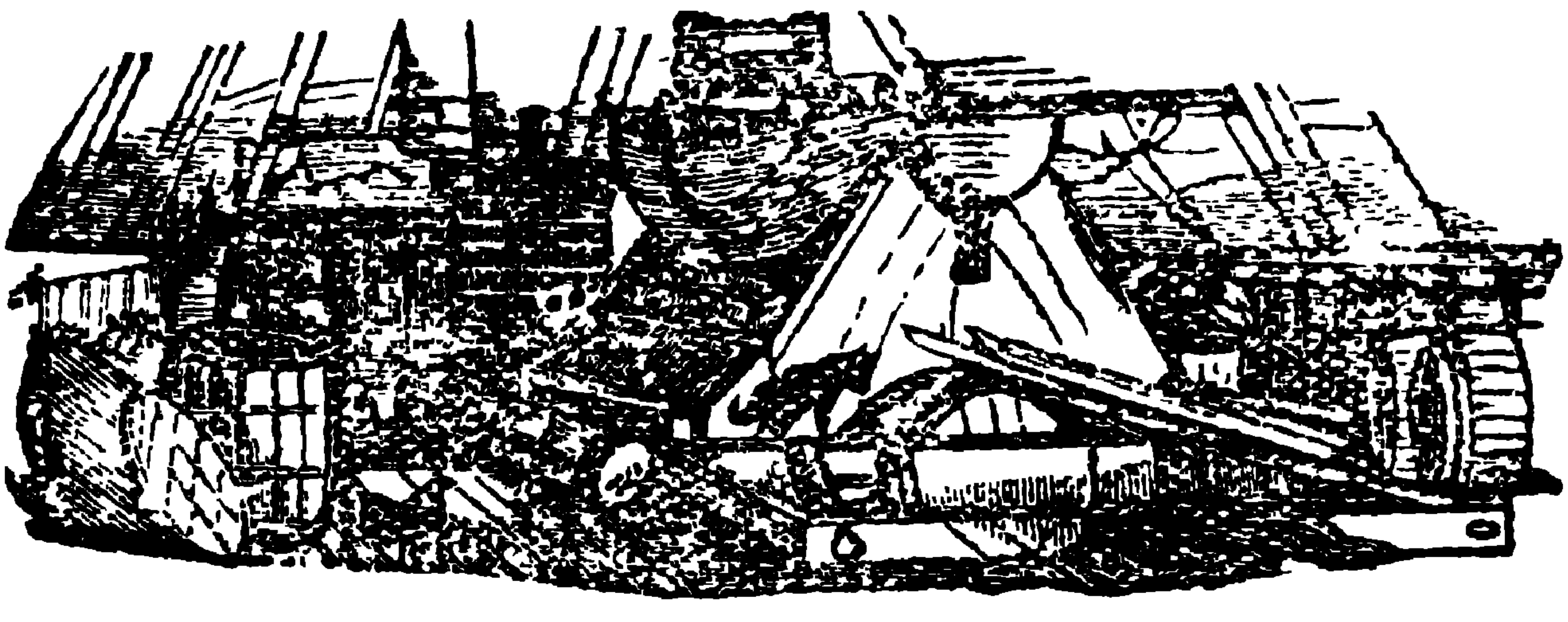

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কক্ষ।)

সিংহাসনোপরি বিলাস উপবিষ্ট।

নর্ত্তকীগণের গীত।

মধু-আশে, আশে পাশে, অলি ফিরে চায়।
তারে সাম্‌লে রাখা দায়, কর লো উপায়॥
যেমন তেমন নয়'ত অলি, হেরে ফুল পড়ে ঢলি,
নাগরে হেরে দূরে নাচে লো হাওয়ায়।
হৃদয়ে মধু ছোটে, তা দেখে যদি লোটে,
ধ'রে বুকে, মনোসুখে বঁধুরে পিয়ায়॥
অলি মান্‌বে না মানা, ধ'রে রাখা যাবে না,
মনটি হ'লে যাবে চ'লে, যেচে পাবে না।
হেন সাধের অলি, পড়ে ঢলি, কোন্ কলির আশায়॥

বিলাস। ওই !! সন্ধ্যা ফিরিল ধরায়,
কল-রবে বিহঙ্গম ফিরিল কুলায়,
তবু কেন হায় !—

ফিরিল না প্রেয়সী আমার ?—
ছলনায় ভুলাইল আমারে কি নারী,—
ভুলে গেল অথবা স্থন্দরী ?
আর প্রাণ বাঁধিবারে নারি ;
পল মম বহে যুগ-সম ;
সেই অনুপম-রূপের মাধুরী,
বারেক নেহারি,—মত্ত হয় অবসন্ন-প্রাণ ;—
অহরহ যে যাতনা হৃদে বলবান্,—
অবসান করে তার ক্ষণে ;
অবিরাম দুঃখ-সহ রণে—
পাই—পটু—উত্তেজিত—নব কলেবর,
উদ্দাম-অন্তর,—তর-তরে সীমাবদ্ধ স্রোতের ভিতর—
অবিবাদে খর-ধারে বয় ;
হইয়াছে অতীত সময়,—
ওই বুঝি আসিছে স্থন্দরী !!—
ব্যর্থ অনুমান,
পূর্ব্ব-সম অলীকে হইল লীন,
ঢাল স্থরা, পাত্র পূর্ণ করি।

(জনৈকা নর্ত্তকীর স্থরাদান)

রক্তিম-বরণি ! অয়ি তরলে স্থন্দরি !
এস হৃদে, ব'স দয়া করি,
মনোব্যথা-নিবারিণী কে বা তব সম ?
বসি হৃদে, দুঃখ মোর কর তিরোধান। (মদ্য-পান।)
ওহো !!—জ্ব'লে গেল হৃদয় আমার,

সুখ বুঝি অন্তর্হিত হ'য়েছে ধরার ;
সঙ্গীতের তুলি পুনঃ তান—
কর হৃদে সুধার সিঞ্চন।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

দোলে প্রাণ বিরহেরি বায়।
মানা মানে না—থামে না—এ কি লো দায়॥
হৃদ্-সাগরে খেলে তুফান, উঠ্‌লে মনে সে চাঁদ-বয়ান,
রয় না বাঁধা ধৈরয-বেলায়।
হেরি ঘন আশে পাশে, এই আসে এই আশে,
দুরাশে পুষে লো হিয়ায়—
পল-বিপলে, জ্বালায় জ্ব'লে, বিফলে প্রাণ তারেই চায়॥

মায়া-যষ্টি হস্তে সংজ্ঞা-হীনা বিভোরাকে
লইয়া পুলোমার প্রবেশ।

পুলোমা। বুঝ আজি—সত্য—মিথ্যা—বচন আমার,
হেন রূপ প'ড়েছে কি নয়নে তোমার ?
কিন্তু হায় !! জ্ঞান-হারা স্বামীর বিরহে।

বিলাস। (বিভোরাকে দেখিয়া স্বগত)
কোন্ বন-ফুল করি সৌরভ-বিস্তার—
আমোদিল হৃদয়-আগার ?
কোন্ রতি ভূতলে আইল ?
আহা !!—জুড়া'ল নয়ন—হেরে ভুবন-মোহিনী।
হেন মণি, ধরে এ ধরণী—ছিল না ধারণা।

এ প্রতিমা,—কোন্ উপাদানে গঠিয়াছে বিধি ?—
স্বরগের সুখময়ী মোহিনী-মূরতি !!
হেরিয়ে মাধুরী,—তৃপ্ত নাহি হয় প্রাণ ;
যত দেখি—দেখিয়ে না মিটে আশ।
আহা !! তিল-ফুল-সম নাসা—কমল-নয়ন,—
মনঃপ্রাণ করিল হরণ ;
মৃদু-মন্দ-মারুত-হিল্লোলে—
কোমল-কপোলে,—
ব্যথা পায়,—সুনিশ্চয় বালা ;
পৃষ্ঠে বিলম্বিত,—চরণ-চুম্বিত—
দীর্ঘবেণী,—ফণি-সম ;
হেন অনুপম-রূপের মাধুরী,—
হেরি নাই জীবনে আমার ;
তিরোহিত দুঃখ-অন্ধকার।
সরসী-ষোড়শী বালা—
অবগাহে জুড়াবে কি হৃদয়ের জ্বালা ?—
ধরিবে কি হৃদে মুখ-শশী ?
কিসে পশি—বসি বামা-বিমল-অন্তরে ?

পুলোমা। (স্বগত) যেই—রূপ হৃদে করিয়ে ধারণ—
অপমান ক'রেছিল রাজার নন্দন,—
সেই—রূপে আত্ম-হারা হ'য়েছে বর্ব্বর ;
ধ'রেছে ঔষধ, অতি উত্তম সময়,
কামুকের কাম-কীট কেটেছে হৃদয়,
আর কোথা রয় ?—

শিষ্টাচারে দেছে বিসর্জ্জন,—
সম্ভাষণ না করিল মোরে।
এইবার অভিলাষ হইবে পূরণ,
দেখাই এ ছবি আনি রাজার নন্দনে।
(বিভোরাকে সিংহাসনে বসাইয়া দেওন।)
(প্রকাশ্যে) রহিল সোদরা মম তোমার সদনে,
তুষ্টি-সম্পাদনে, হ'ও যত্নবান্—
ভগ্নী যবে পাবে জ্ঞান ;
আসি হে এক্ষণে,—
যাব এর নিরুদ্দেশ-পতি-অন্বেষণে। (প্রস্থান)

বিলাস। (স্বগত) অন্ধকার—কবরীর এলাইত-কেশে—
চন্দ্রমা-সিন্দূর-বিন্দু সীমন্ত-প্রদেশে ;—
সুবেশে ভূষিতা যথা যামিনী-সুন্দরী—
ধীরি-ধীরি বসে যবে ধরার আসনে,—
পরিধানে—তারকা-খচিত-নীলাম্বর ;
প্রেমাকুল-কালের অন্তর—
নিরন্তর—ঘেরে যত্ন-জালে,
অনুচর-তরু—ফুল—পদ-তলে ঢালে,—
তমালে পাপিয়া গাহে গান ;
অনুচরী—দেখাতে সম্মান—
তালে-তালে—তরঙ্গিণী—তোলে মৃদু-তান,
রসাইতে মানিনীর ম্রিয়মাণ-মন—
অনুচর গন্ধ-বাহী ধীর-সমীরণ,—
গন্ধ বহি শিরে,—ধায় কিঙ্কর যেমন,

মেলে না নয়ন,—যেন রহে গর্ব্ব-ভরে,—
অপাঙ্গেও সে সাধনা লক্ষ্য নাহি করি ;—
সেইরূপ শোভিছে সুন্দরী—
গম্ভীরা আপনি রহি আপনার মানে।
কে জানে—সদয়া বালা হইবে কেমনে ?
আহা!! বঙ্কিম-নয়নে—
ঢাকিয়াছে নির্দ্দয়-পল্লবে,
বিয়োগ-বিধুরা-বালা—দেবে কি প্রেমের ডালা ?
(প্রকাশ্যে) মেল আঁখি, সুলোচনে!
দাও তব জ্বালা,—
দেখ ধরি কত হৃষ্ট মনে,
বরাঙ্গনে! শ্রম-বারি ঝরিবার আগে—
হৃদয়-শোণিত মম দিব বিসর্জ্জন,
মেল সখি! মেল তব বঙ্কিম-নয়ন ?

বিভোরা। (জ্ঞান প্রাপ্তে) একি !!—কোথা আমি !!—
কোথা মম সখীগণ ?—
এসেছে কি প্রাণেশ আমার ?
নহে কেন সমুজ্জ্বল হেরি দীপাধার ?
এ কি !!—কে বা এই অজ্ঞাত-পুরুষ ?
(অবগুণ্ঠনাবৃতকরণ।)

বিলাস। (স্বগত) সংজ্ঞা-হীনা পেয়েছে চেতন।
(প্রকাশ্যে) সম্বর অম্বর, অয়ি—অরবিন্দাননি!
কিন্তু কেন সম্বর অম্বরে—
বিনোদিনি! সুবিমল বদন-কমল ?

দেখে যদি তৃপ্ত হয় প্রাণ,—
ক্ষতি তব তায় না নিরখি ;
কেন সখি ! বঞ্চিত করিবে দরশনে ?
সুলোচনে ! হ'ও নাক বাম,
প্রাণ-অভিরাম—
খোল সখি ! ঢে'ক নাক—বদন-কমলে ?
পরিমলে তুষিবারে ফুলের সৃজন।

বিভোরা। (স্বগত) কে বা এই জন—
চাটু-ভাষে কহে কি বা প্রলাপ-বচন ?—
তিল নাহি পশিছে অন্তরে ;
কি বা হেতু হেরিয়ে আমারে—
চাহে তৃপ্ত করিতে হৃদয় ?
সব যেন প্রহেলিকা-ময় !!
এ কি স্বপ্ন—হেরি নিদ্রা-ঘোরে,—
কিম্বা—সংজ্ঞা হারাইনু—প্রকৃতি-বিকারে ?
মন মম—নয়নে না বিশ্বাসিতে চায়,—
কর্ণ বহে—অসম্বন্ধ-প্রলাপ-কথায়
কোন্ দেশে উপনীতা সংশয়-খেলায় ?—
বুঝিতে না পারি বিবরণ ;
ভগবন্ ! হোক সব নিশার স্বপন,
নিদ্রা-ভঙ্গে নাথে যেন করি দরশন।

নর্ত্তকীগণ ! গীত।

অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে ঢাল্‌লো প্রাণে প্রাণ।
মানে মান রয় না লো সই ! শুধুই অপমান,—

নারীর বুকটি ভরা মান,—
ঢেলে দে—দে—দে—দেলো সখি! করিস্ নেক আন॥
কেন গুমর ভাঙ্গ্‌তে যাবি?
মান নিয়ে কি ধুয়ে খাবি?
যেচে দিতে গেলে শেষে নেবে নাক দান;—
কেন হবি অপমান?—
শেষে নে—নে—নে—নেগো—ব'লে হারাস্ নেক মান॥

বিলাস। মানি লাজ—স্ত্রী-জাতির-সুন্দর-ভূষণ,
লাজ-মাখা হেরিলে নয়ন—
রূপের পিয়াসা বাড়ে তায়;
কিন্তু কেন অনুরাগে বাঁধিতে আমায়—
বসনের আবরণে ঢাকিছ বদনে?
হে ললনে! বৃথা তব—অযথা-প্রয়াস,
প্রাণ-মন আর—নাহি—নাহি অধিকারে,
সকলি ল'য়েছ হ'রে চকিত-দর্শনে;
তবে কোন্ প্রয়োজনে—
চাহ বাঁধিবারে পুনঃ এই অভাজনে?
নাহি হেন রূপবতী ভুবন-মাঝারে—
প্রেম-আশে যে না সাধে মোরে,—
হেন জন—পদানত, কৃপা কর দান।
চম্পকের তীব্র-বাসে ভগিনী তোমার—
ঘূর্ণ্যমান ক'রেছিল মস্তিষ্ক আমার,

চামেলীর স্নিগ্ধ-বাস ধরিয়ে নাসায়—
তুমি প্রিয়ে! তুষিলে আমায়।

বিভোরা। (স্বগত) নহে ইহা—নিশার স্বপন !!
নহে মম সংজ্ঞা-বিলোপন !!!
দুর্ঘটন—ঘটেছে নিশ্চয় ;
উত্তাল-তরঙ্গ-ভরে—
পাপ-সিন্ধু গর্জ্জে চারিধারে—
বেলা-ভূমি না হয় নির্ণয় ;
করাল-কুম্ভীর-ত্রাস, গ্রাসিবারে করে আশ,
সন্তরণে একে ভয় বাসি,
পর নারী-অভিলাষী—
তাহে পুনঃ কে বা এই জঘন্য মানব,—
পাপের সলিল-মাঝে করি সন্তরণ,
শ্রান্ত—ক্লান্ত—হ'য়ে মোরে করিয়ে ধারণ—
চাহে ডুবাইতে আজি অতল-সলিলে ?
হায় প্রাণেশ্বর !—কোথা তুমি এ সময় ?
কৃপা করি হইয়ে উদয়—
রক্ষা কর দাসীরে তোমার ;
পড়িয়াছি অকূল-পাথারে—
অসহায়া—নিরাশ্রয়া—কালের কবলে ;
ও মা সতি ! রাখ মা সতীর মান,—
অপমানে ফেটে যায় প্রাণ।

বিলাস। কেন ধনি ! রহ মৌন-ব্রতা ?
জুড়াও শ্রবণ মম ঢালি প্রেম-কথা ;

কমনীয়-প্রকৃতি-মাঝারে—
কাঠিন্যের নাহি দেহ স্থান।
অপমান কেন কর পদানত জনে ?
সুলোচনে ! পর নাহি ভাবিও আমায় ;
আপনার কে রহে ধরায় ?
পর আসি চিরকাল—করে হৃদে অধিকার,
পর-সনে প্রাণ-বিনিময়—
জীবনের উদ্দেশ্য মহান্ ;—
যাহে নর-নারী সুখে রহে আজীবন,
বিরাগেরে দিয়ে বিসর্জ্জন,
অনন্ত-মিলন বহে প্রেম-সাধনায় ;
প্রমদে ! বাঁচাও প্রেম-দায়।
এ সুখ সময় হায় !!—ফিরিবে না আর,
তাই কহি আর বার, ধরিয়ে চরণ—
সদয়া হইয়া দয়া কর বরিষণ।
কি বা হেতু পুত্তলিকা-প্রায়—
র'য়েছ দাঁড়ায়ে ওহে নর্ত্তকীর দল !
তোষহ বালারে সবে সঙ্গীতের তানে।
প্রমোদিনি !! লও সযতনে,—
সুমিষ্ট-মদিরা তব আস্বাদ-কারণ—
রাখিয়াছি থরে থরে, পিও প্রাণ-ভরে,
হৃদয়ের দ্বার তব খুলিবে সুন্দরি !
সোহাগিনি ! সোহাগে সন্তরি—
সফল কর হে মম প্রাণ।

বিভোরা। (স্বগত) হায় মা মেদিনি !
দ্বিধা হ'য়ে, দে মা কোলে স্থান।।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

প্রেম-পোরা বুক্ পেতে সাগর, নদীর তরে রয়।
ও তার আসার আশায়, ছাই প'ড়ে যায়, এও'ত ভাল নয়॥
রবি ঊষার বাসর, ত্যজিয়ে তোমার তরে ফেরে নভোপর,
তুমি পাতিয়ে ছল্, শোন্ লো কমল ! তুষিবে ভ্রমর ?
ছি ছি এও কি প্রাণে সয়, দিলি ভাল পরিচয়,
নারীর মুখ হাসালি, খুব ঢলালি, নাই'ক মনে ভয়,
ও তোর নাই'ক কড়ী, কিন্‌তে দড়ী, দশে মিলে কয়।
ছি ছি ধিক্ ধিক্ ধিক্, ধিক্ লো কমল ! কর্ লো যা সয়॥

অচেতন বিভোরকে লইয়া মায়া-যষ্টি
হস্তে পুলোমার গবাক্ষ-বহির্ভাগে
পুনঃ প্রবেশ।

বিলাস। (মদ্যপাত্র লইয়া বিভোরার প্রতি)
ধর প্রিয়ে ! ধর সুধা, পিও প্রাণ-ভরে,
হৃদয়ের স্তরে জ্বালা রহিবে না আর—
উছলিবে প্রেম পারাবার,
বিমল-আনন্দে তব মাতিবে হে প্রাণ।
কার্য্য-সমাধান, যাও এবে নর্ত্তকীর দল।
(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।)

পুলোমা। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত-বিভোরের প্রতি)
দেখ দেখ রাজার নন্দন!
কারে তুমি দেছ আলিঙ্গন?
কাল-ভুজঙ্গিনী—প্রাণ করিতে হরণ,—
ক'রেছিল তোমারে আশ্রয়;
পাইয়ে সময়,—উপযুক্ত দিল প্রতিফল।
হের—যুবরাজ! হের—সম্মুখে তোমার—
তোষে প্রণয়িনী তব অপর-পুরুষে,
এখনও প্রেম সাধ ধর কি উহার?

বিভোর। ও হো! নিবার এ নিদারুণ-ছবি,
অন্য শাস্তি করহ বিধান;
চাহ যদি—লহ মোর প্রাণ—
পরিত্রাণ—যাতনায়—দেহ অভাজনে।
অন্ধকূপে মনোসাধ মেটে নাই মনে?

পুলোমা। চল মম সুখ-নিকেতনে,—
বসি নাথ! প্রফুল্ল-প্রসূনে—
ফুল্ল-মনে কাটাইবে কাল—
(মায়া-যষ্টি লইয়া) নিদ্রা-ঘোরে লুপ্ত হ'ক জ্ঞান
(যষ্টি প্রভাবে অচেতন-বিভোরকে লইয়া
পুলোমার প্রস্থান।)

বিলাস। ফুটিলে কলি,—অলি নাহি করে মধুপান,
তেঁই তব কমল-বয়ান—
ধরে মধু না বিলায়ে মত্ত-মধুকরে,
ফুটিবার তরে,—জে'ন হে সুন্দরি!

সম্বরি হৃদয়-বেগ অতি-ক্ষুণ্ণ-মনে ;—
ধর সযতনে—প্রসাদ আমার,
মানা নাহি মানে মন আর ;
স্বেচ্ছা-ক্রমে না করিলে পান—
স্পর্শ-সুখে রব না বঞ্চিত ;
বুঝি প্রিয়ে! কর যথোচিত,
না ভাঙ্গিলে—ভাঙ্গিবে না লাজ,—
হেন লাজে—পাড়িব গো বাজ ;
মৌন জানি সম্মতি-লক্ষণ,—
ইক্ষুরে পেষিব বলে—
তবে হবে রস-নিষ্কাসন ?

বিভোরা। পিতঃ! পিতঃ! রাখ তব তনয়ারে।

বিলাস। (মগু-পাত্র রাখিয়া) সন্তান তোমার প্রিয়ে!
হেন সম্বোধনে,—
সম্বোধিলে হবে প্রাণে আনন্দ প্রচুর ;
হৃদে আসি—কর দূর,—হৃদয়-বেদনা,
কি যাতনা থেলে প্রাণে জান না ললনে!
শীতল কর হে প্রাণ প্রেম-আলিঙ্গনে।

(বিভোরাকে ধরিতে অগ্রসর হওন।)

বিভোরা। (কম্পিত-কলেবরে ইতস্ততঃ প্রধাবিতা হইয়া)
কোথা গো মা! বিপদ্-বারিণি!
লজ্জা রাখ, শিব-সীমন্তিনি!
রাখ তব তনয়ারে,—
নিপতিতা বিপদ্-সাগরে ;

ওমা সতি ! রাখ মা সতীর মান—
অপমানে ত্যজিব গো প্রাণ।
দেব—দেবী—যক্ষ—রক্ষ—গন্ধর্ব্ব—কিন্নর—
কে বা আছ শক্তিধর ?—এস হে তৎপর,—
রক্ষ—রক্ষ—সতী-কলেবর ;
অবলার বল, সতীর সম্বল—
নাহি জানি,—কে বা আছ ?—হও অগ্রসর,
বিপদ্-সাগর-মাঝে কর পরিত্রাণ,
দেহ হানা, ভূত—দানা—বেতাল—ভৈরব—
শ্মশান ত্যজিয়ে উঠ শব !
উঠ শিশু ! মাতৃ-অঙ্ক করি পরিহার,
নিস্তার কর গো সবে সতীরে বিপদে,
প্রচেতঃ ! ধরিয়ে পাশ করে—
উর উর বিপদ্-সাগরে,
শূল করে শূলপাণি ! হও অগ্রসর,
বজ্রধর ! বজ্র-করে ধর আজি চাপে,
বীরদাপে দণ্ড করে এস হে শমন !
চক্রকরে চক্রপাণি ! দেহ দরশন,
সতী-নারী মাগিছে শরণ,
সবে আজি হও গো, সহায়,—
সতী-ধর্ম্ম টলেছে ধরায়।

সন্ন্যাসিনীবেশে জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবেশ।

বিলাস। এ কি !!—দেবী !!—দেবী !!!
দেবি !—সতী-নারী এসেছে আগারে—

কুবচন কহিয়াছি তারে—
নরক—ঘেরেছে চারিধারে,
রক্ষা কর,—রক্ষা কর—মো—রে।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

জ্যোতির্ম্ময়ী। এস বৎসে! এস মম সনে।

বিভোরা। ওমা—জগৎ-জননি!
তনয়ারে প'ড়েছে কি মনে?

জ্যোতির্ম্ময়ী। এস বৎসে! ত্বরা মোরা ত্যজিব এ স্থান।

(বিভোরাকে লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান।)

কুহক-সঙ্গিনী-গণের প্রবেশ।

কুহক-সঙ্গিনী-গণ। গীত।

আয় আয় পালাই ছুটে আয়।

১মা। চ'কুটা গেছে ধাঁধাঁ লেগে, পথ দেখি না বেয়ে চেয়ে—
টগর্ টগর্ দেখ্না কত, ফোস্কা উঠে গায়॥

২য়া। চ'কুটি মু'দে মার্ দেখি বোন্! পোঁ পোঁ পোঁ ছুট্,

৩য়া। নাকাল্ ভাল ক'ল্লে বেটা, আবাগের ভূত্,

৪র্থা। পাঠিয়ে দেছে এ বেটীরে ক'ত্তে মোদের কুত্,

সকলে। আগুন জ্বেলে দিয়ে ঘরে,
উঠোন্ চ'ষে নাকাল্ করে।
ঘোগের ঘরে ঢুক্লে বাঘে, বাস করা যে দায়॥

[সকলের পলায়ন।

বিলাস। (সংজ্ঞা প্রাপ্তে) কোথা গেল মহিষী আমার—

দেবী-রূপা কোথা বা কামিনী ?
ছিল স্কন্ধে পিশাচের ভর,
সে পিশাচ করা’য়ে অন্তর—
শূন্য-পথে মিশিল দুজনে ?
পদার্পণে মোহ-ঘোর কেটেছে আমার,—
ঘুচিয়াছে স্বেচ্ছাচার পাপ-বাসনার ;
ধন্য ধন্য বিধাতার কৃপা-বরিষণ,
খুলেছে নয়ন ;—
নব-কলেবরে এল নবীন-জীবন,
দরশন দেখি কোথা মেলে।

[সবেগে প্রস্থান।

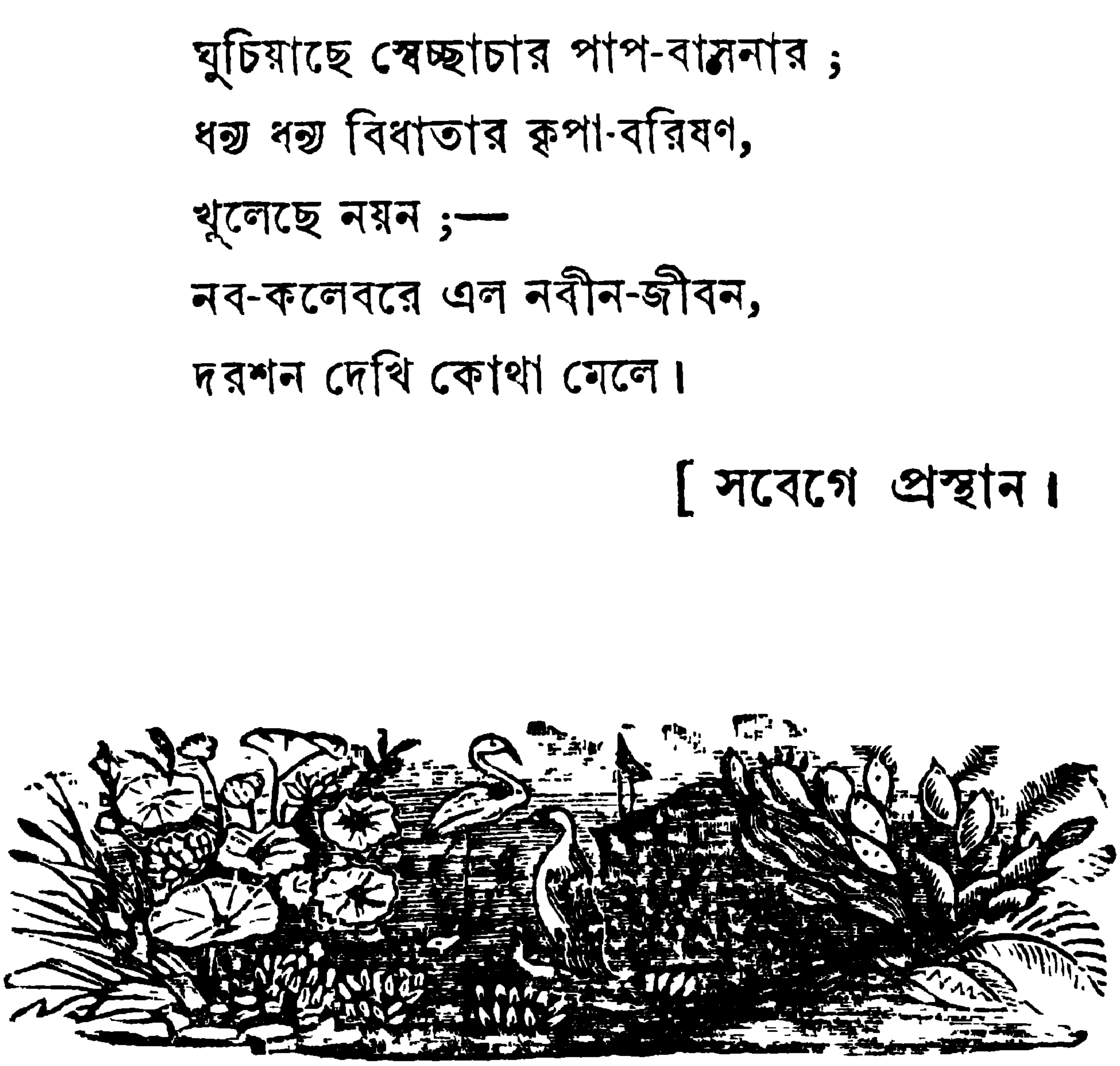

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কক্ষ।)

দিক্-সুন্দরী ও হর-সুন্দরী।

দিক্। বলিস্ কি লো ঠাকুর-ঝি ?

হর। আমি বউ—যেমনটি শুন্‌লাম—ছুটে এসে তোকে তেম্নিটিই ব'ল্লাম। তারপর—কি বলে ভাল—ভগবান্ জানেন ?

দিক্। তবে তুই যে ব'ল্লি আপনার চ'খে দেখে এলি ?

হর। ওঃ—সে দেখাই।

দিক্। না—না—অমন মুখে একখানা, পেটে একখানা, রাখ্‌লে চ'লবে না। তুই ঠিক্ ক'রে বল্ দেখি, কি শুন্‌লি, কে ব'ল্লে ?

হর। ওই যে লো—কি বলে ভাল,—আমার স্থাথন-হাসির বকুল-ফুলের সই, সে নাকি নতুনবৌএর মুখে শুনেছে।

দিক্। নতুনবৌ আবার কে লো?

হর। নতুনবৌকে জান না ? ঐ যে—ওর নাম—কি বলে ভাল—পোড়া-মনেও হয় না—আমাদের উত্তর পাড়ার দীঘীর পাড়ের সে'জ-গিন্নীর ননদ আছে না ?—হ্যাঁ হ্যাঁ, তার নাম এইবার পোড়া-মনে এসেছে, রামের মাসী লো—রামের মাসী—সেই রামের মাসীর ধম্ম-বৌএর ভিক্ষে-মেয়ে।

দিক্। হবে—তা নতুনবৌ কি ব'ল্লে ?

হর। আবার ক'বার ব'ল্‌বো লো !—ঐ যে একবার বল্লাম।

দিক্। সে ব'ল্লে ডাইনী মাগী আজ আবার গাছ চেলে এসেছিল ?

হর। তা ব'ল্লে বই কি।

দিক্। সে ব'ল্লে যে ডাইনী বেটী রাজার কাছে দুশো ঘোড়া আর পঞ্চাশটা হাতী খেতে চেয়েছে ?

হর। চেয়েছে কি গো ?—বনের হাতী ধ'র্তে, দেখ নি চারিদিকে সেপাই শান্ত্রী ছুটেছে।

দিক্। ও গো আমার কি সব্বনাশ হ'ল্ল গো,—আমার কি সব্বনাশ হ'ল—মিন্সেকে পাছে খেয়ে ফেলে আমার এই দুঃখ্খু গো। ওগো সে গেলে আমার কি দুদ্দশা হবে গো ? ওগো মিন্সের কাছে আবার আমার যে একগা গহনা র'য়েছে গো, ওগো সে যে রাত থাক্তে উঠে গেছে গো।

হর। তা ভাই বউ—হক্ কথা বল্তে কি—এ মালব-রাজ্যে আমাদের আর বাস করা পোষা'ল না, কবে বেটীর সাধ হবে—"আমি মানুষ খাব" অম্‌নি দোচোকো ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক'রে মানুষ ধ'র্বে, আর—কি বলে ভাল,—টাউ টাউ ক'রে গিল্‌বে। তা অ্যাদ্দিন নয় ত্যাদ্দিন, দাদাকে—কি বলে ভাল—রাজবাটীতে আজ যেতে দিলি কেন ?

দিক্। আর ঠাকুর-ঝি ! সাধ ক'রে কি আর আমি তোর দাদাকে যেতে দিইচি ? সে যে কোন রকমেই ছাড়্‌লে না ; বলে—ডাইনী বেটী ছেড়ে গেছে,—এইবার একবার রাজার কাছে যাই।

হর। তা ভাই তোর একগা গহনাই বা হ'ল কবে, আর—কি বলে ভাল—দাদাই বা সে গুলি রাজবাটীতে নিয়ে গেল কি জন্যে ?

দিক্। আরে হবে কেন ? তাই আন্‌বার জন্যেই ত রাজবাটীতে গিয়েছিল,—সেই জন্যই ত আমার পোড়া-কপাল পুড়্‌লো।

হর। ওলো! আগে থাক্‌তে অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস্ নি; চল, আগে দাদার খবর আনি গে, তারপর—কি বলে ভাল—কাঁদ্‌তে হয় কাঁদিস্; ভয় নেই,—ডাইনী বেটীর এখনও মানুষখাবার মতলব হয় নি; কিন্তু যদি দাদার কন্ধে ভর করে, তবেই ত সব্বনাশ!!—এক ফুস্ মন্তরে তোকে উড়িয়ে দেবে?—এত ক'রে তোকে মানা ক'ল্লাম—যে দাদাকে বেরুতে দিস্ নি—সে কথা তুই কাণেই তুল্লি নি—(নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ওই বৌ! দাদা এসেছে।

ঢুণ্ডিরাজের প্রবেশ।

দিক্। (স্বগত) ভালোয় ভালোয় ঘরে ফির্‌লো এই ভাল।

হর। (ঢুণ্ডির প্রতি) হ্যাঁ দাদা! তোমার—কি বলে ভাল—এত রাত ও ক'ত্তে হয়—বৌ ভেবে আকুল?

ঢুণ্ডি। (বিরক্তি সহকারে) অ্যাঁ—ভেবে আকুল—হাঁড়ি ফেলে ব'সে আছে আর কি? আঃ মোলো যাঃ—তুই এখানে কি ক'ত্তে র'য়েছিস্?

দিক্। অন্ধকাররাত্তিরে ভাই-বোনের, গজ-কচ্ছপের যুদ্ধটা না হয় আর একবার দেখ্‌তাম।

হর। (দিক্ প্রতি) তোর মুখে আগুন—কি বলে ভাল—আমি চল্লাম। (প্রস্থানোদ্যতা)।

দিক্। (হরর অঞ্চল ধরিয়া) যাবি কোথা?—একবার তোর ভাইকে লটাপটি খাওয়া?

হর। যাঃ। (হস্তে দংশন।)

দিক্। (অঞ্চল ত্যাগ করিয়া) উ—হু—হু; দিলে ছুঁড়ী হুল্ ফুটিয়ে।

(হরর প্রস্থান।)

ঢুণ্টি। হুল্ ফোট্টাবার কথা আর বলিস্ নি ?

দিক্। তোমায় আবার কিসে কাম্ড়ালে ?

চুণ্টি। ওঃ—টক্‌টকে বোল্‌তা।

দিক্। (নিকটে আসিয়া) কোথায়, দেখি ?—চল, তেল দিয়ে দিই গে।

ঢুণ্টি। না রে—আঁতে কাম্ড়েছে—তেল দিবি কোথা ? একেবারে সাক্ষাৎ ভীমরুল—

দিক্। আঁতে কি বোল্‌তা-ভীমরুল কামড়ায় ?—ঠাট্টা ?—বুঝিচি—এখন যার জন্যে গেলে ?—

ঢুণ্টি। কাঁকৃড়া বিছে—বিচ্ছু—

দিক্। ঠাট্টা রাখ,—তার কি হ'ল ?

ঢুণ্টি। ওঃ—মুণ্ডু ঘূরে গেছে—মন পুড়ে গেছে—চ'ক ক্ষরে গেছে—তোর তুক্ তাক্ ভেস্তে গেছে—

দিক্। কি ব্যাপারটা কি ?

ঢুণ্টি। কাম্ড়েছে রে—কাম্ড়েছে—মানুষে কাম্ড়েচে।

দিক্। কে লোক্‌টা কে—শুনি ?

ঢুণ্টি। সে এক ডাইনীর দোসরণী—রাজার কাছে নূতন আম্‌দানি—সাক্ষাৎ আগুনের খাপ্‌রা-স্বরূপিণী।

দিক্। ও মা !!—কি হবে ?—বল কি ?—তবে ত ঠাকুর-ঝি ঠিক্ ব'লেছে ? ডাইনী বেটী এসেছিল ? কি সব্বনাশ ডাইনীর কামড়ের ত ওষুদ জানি নে—আমার পোড়া-কপাল পোড়াতে কোথায় কাম্ড়ালে ?

ঢুণ্টি। তবে শুন্‌ছিস্ কি ?—আঁতে।

দিক্। এতক্ষণে বুঝেছি, তোমার সেই উপকথা ;—তবে ডাইনী আসে নি ?

চুণ্টি। আরে আসে নি কি রে ?—একেবারে রগ্‌রগে সভঙ্গী—সঘৃত—সোপকরণ—ঘৃতান্ন—আমান্ন—পক্কান্ন—মিষ্টান্ন——পলান্ন—সশরীরে ধন্য ধন্য হ'য়ে গেছি—যে চর্ম্ম-চক্ষে দেখে নি,—সে নগণ্য—বন্য—জঘন্য—অকর্ম্মণ্য—

দিক্। ছেরাদ্দের মন্তর আওড়াচ্চ যে ?

চুণ্টি। শ্রাদ্ধ পণ্ড হ'লো রে—"ব্রাহ্মণায় সম্প্রদদে" হয় নি—

"ন দেবায় ন বিপ্রায়, স্বয়ং রাজা ব্রতে ব্রতী।

কষ্টে শ্রেষ্টে নিয়ে প্রাণটী চোঁচা গৃহে ভোঁ চম্পটম্॥"

দিক্। তোমার উপকথা বুঝ্‌লাম না—সে মাগী কে ?

চুণ্টি। আরে মাগী কেন হ'তে যাবে ? ছুঁড়ী রে—ছুঁড়ী—একেবারে সন্দেশের তৈরী—ইস্পাতের কাটারি—রসের হাঁড়ী—প্রেমের ধাড়ী—যে লোফে তারি—এই মরি তো এই মরি।

দিক্। (স্বগত) ওমা !!—বলে কি গো ?—মিন্সে বলে কি ?—আবার ছুঁড়ী যে ?—অ্যাঁ—কি হবে ?—সকলকে পার আছে কিন্তু ছুঁড়ী-যাঁতা যদি একবার ভাতারের বুকে বসে, তো পাকাবুড়ীরাই চাগাতে পারে না—তা আমরা কোন্ ছার ? ওমা !! কি হবে ?—আমার সবে একটি বৈ ভাতার নয়—চ'ক্‌-খাকীরা তাতে নজর দেয় কেন ? আমাদের ত সাদা-সিদে চ'ক—কাঁটাখোঁচা নাই—শুনিচি ছুঁড়ীরা নাকি, চ'ক দিয়ে কেমন ক'রে খোঁচা মারে—আর সব ভুলিয়ে দেয়—সেই খোঁচা মেরে কি আবাগীর বেটী গহনাগুলো সাতালে নাকি ? (প্রকাশ্যে) বলি—হ্যাঁগা—তোমাকে কি, চ'ক দিয়ে খোঁচা মেরেচে ?

ঢুণ্ডি। তা হ'লে তো সজ্ঞানে স্বর্গ-প্রাপ্তি হ'তো—এতেই চর্‌কী ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়েচে—আড়ালথেকে, যাই তাকে আব্‌ছা আব্‌ছা দর্শন—অম্‌নি আঁতে দংশন—মনপোড়ন—প্রাণজ্বলন—মস্তকঘূর্ণন—আর টেনে পলায়ন—ফিরে নয়ন-সংযোজন অঘটন হ'য়ে প'ড়ল।

দিক্। আচ্ছা—সে ছুঁড়ী দেখ্‌তে কেমন?

ঢুণ্ডি। ওঃ—একেবারে ধর ধর—নাও নাও,—ওরে তার কোন্‌খান্‌টা ব'ল্‌ব?

দিক্। একে একে সবটা।

ঢুণ্ডি। গীত।

আমায় খাইয়েছে সে বিষম ঘোল।

চ'ক্ দুটি তার পটল-চেরা, মুখখানি ঠিক্ মাছের ঝোল ॥

দেখে প্রাণ হালু চালু, রঙ্গটি যেন টকের আলু,

হাব্‌ড়ে প'ড়ে সাঁটব ভোজন, টাক্‌নাটি নাক মাছের কোল ॥

দিক্। তবেই ত সব্বনাশ?

ঢুণ্ডি। তা কি ক'র্‌ব? মন তো আর কারো হাত ধরা নয়;—দেখ্‌লাম মনের মতন—মনটা সব ঢেলে দিলাম,—ভাঁড়ে ঢু-ঢু—ব'ল্লে বিশ্বাস কর্‌বি নি—আর একটুও কাছে নেই—তুই পিঁপ্‌ড়ে হ'য়ে এলে কেঁদে ফিরে যাবি।

দিক্। বুঝিচি—তোমার ও রাগাবার চেষ্টা—তুমি রইলে এখানে,—আর তোমার মনটা দিয়ে এলে? মনটা কি জল—যে গড়্‌গড়িয়ে ঢেলে দেবে? তারা চ'ক দিয়ে খোঁচা মার্‌তে পারে—চর্‌কীও ঘোরাতে পারে না—মনটাও ঢেলে নিতে পারে না—ফক্কুড়ি রাখ—কাযের কথা বল?

ঢুণ্টি। কি কথা ?

দিক্। (মুখভঙ্গি করিয়া) "কি কথা"—ব্যাঙ্‌এর মাথা—যে জন্যে রাজবাটীতে গিয়েছিলে গো ?—গহনা—গহনা—

ঢুণ্টি। ওঃ !!—তাই বল্—অগত্যা সব ভেস্তে গেল—তোর গহনার গুড়ে প'ড়ল বালী। —

দিক্। একের বদলে আর এল—তোমায় ছাড়ে কোন্ শালী ? বোকা-রতন—আশা কম নয় ? রাজবাটীতে গেলেই গহনার ছালা বেঁধে আন্‌বেন ?

গীত।

দিক্। প্রাণনাথ ! বেল্ পাক্‌লে কাকের কি ?
ডালেতে ঝুল্‌চে এঁচোড়, গোঁফে তুমি লাগাও ঘি ॥

ঢুণ্টি। ছিল আশা—মুড়্‌বো দিয়ে সোণা—
আমার মাটি খরা হ'য়ে গেল, হ'ল না ধান-বোনা।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ বামূণে কপাল, বামূণী-কপাল শতেক ছি ॥

দিক্। বামূণী কোথা খাটা'লে কপাল ?
বেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে পরে খে'ত না সে গাল ;
কপাল-গুণে গোপাল আমার, ষাঁড়ের গোবরটি ॥

ঢুণ্টি। খেদটি কেন থাকে তোমার মনে ?
গোবর-গণেশ ছেড়ে খোঁজ মনোমত-ধনে।
স্বর্গেতে ধান ভানে ঢেঁকি, আঁটকুড়ীর-ঝি ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অর্বুদ-গিরিস্থ-পুলোমার বিলাস-কক্ষ।

পুলোমা ও বিভোর আসীন।

পুলোমা। ধরি পায়,—প্রাণেশ্বর! তোষহ আমায়,
নাহি অন্য সাধ মনে,
দাসী হ'য়ে সেবিব চরণ,—
এই মাত্র করি আকিঞ্চন;
সে সাধে বিষাদ ঘটা'ও না আর—
সকাতরে এই নিবেদন।
যারে তুমি ঢালিয়াছ প্রাণ,
হতমান করিয়ে তোমায়—
ভজিল সে অন্যজনে;
আপন নয়নে—
দেখেছ ত প্রাণনাথ! আচরণ তার?—
তবে কেন আর,—
ধর তারে হৃদয়-মাঝারে?
সুধা-জ্ঞানে, কালকূট-পানে,—
আপন-নিধনে—কেন কর আলিঙ্গন?
বিষ-জ্ঞানে ত্যজ তারে স্থির করি মন।

বিভোর। থাকিত যদ্যপি তব প্রেমের নয়ন—
কহিতে না, এ হেন বচন,
কারে কহ করিতে বর্জ্জন,—
কার ছবি মুছিবারে কর আকিঞ্চন?

প্রাণে প্রাণে বাঁধা মোরা প্রেমের শৃঙ্খলে ;
তব ছলে,—মম মন তিল নাহি টলে।
সংসার সরসী-জলে,—
জে'ন ধরি সেই শতদলে,—
রাখিয়াছি হৃদয়-মৃণালে ঋজু করি ;
তারে পরিহরি—
কেমনে রাখিব ধরি হৃদয় আমার ?
হারা'য়ে সে ফুল্ল-শতদলে,
অতল-সরসী-তলে—
লুটাবে মৃণাল পঙ্কে জে'ন অনিবার।

পুলোমা। কুলটারে হৃদে দিলে স্থান—
বাড়িবে কি প্রেমের সম্মান ?
সমাচ্ছন্ন হইয়াছ কুহকের ঘোরে ;
স্বচক্ষে দেখেছ তারে—
মাতিতে প্রেমের মদে অপরের সনে,
তবে—বল না কেমনে—
কি সাহসে হৃদে তারে ধরিবে আবার ?
কুলটার অগ্র-গণ্যা সেই দ্বিচারিণী।

বিভোর। হেন বাণী—নাহি কহ সম্মুখে আমার,
সতীত্বের আদর্শ সে মোহিনী-প্রতিমা ;
তাহার গরিমা জানি আমি প্রাণে প্রাণে।

পুলোমা। প্রত্যয় নাহি কি তব আপন-নয়নে ?

বিভোর। না ;—প্রত্যয় না করি আমি নয়নে আমার—
যতক্ষণ তুমি রহ পাশে ;

আঁখির নিমেষে—
বিচ্যুত ক'রেছ তুমি প্রিয়া-সম্মিলনে ;—
এবে সাধ ঢালিতে জীবনে—
সন্দেহের তীব্র-হলাহল ;
আঁখি-পালটিতে—সৃজ তুমি আলোকে আঁধার।
কহ নারি! কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার ?

পুলোমা। কোন্ মহা-মন্ত্রে তুমি মুগ্ধ যুবরাজ্ !
আপন-নয়নে যাহে না কর প্রত্যয় ?
মায়াবিনী কহ মোরে ?
কিন্তু—সেই মায়াবিনী মায়া-মুগ্ধা আজি,—
হেরে তব প্রণয়িনী-মায়ার প্রভাব।
কহ তব প্রিয়া-সম মায়াবিনী কে বা ?
ছলনে যাহার অন্ধ তব দুনয়ন।
ধন্য মন্ত্র !!—যাহে তব হরিয়াছে জ্ঞান—
স্থিরতর রাখি হৃদে প্রণয়ের মূল।

বিভোর। শুনিবে কি—কোন্‌মন্ত্রে মুগ্ধ আমি নারি !
প্রেম জ্ঞান, প্রেম ধ্যান করি—
প্রেম-মন্ত্র করিয়াছি সার,
তারি বলে বলী অনিবার,—
তুচ্ছ করি সহস্র-বিপদে ;
সাধ্য কে বা ধরে,—ভ্রষ্ট করিবারে—
প্রেম-মন্ত্র-দীক্ষিত-পুরুষে ?
হয় নয় যত পার পাত নারি ! ছল,
কিম্বা দেহ যাতনা প্রবল,—

হৃদয়ের বল মম, রহিবে অটল ;
সফল না হবে কভু কৌশল তোমার ;
অন্ধকূপ-অত্যাচার—
দেখিয়াছ সহিবারে নির্ভীক-হৃদয়ে।

পুলোমা। নাহি জানি—চাতুরী—কৌশল,
ছল—কিম্বা যে বা মম কহ অপরাধ—
একমাত্র হৃদয়ে দিয়াছি তোমা স্থান ;
তাই হেন অপমান সহি হে নীরবে।
যবে তুলিয়াছ অসি হানিবারে,—
ক্ষুব্ধা তাহে তিলমাত্র হই নি অন্তরে,
প্রত্যাখ্যান-তরে—
হ'য়েছিল তিরোহিত হিতাহিত-জ্ঞান ;
নিরাশায় শাস্তি যে বা ক'রেছি প্রদান—
শত গুণে ভোগ পরে আমার অন্তরে ;
ভুল নাথ ! পূর্ব্ব-কৃত মম অত্যাচার—
আমিও ভুলিয়ে পূর্ব্ব-কাঠিন্য তোমার—
প্রেমভরে—হৃদয়েতে করি হে ধারণ।

বিভোর। কামুকীর প্রেমে নাহি রহে অধিকার ;
ত্যজি কাম—তবে যদি রহ অনিবার—
প্রেম-মন্ত্র সাধনায় রতা,
বিরতা হ'য়ে অহিতে,—যদি এক চিতে—
জগতের হিতে কর আত্ম-সমর্পণ,—
তবে যদি হয় হৃদে প্রেম-সঞ্চালন।

পুলোমা। তাহে কি হে পাইব তোমায় ?

বিভোর। ধর—ধর—উন্নত-হৃদয়,
ঈশ্বরের রচিত এ বিশ্ব-চরাচর,
নাহি হও কাতর-অন্তর—
পর-শ্রী দেখিয়ে কভু ;
পর হিতে আপন-জীবন—
করি পণ, কর পর-তুষ্টি-সম্পাদন ;
সর্ব্ব-জীবে মঙ্গল কামনা,
শ্রেষ্ঠ আরাধনা—প্রেম-লাভ হেতু ;
হেন মন্ত্রে—করিলে সাধনা,
অসাধ্য সাধন হবে—অভাব রবে না।

পুলোমা। হেন মন্ত্র—নহে মম মঙ্গলের হেতু,
কহ মন্ত্র—তব প্রেম, যাহে হৃদে ধরি।

বিভোর। চাহ প্রেম !!—কিন্তু কোথা প্রেমের কামনা ?—
কোথা সেই শান্তি-প্রদ প্রেমের সাধনা ?
প্রেম-ভ্রমে কামের বাসনা—
জাগা'য়ে হৃদয়ে যদি কর আবাহন,—
প্রেমের করুণা-বরিষণ—
তাহে কি হে লভিবে ললনে ?
ভু'লো না হে কাম-মরীচিকা-প্রলোভনে,
জে'ন তায়, পিয়াসায় হারাবে জীবন।

পুলোমা ব্যর্থ মম—জীবন—যৌবন—
তব প্রেম—যদি নাহি করি হে ধারণ ;
প্রেম-আরাধনা,—সর্ব্ব-জীবে মঙ্গল-কামনা,
অতল-সলিল-মাঝে হৌক্ নিমগন ;

হেন সার উপদেশ—কহিও প্রিয়ায় ;
আমি নাহি ভুলিব তাহায়।

বিভোর। তব সম নাহি জ্ঞানহীনা ;
কেন তুমি বুঝিয়ে বোঝ না,—
ধাতার করুণা—
প্রেম-রূপে বিরাজে ধরায় ?—
সাধক হৃদয়ে ধরে তায়,
মহা-অন্তরায়—
পৈশাচিক-বৃত্তি—নারি !—তাহার সাধনে।

পুলোমা। দিও জ্ঞান,—পুনঃ যদি সাধি হে তোমায় ;
এ হেন দীক্ষায়—
দীক্ষিতা ক'রেছ কি হে—প্রিয়ারে তোমার,
যার বলে কুলটা-আচার—
ধরি, করে উপদেশ-মহিমা-প্রচার ?

বিভোর। কহ কটু,—রুচি-অনুসারে,
বিচলিত নহে মম মন।

পুলোমা। আমারও শুন দৃঢ়পণ,
হবে মম—মন্ত্রের সাধন—
শরীর-পতন—নতুবা তাহায় ;
দেখি পারি কি না ধরিবারে—হৃদয়ে তোমায়।

বিভোর। ধরিয়ে অসাধ্য-বাসনায়,—
কতকাল আবদ্ধ রাখিবে মোরে ?
কৃপা করি দেহ ছেড়ে—
যাই যথা মন মম ধায়।

পুলোমা। থাকিতে এ প্রাণ, নাহি ছাড়িব তোমায় ;
বসিয়ে অন্তরে,—
বন্দী যবে হবে নাথ ! প্রেমের নিগড়ে,
ঘুচিবে হে, তবে তব বাহ্য-অবরোধ,
অনুরোধ এবে মনে নাহি পাবে স্থান ;—
করি মনোদান—শরীরের লহ পরিত্রাণ ;
জান না কি !!—অপমান ক'রেছ নারীরে ;
হৃদয়-মন্দিরে রাখি মলিনা প্রতিমা,—
করিবে হে যবে উপাসনা,—
ফেলি দূরে ছবি কুলটার,
বন্দী-ভাব তবে নাথ ! ঘুচিবে তোমার।

বিভোর। হেন ব্যবহার—
অসঙ্গত নহে কভু তার,—
সার যার কুলটা আচার ;
অবিচার কুলটার অঙ্গের ভূষণ,
কণ্ঠ হার স্বীয়ভাবে অপরে দূষণ ;
তব পাশে মুক্তির না করি আকিঞ্চন,—
জানি মনে, দয়া-ধনে বঞ্চিতা পিশাচী।

পুলোমা। অবিচার নহে কুলটার,—
পিশাচীর নহে ব্যবহার,—
জে'ন মনে,—মর্ম্মান্তিক প্রেম-প্রত্যাখ্যানে—
একমাত্র ইহা প্রতিদান,
কৃত-কর্ম্ম-ফল তার,—
ধরে যেবা কুলটা-কামিনী-গত-প্রাণ ;

এখনও সাবধান হও হে কুমার!
ফেল দূরে ছবি কুলটার,
ইষ্ট আপনার, কেন সাধে দল পায়?
তব হিত-কামনায়—
এখনও দিবানিশি ফিরি প্রাণ-পণে।

বিভোর। রহে মম, হিতাহিত জ্ঞান,
অবসান কর মোর মঙ্গল-চিন্তার;
শুভাশুভ মম—নারি! তব শিরে নয়;
জে'ন মনে, প্রেম মম পাবে না নিশ্চয়;—
প্রেম পরিহরি, কহ তবে শব-দেহ ধরি—
কি বা তব হবে ফলোদয়?

পুলোমা। দর্শনের সুখ মাত্র, আর কিছু নয়।

বিভোর। অতুল-প্রেমের লীলা হৃদে তব বয়,
প্রতিদান দেখাবার নয়,—প্রতিকূলে বহিছে সময়;—
মায়া-ছলে—ক্ষণে রুদ্ধ হয় কলেবর,
নহে—তনু তব খণ্ড-খণ্ড করিয়ে সত্বর—
দানিতাম শৃগাল কুক্কুরে;—
রাখ মোরে কনক-পিঞ্জরে,—
কিম্বা শাস্তি দেহ রোষ ভরে,
পাপ-পথে চালিতে নারিবে;
প্রাণ যাবে—ক্ষুণ্ণ নহি তায়—
কিন্তু হায় একমাত্র মরি ভাবনায়—
অভাগিনী কত দুঃখ পায়—
বঞ্চিতা রহিয়ে—প্রিয়া—প্রিয়-দরশনে।

পুলোমা। মনোসুখে—অতি সযতনে—
আছে প্রিয়া, অপরের সনে।
সুখের আবাস-স্থান, এই হেম-হার—
হয় যদি বিষধর-জ্ঞান ?—
সেই অন্ধকূপ জে'ন—
স্থির পুনঃ আজি তব হবে বাসস্থান।

বিভোর। সুখের আবাস,—অন্ধকূপ-বাস,—
তুল্য মম প্রিয়ার বিরহে।

পুলোমা। এত যদি রুচি তাহে—
ইচ্ছা তব হবে সমাধান ; (ভূমে পদাঘাত।)

(পিশাচদ্বয়ের প্রবেশ।)

রাখ রাজ-পুত্রে পুনঃ অন্ধকূপ-মাঝে।

বিভোর। ওহো !!—অতিনিদারুণা তুমি,
তিলমাত্র দয়া মায়া—
নাহি বসে অন্তরে তোমার।

পুলোমা। তবু নহি তুল্য হে তোমার।

(বিভোরকে লইয়া পিশাচদ্বয়েব প্রস্থান)।

(স্বগত) এ রোগের হায় কি বা করি প্রতীকার ?
মন আকর্ষণে—যাদুর না রহে অধিকার,
শরীর উপরে মাত্র প্রভাব তাহার।
ওঃ—সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার,
প্রেমাধার-হৃদয় তাহার—
অণুমাত্র টলিল না ছলে,
জ্বলিল না প্রিয়া-ছবি সন্দেহ-অনলে ;

অটল-প্রেমের বলে মায়া মোর টলে ;
কি কৌশলে করি তার হৃদয়-গ্রহণ ?—
ফিরাইতে মন—সাধ্য ধরে কোন্ জন ?
করিব কি পুনঃ আজি—
ইষ্টদেবী-সাঁহায্য-গ্রহণ ?
সেই—যুক্তি-সার,
নাহিক আমার, অন্যগতি আর,
আজি পুনঃ আরাধিব তাঁয়—
গভীরা-যামিনী-যোগে, সদুপায়-হেতু।

[পুলোমার প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(যোগোদ্যান-মধ্যস্থ কুটীর-সম্মুখ)

জ্যোতির্ম্ময়ী ও বিভোরা।

বিভোরা। সত্য যদি নহ তুমি—নগেন্দ্র-নন্দিনী,
দেবী-রূপা—কে বা তুমি কহ গো জননি!
বিপন্না তনয়া জানি—
উদ্ধারিতে অবতীর্ণা মরত-মাঝারে?
পাশবিক-অত্যাচারে—
তনয়ারে করিলে উদ্ধার;—
সতী বিনা হেন সাধ্য কার?
তাই কহি তুমি মাতঃ! জগৎ-জননী;
পড়িয়ে বিপদ্ ঘোরে, ডেকেছিনু সকাতরে,
তাই মাতঃ! পাইলাম তব দরশন।

জ্যোতিঃ। আরে মোর অবোধ বাছনি!
কারে কহ জগৎ-জননী?
দেখা কোথা পাবি বাছা তাঁর?
সেবিকার অধিকার—নাহি পূর্ণ মোর।
ডেকেছিলি একমনে,
বুঝি তাই পশিয়ে শ্রবণে—
লেগেছিল মরমে বেদনা,
তাই মাতা করিয়ে করুণা—
পাঠালেন মোরে তব উদ্ধার-কারণ।

বিভোরা। মাগো! মোরে ভুলা'তে নারিবি,
জানি তুই ছলময়ী অতি।
সত্য যদি নাহি হও ভবেশ ভামিনী,
ভাল, তাঁরে নাহি চাহি আমি,
চাহি মা! কেবল তোর চরণ-যুগল,—
পূজিলে ও পদ-কমল,
সফল হইবে মাগো! তাঁর আরাধনা;
স্বরূপ তাঁহার হেরি তোর ও কায়ায়,
প্রাণ মোর গায়—
তুই মোর জগৎ-জননী।

জ্যোতিঃ। সামান্যা মানবী আমি সেবিকা তাঁহার,
ইহা বিনা অন্য কিছু আর—
ভাবিও না মোরে, আরে অবোধ বাছনি!
সামান্যা রমণী তুমি নহ সুবদনি!
তোমার কাতর-ধ্বনি—
পশিয়াছে মাতার শ্রবণে;
পূর্ণ-প্রাণে—পাপীজনে করহ মার্জ্জনা,
হৃদয়-বেদনা তব নাশিবে শঙ্করী।

বিভোরা। হেরি নাই নয়নে শঙ্করী,
নেহারি সম্মুখে তোরে জগৎ-ঈশ্বরী;
শক্তি দে মা! যাচিছে কিঙ্করী—
মার্জ্জনা করিতে পাপী-জনে;
হৃদয়ের ধনে, দেখা মা! নয়নে,—
মুছা তোর সেবিকার নয়ন-আসার?

হায় মাতঃ! কি হ'তো আমার—
তুমি নাহি করিলে উদ্ধার;—
ভাবি মনে,—মম সম দশা কি গো তাঁর?
তাই যদি ঘটে তবে—
কে মা! তাঁর করিবে উদ্ধার?

জ্যোতিঃ। শঙ্কা ত্যজ সুলোচনে! নাহি ভাব মনে;
মিলিবে আবার তব প্রাণ-পতি সনে।

বিভোরা। মাগো!—তব বাক্যে ধ্রুব মোর জ্ঞান,
কহ গো সন্ধান—
কেমনে জানিলে তুমি তাঁর সমাচার?—
কেমনে কোথায় আমি মিলিব আবার?

জ্যোতিঃ। ধ্যান-যোগে সবিশেষ জানি বিবরণ—
আমি বাছা! করাব মিলন।
নিশ্চিন্ত অন্তরে তুমি রহ সুবদনি!

বিভোরা। শক্তি তব অনন্ত অসীমা,
ইচ্ছাময়ী তুমি গো মা! উমা,
ইচ্ছায় তোমার কার্য্য হবে সম্পাদন।
হীনা আমি, মহিমা তোমার—
কেমনে হৃদয়-মাঝে করিব গ্রহণ?
কহ মাতঃ!—
কোন্ ভাবে, পতি মোর বঞ্চিছে সময়,—
নিরাপদ রহে ত' সে স্থান?

জ্যোতিঃ। বৎসে! দৃষ্টি মম অধিক না ধায়,
কেমনে বা কহিব তোমায়?—

শুন যাহা, ধ্যান-যোগে আছি অবগতা ;—
মৎস্য-দেশ—আর বাছা !—মালব-মাঝারে—
রহে ভীম-অর্বুদ-পর্ব্বত,
বসে তথা কামচারি-গণ ;
সেই প্রাণি-গণ—
অতীব জঘন্য কদাচারী—
ফেরে সদা ষড় রিপু-তৃপ্তির আশায় ;
তথাকার কোন এক কামুকী-কামিনী,
কাম-প্রবৃত্তির তৃপ্তি করিতে সাধন,—
ফিরি দেশে দেশে—
অবশেষে, উপনতা মৎস্য-দেশ-মাঝে ;
সেই নারী, প্রেম-আশে তোমার প্রাণেশে—
হরিয়া রেখেছে বাছা ! ভয়াকুল-স্থানে।

বিভোরা। মাগো ! ভয়াকুল যদি সেই স্থান—
কেমনে বা পশিবে তথায় ?

জ্যোতিঃ। দেবদেব শিবের কৃপায়—
অসাধ্য সুসাধ্য হয়,
হৃদে ভয়, তিল নাহি কর সুবদনি !
দেবদেবে পুজি যাব, ভয় কি বাছনি ?

বিভোরা। মাগো ! কি বা ভয় বসে সেই স্থানে ?

জ্যোতিঃ। সেই নারী—ভূত-যোনি করি উপাসনা—
পাইয়াছে দুই ভূতদানা,
রক্ষে তারা সেই স্থান, অতিসাবধানে।

বিভোরা। ভূত হস্তে কেমনে মা ! পাইবে নিস্তার ?

জ্যোতিঃ। ভূতে বাছা কি করিবে?—
ভূতনাথ সহায় যাহার।
বিভোরা। নাহি তথা অন্য কিছু ভয়?
জ্যোতিঃ। রহে সুনিশ্চয়, কিন্তু তাহে না করি গণনা—
পশিব তথায় করি শিব-উপাসনা।
বিভোরা। আর কি বা ভয় তথা বসে গো জননি?
জ্যোতিঃ। শুন সুবদনি!
সেই নারী—ভূত হ'তে জানিও ভীষণা;
ভূত-সিদ্ধি করিয়ে অঙ্গনা—কুহকিনী করিল সাধনা,
প্রভাবে তাহার—
প্রভাব-শালিনী অতি, সেই হীন-মনা।
কুহক-ছলনা,—
শক্তি তার,—পূর্ণ-রূপে রক্ষে সেই স্থান।
বিভোরা। তবে মাতঃ কেমনে পশিবে?
স্বামীর উদ্ধার বুঝি হ'ল না মা! আর?
জ্যোতিঃ। দিয়েছি অভয়, শঙ্কা নাহি সুলোচনে?
কল্য সন্ধ্যাগমে, পাবে তার দরশন।
বিভোরা। মাগো! শুনি ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
ভয়াকুল এত সেই স্থান!!
হেন স্থানে বঞ্চে পতি মোর?
কহ মাতঃ!—
কোন্ ভাবে রাখিয়াছে তাঁরে মায়াবিনী?
জ্যোতিঃ। না হও কাতরা—
আগে পূজি ভব সনে ভব-তাপ-হরা—

করিব গো প্রসাদ-গ্রহণ,
সবিশেষ বিবরণ কহিব পশ্চাতে।
প্রতীক্ষায় একাকিনী কুটীর ভিতরে—
রহ তুমি, যদবধি নাহি ফিরি আমি,
দেব-স্থানে শঙ্কা নাহি ভাব সুবদনি!

(বিভোরার কুটীর মধ্যে গমন।)

জ্যোতিঃ! গীত।

পরম-পুরুষ জয় জগৎ-আধার।
গুণ-জ্ঞান-অতীত ভকত-হৃদি-সার॥
আদি সময়ে যবে না ছিল চরাচর,
লীনা প্রকৃতি ছিল তব হৃদয়'পর,
সাধ জাগিল মনে, স্তব্ধা-প্রকৃতি-সনে,
অনাদি-পুরুষ! তুমি করিলে বিহার॥
কাল প্রভেদ তরে, ব্যোম বায়ু দিবাকরে,
রাজিল সলিল সনে মেদিনী অপার।
বিশ্ব বিকাশ করে, গ্রহ-তারা-সুধাকরে,
নিখিল-ভুবন সাজে, সাধে তোমার॥
দেখিতে আপনখেলা, জগতে জীবের মেলা,
সচলা-প্রকৃতি সাধে, নিখিলে প্রচার।
সেই সাধ সম্বরি, প্রলয়-বিষাণ ধরি,
ত্রিভুবনে ক্ষণে কবে নাশিবে আবার॥

[জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(অর্বুদ-গিরি-গহ্বর।)

পুলোমা আসীনা।

পুলোমা। মাগো ! সাধে মোর ঘ'টেছে বিষাদ,
অবসাদ আসিয়াছে, পড়িয়ে প্রমাদে ;—
কি বা অপরাধে না মিটিল আশা ?—
দারুণ-পিয়াসা জাগে হৃদে ;
কহ মাগো ! কহ সদুপায়,
ভজে মোরে অনুরাগে যায়,
কর দূর—হৃদয়-বেদনা ;—
তোমার করুণা বিনা—
এ বিপদে না দেখি উপায়।

(ধূম-মধ্য হইতে কুহকিনীর আবির্ভাব।)

কুহ। লেগেছে দাঁত-কপাটী, তাইতে বেটী,
এসেছিস্ ফের্ প্রাণের দায়।
প'ড়েচে চাবুক্ পিঠে, নাইক ছিটে,
আক্কেল্ অকুব্ ব'ল্‌ব লো কায়॥
ভীমরতি এই বয়সে, অবশেষে,
নাড়ার আগুন প'ড়্‌ল মুখে।
ধান দিয়ে ভেজে লো খই, মাখিয়ে দই,
ক'র্‌লে ফলার মনের সুখে॥

পুলোমা। কি বা মাতঃ ! অজ্ঞাত তোমার ?
তিরস্কার বৃথা কর মোরে ;

তব যুক্তি-অনুসারে—
হরিলাম রাজার কুমারে,
ভালবাসা দেখাইনু কত ;
ভাবি-সুখ-ছবি কত ধরিনু নয়নে ,
কিন্তু সে গো অযতনে—
সে যতনে নাহি দিল স্থান ,
শেষে তাঁরে কত মাগো ! করিনু বিনয়,
তিলমাত্র ফলোদয় নাহি হ'ল তায় ;
তাই মাগো ! তব শক্তি করিয়ে আশ্রয়,—
হরি আনি তার সেই হৃদিবিলাসিনী—
দেখা'লাম বিলাসীর বামে ;
কিন্তু মাতঃ ! অটুট-প্রত্যয়—
বহে তার হৃদয়-মাঝারে,
আপন-নয়নে নাহি করিল প্রত্যয়,
মায়াবিনী কহিল আমারে ফিরি ;
কহ মাতঃ ! এ হেন সন্ধান,—
যাহে হয় তিরোধান—
সেই বদ্ধ-মূল-প্রেম, হৃদয়ের তার ;—
ভ'রে যায় হৃদয়-আগার—
মম প্রেম জ্যোতিঃ যাহে করিয়ে বিস্তার।

কুহ। শোন্ লো ধেই-নাচুনি, রাহাজানি,
করগে তেড়ে দিনদুপুরে।
দিয়েছে অন্তর্-টিপ্‌নী, সন্ন্যাসিনী,
যাগী বেটী-ফুস্-মন্তরে॥

ঘূরে তোর হাওয়ার পিছে,　সকল মিছে,
আসল কথা, নে লো সেঁটে।
ছেড়ে দে ডাল্‌পালাটি,　ধর গোড়াটি,
সকল ঘ্যাঙা তবে মেটে ॥
দিয়েছে গুড়ে বালী,　ঘাগী শালী,
লট্‌কে নিয়ে মুখের গ্রাস।
বেটীকে লাগ্‌ এঁড়ে,　যাগ্‌গে তেড়ে,
মুড়িয়ে খাগ্‌, ধর্ম্মের ঘাস্‌ ॥
তবে তার ঘুচ্‌বে লো বল,　পাত্‌লে এ কল,
ঘোল ঢাল্‌, তার মুড়িয়ে মাথা।
সেইনা তোর উপ্‌রি চেলে,　দিলে জ্বেলে,
বিষের বাতি, বুকে যাঁতা ॥
সে যদি হয় লো নাকাল,　হবে লো ঘাল,
রাজার বেটী, রাখ্‌বে কে আর।
ওলো তার ধর্ম্ম-বাধন,　খুল্‌তে তখন,
চালিস্‌ ফিরে চাল্‌টি আবার ॥

পুলোমা।　ওহো !!—দারুণ-নৈরাশ, হরিয়াছে গ্রাস,
কহ মাতঃ !—বসে কোথা সেই সন্ন্যাসিনী ?—
ব্যর্থ যে বা করিয়ে কৌশল—
উদ্ধারিল বিভোর-মোহিনী ?
পাইলে সন্ধান,—দেখি আপন-কল্যাণ—
কেমনে সাধিবে তব সেবিকার পাশে।

কুহু।　বসে সে যোজন দূরে,　বেঁধে কুঁড়ে,
ঈশান-কোণে যাবি ধে'য়ে।

ভেঙ্গেচে দাঁতের গোড়া, দিয়ে নোড়া,
পেয়ে তোরে দুধের মেয়ে ॥
এ চাবির উল্‌টো তালা, খুল্‌গে ডালা,
ক'র্‌গে তারে হাড়ীর হাল্‌।
তবে সে ছোক্‌রা সুঠাম, ব'ন্‌বে গোলাম,
রাজার মেয়ে হ'লে ঘাল্‌॥

পুলোমা। তব ইচ্ছামত কার্য্য হবে সমাধান,
কর গো কল্যাণ,
যাহে, শক্তি তব—সঞ্চারে হৃদয়ে ;
তব আশীর্ব্বাদে, কারেও না গণি আমি।

কুহ। নে লো মোর পায়ের ধূলো, "আঁধারগুলো,"
রাখ্‌বে তোরে আপন-কোলে।

(পুলোমার পদধূলি গ্রহণ।)

কাছিমের পিঠ্‌টা দিয়ে, ঢাকৃবে হিয়ে,
রাখ্‌বে শির কচ্ছপের খোলে ॥
আশপাশে "আপাস্‌" "নাপাস্‌," ভীম-পরকাশ,
সিদ্ধি দেবে তুলে করে।
"পথভুলো" চুক্‌ দেখাবে, দূর তাড়াবে,
বাদী যাবে যমের ঘরে ॥

খবর্‌দার এঁকে বেঁকে, পিছন থেকে,
মার্‌বি ছোবল, জয় পাবি তায়।
বড় বিষ ধরে মানুষ, রাখিস্‌ এ হুঁস্‌,
সাম্‌নে তারে সাম্‌লান দায় ॥

মুখে তুই কইবি যেটি,　ফল্‌বে সেটি,
মনে যেন এইটি জাগে।
এলো তার ঘুনিয়ে লো কাল,　সাম্‌লে লো কা'ল,
পরশু তারে ধ'র্‌বি বাগে॥

(অন্তর্দ্ধান।)

পুলোমা। আরে আরে দুষ্টা-সন্ন্যাসিনি।
বিনা বাদ—সাধে মোর সাধিলি বিষাদ ?
আপন-প্রমাদ,—আপনি করিলি আবাহন ;
বিষ-দন্ত-ধর্ম্ম তব করিয়ে পাতন—
করিব সাধন মোর পথের বিস্তার ;
বিষ-হীনা হবি তুই হীনা-ভুজঙ্গিনী ;
তার পর—বিভোর-ঘরণি !
ধর্ম্মের বন্ধনী তব—
রাখিয়াছে অটুট্ বিভোরে ;—
সে বন্ধন করিয়ে ছেদন—
মণি তব কণ্ঠ-দেশে করিব ধারণ ;
আরোহণ করি অগ্রে প্রথম-সোপানে ;
হেন মন্ত্রণায়, বিলাস রাজায়—
মূল-যন্ত্র বলি মনে করি নির্ব্বাচন ;
দ্বিতীয়-সোপানে, কুহক-চালনে—
তারি শক্তি করিব গ্রহণ ;
থাক্ যুক্তি—তুচ্ছ কথা—
তীক্ষ্ণ কণ্টকের তায় নাহি আবরণ।

এস, তুমি বিপদ্-সম্বল,
এস হৃদে—কুহকের বল!
ব'স ব'স দুর্ব্বল-হৃদয়ে,
গুরুতর-কার্য্যে আজি হব অগ্রসর,
করি ভর—
প্রচার মহিমা আজি জগৎ মাঝারে;
দেখাও সংসারে,—
সন্ন্যাসিনী পরিহরি সন্ন্যাস-আচারে—
কোন্ মন্ত্রে মুগ্ধা ব্যভিচারে;—
কি বা মন্ত্রে রতা হ'য়ে জারে—
পরিহরে সাধনা আপন;—
কি বা মন্ত্রে তুচ্ছ-প্রেমে প্রাণ-সমর্পণ;—
কেন ত্যজি বিভূতি-ভূষণ
করে অঙ্গে সুগন্ধি-লেপন,—
অক্ষ-মালা ত্যজি কেন ফুল হার ধরে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

বিলাস ও ঢুণ্ঢিরাজ।

বিলাস। সত্য সখে! বেঁচে আছে প্রেয়সী আমার,
শান্তিময়ী-সন্ন্যাসিনী-সাজে,—
চকিতে চপলা-সম—ঝলসিয়ে নয়ন-যুগল,—
লুকাইল যেন. শূন্য-পথে;
নহে কেন সুবিশ্বস্ত মম অনুচর,—
তন্ন-তন্ন খুঁজি বন-ভূধর নগর—
না পাইবে তার অন্বেষণ?—
বুঝি দেবী ছাড়ি এই পঙ্কিল-ভুবন—
বসে সুখে শান্তি-নিকেতনে;
উর প্রিয়ে! অভাজনে দেহ দরশন,
কলুষিত এ জীবন—
পূত কর কৃপা-বরিষণে,
পাপিনীর পাপ-প্রলোভনে—
মুগ্ধ মোরে করে অনুক্ষণ,
কুলটা-কামিনী ছলে কলুষিত মন।

ঢুণ্ঢি। আরে—না—না, এ কথা ব'ল্লেই বা আমি বিশ্বাস ক'র্‌বো কেন? সতী-লক্ষ্মীর নামে যা তা একটা ব'ল্লিই হ'ল? ন্যায়-অন্যায়—ত একটা আছে? মহারাজ! তোমার ওই মুখেই একদিন বড়গলায় শুনেছিলাম—(বিলাসের পূর্ব্ব-স্বরানু-

করণে)—"সম্বন্ধ না বাধা দিবে ন্যায়ের বিচারে" ! (নিজ স্বরে) আজ আবার কেমন ক'রে ব'ল্‌বে (অনুকরণ-স্বরে)—ন্যায় নাহি বাধা দিবে সম্বন্ধ-বিচারে ?

বিলাস। নাহি আর সে দিন আমার ;
কাটিয়াছে দুষ্ট-কাম-ঘোর-অন্ধকার ;
শান্তিময়ী প্রেম-ছবি প্রাণ প্রতিমার—
বিমল-আলোকে সখে ! প্রকাশে নয়নে ;
পাপ-মসী প্রলেপিত—বিমল-জীবনে,
চাহে প্রাণ করিবারে তাহে প্রক্ষালন ;
কুমতি—চরিতে খাত ক'রেছে খনন,
চাহে প্রাণ করিতে পূরণ ;
চাহে শান্তি করিতে অর্জ্জন—
অনুক্ষণ অনুতাপ-তপ্ত মম মন।

ঢুণ্ডি। তুমি দিন্‌কের দিন হ'চ্চ কি মহারাজ ! একেবারে পত্নী-গত প্রাণ হ'য়ে গোল্লায় যেতে ব'সেছ ? একটা রূপবতী-রসবতী-গন্ধবতী-স্পর্শবতী-শব্দবতী কুলবতী-শীলবতী--মানবতী-যুবতী ;—আবার একান্ত অনাথিনী, দুরন্ত বিরহিণী, প্রেমের খনি, নয়নের মণি, রসের ধনী,—সেই ওষ্ঠাগত-প্রাণা অবলা, টল্‌টলে সরলা, ঢল্‌ঢলে কুলবালাকে,—একেবারে জন্মের মত মজিয়ে, শেষে বিরহের পাঁকে গুজ্‌ড়ে মার্‌বে ? সে হ'ল একটা মেয়েমানুষের মত মেয়েমানুষ !! সে যখন সপ্রেম-দৃষ্টিতে তোমার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌বে,—হাপুস্‌ নয়নে আমানির দরাণী বইয়ে দেবে,—যখন শত শত ফোঁস্‌-ফোঁসানির ন্যাতা,—তোমার প্রাণের হাঁড়ীতে—হা-হুতাশের

বেড়ী লাগিয়ে, ডব্‌ডবানি দেখাবে—তোমার রব্‌রবাণি কোথায় থাক্‌বে মহারাজ? যদি তুমি জোর ক'রে ফেঁসে যাও—হয় ত তার ভেবে ভেবে মৃগী নাড়া রোগ হবে,—নয় ত—পেটে গুল্ম জন্মাবে?—তুমি কোন্ প্রাণে তা স্বচক্ষে দেখ্‌বে মহারাজ? তোমায় ধর্ম্মের আসনে এতই কি সবে? ধর্ম্ম-অবতার! তুমিই ত একদিন গলাবাজী ক'রে ব'লেছিলে;—(তুল দাঁড়া ধরিবার অনুকরণে বাম হস্ত তুলিয়া বিলাসের পূর্ব্ব-স্বরানুকরণে) "হবে মাত্র ন্যায়ের বিচার— (তার-স্বরে) বিচার—বিচার চায় প্রপীড়িত-জন"।

বিলাস।　পাপ নদে যে বা মজ্জমান্—
কোথা তার হিতাহিত-জ্ঞান?
বাক্য-বাণ আর সখে! হে'ন না অন্তরে;
মনে হ'লে হৃদয় বিদরে,
অনাদরে ভাসা'য়েছি প্রেম-প্রতিমায়;
সে যে সার-রত্ন তার ভাবিত আমায়,—
তাই মোর পেয়ে অযতন—
রজত-কাঞ্চনে তার উঠে নি'ক মন,
অযতনে—অভিমানে—বিরাগিণী বামা।

ঢুণ্ডি। নীচের প্রলাপে রাগ ক'রো না মহারাজ!—আমার এক জন্মে শতজন্ম হ'ল—তোমার অমন হা-হুতাশ ঢের দেখ্‌লাম—একবার তার আস্‌বার অপেক্ষা,—তাই বলি, যে পথে চল্‌ছিলে—সেই পথেই চল—হা-হুতাশের দায় থেকে এড়াবে—মহিষী—মহিষী ক'রে অনর্থক কেন ক্ষেপে উঠ?

বিলাস।　ক্রোধ সখে! ক'রেছি বর্জ্জন—

শান্তি-রূপা দেবী যবে দিল দরশন,
ত্যজিয়াছি জগতের পাপ-বাসনায় ;
হারাইয়ে প্রেম-প্রতিমায়—
নিদারুণ-দুঃখ-আবরণে—
সুখের বদনে মোর ঢেকেছে ধরায় ;
ধরি দেহ, তার বাসনায়—
তারে পেলে বাসনার হবে সমাধান,
এ নিরয়ে তারি প্রেমে পাব পরিত্রাণ ;
হিতাহিত-জ্ঞান সখে ! ছিল না তখন,
ভুলি মম পূর্ব্ব-কৃত-অসদাচরণ,—
করুণা-নয়নে হের সখারে তোমার।

ঢুণ্টি। (স্বগত) না—এ নিশ্চয় সেই ডাইনী বেটীর খেলা ; আচ্ছা, ছিল বেটী একলা—ক'ল্লে দোসর—আবার সে জুড়িদারণীকে ভেল্কী-বাজীতে উড়িয়ে দিয়ে, এ ত্র্যহস্পর্শ কোথা হ'তে ঘটালে ? সেই বেটীই রাজমহিষী সেজে এসেছিল না কি ? এইবারে রাজার ঘাড়ে স্ত্রী-বুদ্ধিটা রূপান্তর হ'য়ে এসেছে দেখ্‌চি ;—না—আমার এ ভাল বোধ হচ্চে না—আমিও যেন এ হুজুগে ডাইনীপাওয়া ডাইনীপাওয়া-গোছ হয়েছি। (প্রকাশ্যে) বলি রাজন্! সেই ভগ্নী ঠাক্‌রুণটি কি রোগের শরীরে সেবা-শুশ্রূষা খেয়ে, পাখী হ'য়ে ফুক্ ক'রে উড়ে গেল—না—বিরহ-বিকারে জ্ঞান-হারা হ'য়ে, শিঙ্গে ফুঁকেছে ?

বিলাস। সখে ! সুরাপানে মত্ত ছিল মন,
পাশবিক-বৃত্তি-চয়ে ছিনু অচেতন,
বুঝি নি তখন, নূতন-নয়ন—

পাইলাম প্রিয়া-দরশনে।
ভাবিও না মনে তাঁরে, সামান্যা-রমণী,—
অনুমানি হবে দেব-বালা,
পাতি ছলা এনেছিল কামুকী-ভীষণা—
ডুবাইতে মোরে ঘোর! নরক-মাঝারে;
তাই মোর প্রিয়া ত্যজি শান্তি-নিকেতন—
করিল রক্ষণ মোরে দয়া প্রকাশিয়ে।

ঢুণ্টি। মহারাজ! তোমার সবই একটা আজ্‌গুবি কারখানা; "নূতন নয়ন" "দেব-বালা" "শান্তি-নিকেতন" ও সব আমাদের মাথাতেই আসে না; শাদা কথায় এই বুঝি যে—যদি সত্যি একবার দেখা দিয়ে থাকে, তখন আবার তাকে ঘরে ব'সেই পাবে; সেই সময় তোমাদের "ক্ষমা-প্রার্থনা-প্রার্থনি" গোছ কি একটা আছে না—তাই ক'রে নিও—সকল গোল মিটে যাবে।

বিলাস। সখে! ভাব কি হে মনে কভু নীচ-সম্মিলনে—
উরিবে সে দেবী পুনঃ নরক-আগারে?
চকিতে আমারে আহা!!—দিয়ে দরশন,
বিমল-আলোকে আলোকিল মন,
ফিরাইল গতি ঊর্দ্ধভাগে;
এনে দাও সখে! তারে করি অন্বেষণ,
আর না ছাড়িব তারে থাকিতে জীবন।

ঢুণ্টি। (স্বগত) না, আমার এ গতিক বড় ভাল বোধ হ'চ্চে না; সেই সে দিন, মহিষীর জন্যে কেঁদে সারা, হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস—দ্যাখে কে?—আর যেই ডাইনী বেটী এল, অম্নি

গ'লে গিয়ে তালপাকিয়ে গেল ;—কোথায় বা মহিষী,—আর কোথায়ই বা সখা ?—ছেলেটাকে আন্‌তে ব'ল্লে—একবার কোলে নেবার জন্যে মাথা-খোঁড়া-খুঁড়ী কল্লাম্‌—তখন সখার কথা কাণেই গেল না। আজও দেখ্‌চি সেই হা-হুতাশ !!—সই দীর্ঘশ্বাস !!—ভয় হয়, বুঝি বা সেই ডাইনী বেটী পুনরায় হাজীর হয়। না—আর ভদ্রস্থ নেই। (প্রকাশ্যে) মহারাজ ! যদি তুমি তাকে দেখ্‌লে তো ছাড়্‌লে কেন ?—যখন একবার ছেড়েচ—তখন ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরার দুঃখটুকু তুমি ভোগ ক'র্‌বে না তো আমি ভোগ ক'র্‌বো ?

বিলাস। আভরণ-হীনা, শঙ্খের বলয়-পরিধানা,—
গৈরিক-বসনা সেই শান্তির প্রতিমা—
যবে সখে ! হেরিনু নয়নে,
দৃষ্টি পথে পশিল মরমে—
তেজোময়ী জ্যোতিঃ অনুপম ;
হৃদয়-আগারে তেজঃ করিল বিস্তার,
নাশিল নিমেষে মম পাপ-অন্ধকার।
হৃদয়ের অন্তস্তল করি আন্দোলন—
উঠেছিল ঝটিকা ভীষণ,
সে বিপ্লবে স্থির কে বা কবে ?
বৈদ্যুতিক-সঞ্চালনে হারাইনু জ্ঞান।
মনে হয়,—কেঁদে তার লুটাইনু পায়,
জ্ঞান-প্রাপ্তে হায়—হারাইয়ে তার,—
অন্ধকারময় পুনঃ হেরিনু ভুবন,
অবসর কোথা—করি তারে সম্ভাষণ ?

ঢুণ্টি। (স্বগত) না—আমার গা ছম্ ছম্ ক'চ্চে, গোঁফ্ জোড়াটাও দেখ্‌চি সড়্ সড়্ ক'চ্চে, আর দেরি নেই, ডাইনী বেটী এল' ব'লে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! তুমি যাই বল না কেন, স্বর্গ থেকে যে মানুষ নেমে আসে, এ কথা শর্ম্মা দেখ্‌লেও বিশ্বাস ক'র্‌বেন না, তবে যদি সত্তি সত্তিই দেখে থাক, তবে আবার তার দেখা পাবে; দেখো দিকি, যদি ব্রহ্মণ্য-দেব থাকেন, তবে এ ব্রাহ্মণের কথা কখনই মিথ্যে হবে না।

বিলাস।　সত্য যদি সেই দেবী—
নাহি বসে স্বরগ-আবাসে,
কোথা রহে কহ হে ব্রাহ্মণ!
আকুলিত মন ;—
হৃদয় না পারি বাঁধিবারে ;
নহে মতিভ্রম,—
সত্য সেই—তেজোময়ী হেরেছি নয়নে,
সত্য সেই—তেজোরাশি প'শেছে মরমে,
সত্য সত্য—লুপ্ত মোর হ'য়েছিল জ্ঞান,
মোহ-মাঝে সত্য তার হ'ল তিরোধান ;
তিলমাত্র মিথ্যা নাহি হৃদয়ে আমার,
যে বা যুক্তি সার—করি ত্বরা বাঁচাও আমায়।

ঢুণ্টি। (স্বগত) না—রাজা দেখ্‌চি বিষম ক্ষেপে উঠ্‌লো,—যে রকম তেড়ে তেড়ে উঠ্‌ছে—কাম্‌ড়াবে নাকি?—"অকা-প্রাপ্তি" করাবে ব'লে কি আজ আমায় ডাক্‌লে নাকি? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! গণক-ঠাকুরের ফুল-পড়া কাণে গুঁজে, লকূলকে অমন তলোয়ার ধ'রে, স্বয়ং আপনি যখন ধুতুরা-পুষ্প দর্শন

ক'র্‌লেন, যখন দ্বিতীয়বার হাতে প'ড়ে পিছ্‌লে গেল—তখন সেখানে প্রতীকারার্থ আমি রিক্ত-হস্তে গেলে দগ্ধ-কচুতে উদরপূরণ ভিন্ন, অন্য প্রত্যাশা বড় করি না। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করতঃ স্বগত) ও বাবা !!—ও আবার কি,—"যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়," এখন কি করি? (উপবীত ধরিয়া জপ)। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সে দিনও গোফ্-জোড়াটা বাঁচিয়েছি, আজ আর থাকে না দেখ্‌ছি।

(পুলোমার প্রবেশ।)

পুলোমা। (স্বগত) বলে নাহি নষ্ট হবে দুষ্টা-সন্ন্যাসিনী,
কামুকে রোধিবে তার ধর্ম্মের সোপান,
তবে মম পূর্ণ মনস্কাম ;—
হেন যুক্তি করিলা বিধান।
কি কৌশল করিব আশ্রয় ?—
যাহে তার তরে,—
কাম-মদে মাতিবে অন্তরে পাপাশয়। (অগ্রসর হইয়া)।
(প্রকাশ্যে) প্রাণনাথ ! আছ'ত কুশলে ?
কেন তুমি রহ হে বিরলে ?
কহ কোথা সোদরা আমার ?—
হইয়াছে তার—নিরুদ্দেশ-পতির সন্ধান।
একি !! ম্রিয়মাণ কেন তোমা হেরি ?

বিলাস। (স্বগত) পুনঃ সেই মায়াবিনী সম্মুখে আমার ;
এরে ধরি—কার্য্য মম করিব উদ্ধার,
মহিষীর সমাচার লইব কৌশলে।

ছলে যদি না করি আশ্রয়,—
দিই যদি তার পরিচয়,—
পাছে নারী বিঘ্ন মোর হয় ?—
বুঝি আগে মায়াবিনী-মন ;
যেই ভূমে—পদ মোর হ'য়েচে স্খলন—
সেই ভূমি—শ্রেষ্ঠ মানি উত্থান-কারণ ;
ডুবাইতে মোরে যদি থাকে আকিঞ্চন,—
অভিলাষ সুকৌশলে করিলে জ্ঞাপন,—
পারে মম মনোসাধ করিতে পূরণ ;—
মায়াবিনী নানা মায়া জানে।
চতুরার সনে, চাতুরী-সাধনে দোষ কি বা ?
(প্রকাশ্যে) শুন প্রিয়ে অপূর্ব্ব-ঘটন,—
ভৌতিক-ব্যাপার যে বা হেরেছি নয়নে,
বিশ্বাসিবে কে বা সে বচনে ?—
কহিতে না বচন জুয়ায়—
সে নিশায় হারা'য়েছি তব সোদরায়।
সুগভীরা যবে নিশীথিনী,
আচম্বিতে কোথা হ'তে—
আসিয়ে নবীনা সন্ন্যাসিনী—
ল'য়ে গেল প্রমদায় বন-বিহারিণী ;
মত্ত ছিনু মদিরায়,
বাধা দিতে নারিনু তাহায় ;—
অচলা চপলা যেন—খেলি ক্ষণ,—গগনের গায়—
ডুবাইল চাঁদিমা-রজনী।

নিবিড়-আঁধারে,—হারাইয়ে তব সোদরারে,
ম্রিয়মাণ হ'য়েছি রঙ্গিনি!

ঢুণ্ডি। (স্বগত) হরিবোল্ হরি, ফের ছাঁচে ঢেলেছে, যে কুঁহুরি, ব্যাক্ ট্যাক্ কিছুই রাখ্‌বে না—একেবারে চোস্ত ক'রে নেবে; সেই বকেয়া চাল ধ'রেচে;—আর ধ'র্‌বে নাই বা কেন? বেটীর যে চাল—যে চলন—যে ভাব—যে ভঙ্গী—যে বিলোল-কটাক্ষ—আমি গরিব ব্রাহ্মণ,—আমারি প্রাণ—কাড়্‌বো কাড়্‌বো ক'চ্চে,—কাঁচ্‌কলা আলো-চাল্ খেকো হাড়ের ভেতর দিয়ে যেন কোত্থেকে একটু রস, চোলাই ক'রে আনে আনে হ'য়েচে,—তা ও ঘি-দুধ-খেকো রাজার হাড়েরি বা দোষ দোব' কি?

পুলোমা। (স্বগত) হবে বুঝি বিফল কৌশল,
রাজ-বধূ হৃদিতল করে অধিকার।
(প্রকাশ্যে) একি কহ নিদারুণ-বাণী!!—
সন্ন্যাসিনী হরিয়াছে মম সোদরায়?—
বুঝিয়াছি এসেছিল কে বা ছলনায়;—
সে ভৈরবী—অষ্ট-সিদ্ধি চায়;
উদিত হে আতঙ্ক হিয়ায়,
কব কা'য়,—এতক্ষণে জীবিতা তাহায়—
রেখেছে বা,—না রেখেছে প্রাণে?

ঢুণ্ডি। (স্বগত) এত নিকি,—উকুণ নয়, যে নখে তুলে মার্‌বে? তোমাদের তেম্নি মোলায়েম্ প্রাণ কি না—যে টুস্কির ভর সইবে না; এ রক্তবীজের ঝাড়, যেখানে যাবে, হাড়ে দূব্বো গজাবে। বাবা!!—এক নজরাতে রাজা ফের লাট্টু ব'নে

গেল। তাই ত ভাবি— এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই”—বিধুমুখীদের প্রথম দর্শনাবধি পনরপনর দিন আমাব স্ত্রী-বুদ্ধির বিষম ঘোর ছিল—আর রাজা একেবারে মৌতাত্ কাটায় কি ক'রে ?

বিলাস। না—না—কোমলতা-প্রতিমা কামিনী,
শঙ্কা নাহি তারে সুবদনি !
মূর্ত্তিমতী দয়া সনে—আপন নয়নে—
হেরিয়াছি সে বদনে, সৌন্দর্য্যের খেলা।

পুলোমা। ভুলা'য়েছে সে রমণী পাতি মায়া-ছলা,
তাই কভু হেরিতেছ অচলা চপলা,—
কভু হের সৌন্দর্য্যের মেলা—
ভিখারিণী-রমণী-বদনে ;
কাঙ্গালিনী কেমনে বা পাবে রূপ-ধনে ?—
মত্ততায় ভ্রমে তুমি প'ড়েছ নিশ্চয়।

বিলাস। কর প্রিয়ে ! আমারে প্রত্যয় ;
ভ্রম মম নহে সুনিশ্চয়,
কাঙ্গালিনী সে কামিনী—
হারা'য়েছে রাণী—রূপ-ধনে ;
জে'ন মনে—কহি প্রিয়ে ! স্বরূপ-বচন,
হেন রূপ,—মরে নাহি সম্ভবে কখন।
রক্ত-উৎপলের রাগে—
সুরঞ্জিত চারু করতল,
চম্পকের কলিগুলি, অঙ্গুলির দল ;—
কোমল কপোল, মঞ্জুল সুগোল,

বিশাল নয়ন, নিতম্ব নিটোল ;—
মধুময় আরক্ত-অধর,—
মধু লুটিবারে ধায় মত্ত-মধুকর,
দূষিতে তাহারে প্রাণ নাহি চাহে প্রিয়ে !
আহা !!—মধুরে মাধুরী খেলে—
কমনীয় হেম-কলেবরে,
রমণীর শিরোমণি সেই বরাননী ;
কিশোরী গৈরিক-সাজে—
অবনত আঁখি দুটি লাজে,—
পীন-পয়োধর ভরে কাতরা কামিনী ;
উরু গুরু অতি মনোহর,
কটী-তট কেশরীর সম ক্ষীণতর,
চিকুরের দাম তার মেদিনীচুম্বিত,
হেন নারী হ'তে ডর নাহি সুনিশ্চিত।

পুলোমা। (স্বগত) মিথ্যা অনুমান,
সন্ন্যাসিনী তরে টলে প্রাণ ;—
পড়িয়াছে ঊর্ণনাভ আপনার জালে ;
অন্তরালে রহিয়ে ঈশ্বরী—
বরিষণ করিছে কৃপার ;
জয় জয় ইষ্টদেবি ! মহিমা তোমার।
(প্রকাশ্যে) মানিলাম সন্ন্যাসিনী ভুবন-মোহিনী,
কিন্তু মন্দ-অভিলাষ—
হৃদে বাস নাহি যদি করে নাথ ! তার,—
কহ অন্য—কি বা হেতু আর,

যাহে ভগ্নী করিল হরণ ;
হ'ক্ তার সুবিমল মন ;—
কিন্তু প্রয়োজন—
মন্দ-কার্য্যে প্রতিফল তার ;
হও বা,— না হও তুমি সহায় আমার,—
প্রতীকার কিন্তু আমি আপনি করিব ;
সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দুষ্কর্ম্মের তার—
সোদরার করিব উদ্ধার।

বিলাস। আপনি দণ্ডিবে তারে তুমি সুবদনি।—
দাস তব,—রহে কোন্ কাযে ?
কহ,—কোন্ দণ্ড করিব বিধান—
কিসে তব তৃপ্ত হবে প্রাণ ?
একবার বিগুমান দেখাও তাহারে,—
উদ্ধারিয়ে তব সোদরারে—
দেখ করি কি বা তার শাস্তির বিধান ;
মনোমত যদি নাহি হয় সমাধান,—
ক'রো মোরে শত-অপমান ;—
টলিয়াছে প্রাণ, হেরে—তারে ভাব মনে ?
মনোলোভা কত শোভা বদনে তোমার—
দেখ নি ত নয়নে আমার ?
ছার রূপ তার—ছার তাহার বয়ান,—
ভুবন-মোহিনী কে বা তোমার সমান ?
(স্বগত) বুঝিয়াছে মায়াবিনী আমার হৃদয়,
একবার পেলে হয়, তার দরশন ;

হেরে এর হর্ষ-ভরা উৎফুল্ল নয়ন—
জ্ঞান হয়,—মনোসাধ করিবে পূরণ।

ঢুণ্ঢি। (স্বগত) সাবাস্—সাবাস্—হাজার হ'ক্, রাজ-বুদ্ধি কি না?—এর ভেতর অনেক ফন্দি আছে। রাজা এবার খুঁটি ধ'রেচেন,—ঠাক্‌রুণ্!—যতই ঘুর্‌পাক্ খাওয়াও—পড়্‌চেন না।—বেটীর মেজাজ্‌টা আজ একটু দিল-দরিয়া দেখ্‌চি—একটু প্রেমালাপ করা যাক্ (প্রকাশ্যে পুলোমার প্রতি) ঠাক্‌রুণ্! মহারাজ আমাদের সেরূপ প্রকৃতির নন্—যে কথা সেই কায—এতক্ষণ তোমার কত সুখ্যাতিই হ'চ্ছিল।

পুলোমা। (ঢুণ্ঢির প্রতি) হে ব্রাহ্মণ! সাধে প্রাণ কাঁদে নৃপ-তরে?
(স্বগত) পড়িয়াছ রূপ-ফাঁদে,
ছলনায় হৃদি-চাঁদে চাহ লুকাইতে?
ভুলাইতে চাবে মোরে তাই আমি চাই;
হবে যেই নয়নে নয়নে—
পড়িবে হে মদনের দ্বিগুণ বন্ধনে,
সযতনে দিব নিজে কুহকের ফাঁস;
ধর্ম্মনাশ পলকে ঘটিবে,—
মজিবে ভৈরবী ধ'রে হৃদে ফুল-শর—
(প্রকাশ্যে বিলাসের প্রতি) জানি নাথ! তোমার অন্তর—
তব'পরে চিরদিন মোর হে নির্ভর,
হয় ডর,—কিন্তু মনে—সুন্দরী-স্মরণে;
সোদরারে ক'রেছে হরণ—
তুমি কর রূপের কীর্ত্তন,
হয় ভয়—পাছে মজ—তাহার মিলনে?

বিলাস। বৃথা বাক্য-জ্বালা তুমি দাও হে ভামিনি !
কহ সেই সন্ন্যাসিনী বসে কোন্ স্থানে ?
বিদ্যমানে সমুচিত করিয়ে শাসন—
উদ্ধারিব সহোদরা তব ;
কহ স্বরূপ-কথন—
কোন্ দণ্ডে দণ্ডিবারে চাহে তব মন ?

পুলোমা। করিয়ে হরণ,—
করিয়াছে কলঙ্ক-অর্পণ—
সন্ন্যাসিনী—সন্ন্যাসিনী-সাজে,
সে সাজে—সে নাহি র'ব আর,
তবে সে ঘুচিবে মম হৃদয়-আঁধার ;
একবার ধর্ম্ম-চ্যুত করিয়ে তাহারে—
গৃহি-ধর্ম্ম ধরাবে বামারে,—
সন্ন্যাস আচার-ভ্রষ্টা যাহে নারী হয় ;—
হেন যদি কর—তবে রহে মম মান,
কিন্তু নাথ !—অতুলনা পাইয়ে ললনা—
দেখো যেন দাসীরে ভুলো না,
পেয়ে তারে, দেখো যেন—মজে না'ক প্রাণ,
ইথে যদি দেহ মত,—দিব হে সন্ধান।

ঢুণ্টি। আরে রামচন্দ্র !!—আমি দিব্বি ক'রে ব'ল্‌তে পারি,—প্রাণ—ফ্রাণ—যা দেবার তা তোমাকেই দিয়ে ফেলেছে। এই এতক্ষণ সেই কথাই হ'চ্চিল ; বিশ্বাস না হয়—একবার পরক্ ক'রেই দেখ না কেন—না হয়—ক্ষেপই হারাবে—জনম্ ত আর হারাবে না ?

বিলাস। তুচ্ছ কথা—এরি তরে এত অনুষ্ঠান ?—
চল সুলোচনে ! আপন-নয়নে—
নেহারিবে তার অপমান।
(স্বগত) ওঃ—বিষ-কুম্ভ হৃদয়-মাঝারে,
পয়োমুখ ;—মুখে নারী—অমৃত উগারে ;—
জানে না সে;—সুধা ধারে—
বিষ-জ্ঞানে করিতেছে দান ;
নাহি সে মোহিনী-মন্ত্র ভুলাইতে প্রাণ;
নাহি মন্ত্র—হরিবারে হিতাহিত জ্ঞান;
রহ—অগ্রে স্বীয়-কার্য্য করি সমাধান;
সমুচিত প্রতিদান পাবে মম করে ;
ওহো !!—জ্বলে প্রাণ এবে মনস্তাপে;
পাপ-শিক্ষা দিতে পাপে—
বিষ দিতে কাল-সাপে—
হেন—পাপ—হেন—বিষ—কেন ধরা ধরে ?

পুলোমা। (স্বগত) কেমনে ঠেলিব আমি দেবীর বিধান ?
কোন মতে বাঁধিতেই হবে আজি প্রাণ ;
(প্রকাশ্যে) দ্বিতীয় প্রহর দিবা অতীত গগনে,
দিনকর চলিয়াছে পশ্চিম-শয়নে ;—
তুষ্টা সম্মিলনে—
নিশি আসি ঘেরিবে ধরায় ;—
বহু দূরে সন্ন্যাসিনী রয় ;—
তাই কহি নহে নাথ ! ইহা সুসময়,
উষাগমে, আমি তব হইয়ে সঙ্গিনী—

ভৈরবীর প্রেম-রঙ্গ হেরিব নয়নে ;—
বিশ্রাম-ভবনে এস রহে প্রয়োজন। (গমনোদ্যতা।)

ঢুণ্ডি। (স্বগত) কা'ল দেখ্‌চি যা হ'ক্ একটা হেস্ত নেস্ত হবে ; আমি কিন্তু এ অবস্থায় রাজাকে ছাড়্‌চি না।—না—একবার—দুবার—তিনবারেও যখন গোঁফ্-যোড়াটী অনুৎপাটিত রইলো—তখন গোফ্ রে!—আর তোর মার্ নাই—(প্রকাশ্যে) মহারাজ! গরীবকে সঙ্গে নেবেন।

বিলাস। (পুলোমার প্রতি) যাবে সখা—দোষ আছে তায়?

পুলোমা। (বিলাসের প্রতি) ক্ষতি কি বা?—
(ঢুণ্ডির প্রতি)—যেও তুমি যাইবারে রহে যদি মন।

[বিলাস ও পুলোমার প্রস্থান।

ঢুণ্ডি। ফুল প'ড়েচে—যাই—বাড়ী গিয়ে একবার ব্রাহ্মণীর মুখখানি দেখি গে—হয়ত এ জন্মের মতনই দেখা হবে ; আর যদি সত্তি সত্তি ধর্ম্মের জয় হয়—সন্ন্যাসিনী যদি একটা ডাইনীর দোসর না হ'য়ে, যথার্থই আমাদের রাজমহিষী হন্, তা হ'লে এ আনন্দ রাখ্‌বার স্থান—আমার ক্ষুদ্র-হৃদয়ে কুলাবে না—ভগবন্!—তাই কি হবে?—যাবার পথে ধাত্রী ঠাকুরুণকে এ খোস্-খবরটা দিয়ে যাই—এ সংবাদের ঝুটোও ভাল।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(যোগোদ্যান।)

ধ্যান-মগ্না জ্যোতির্ম্ময়ী।

জ্যোতিঃ। ইষ্টদেব! হও গো সদয়,
পদাশ্রয় যাচিছে তনয়া,
কর দয়া করুণা-আধার!
কৃপায় তোমার—
অকুণ্ঠিত সতীর সম্মান,
দয়াবান্!—অখিল-তারণ!—
সেবিকায় দাও দরশন;
প্রাণ-পতি আশে রহে সতী,
দুর্গতি তাহার কিসে হইবে মোচন?—
বিপদ-তারণ!—করিয়াছি মন—
অশ্রুধার অঙ্গনার করিতে মোচন;—
কহ কিসে করিব সাধন?—
অভয় দিয়াছি স্মরি তব শ্রীচরণ।

(মহাপুরুষের আবির্ভাব)

মহাপুরুষ। পুণ্যবতী তুমি এ জগতে,
হিত-ব্রতে তুষিলে উমায়,
সুকঠোর তব সাধনায়—
পাপে পতি পরিত্রাণ পায়,—
সতীর সতীত্ব রহে তব মহিমায়;

আজি পুনঃ তোমার কৃপায়—
প্রাণ-পতি ফিরে পাবে সতী,
লহ এই ঈশানের ভীম-প্রহরণ,—
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণ—
সত্ত্ব-রজ-স্তমঃ ত্রিফলকে,
ঝলকে পলকে হেরে পার্থিব-নয়ন,—
টুটে যায় কুহক-স্বপন ;
কার্য্য-তরে কর সতি ! ইহারে ধারণ,—
পশ দ্রুত রহে যথা রাজার নন্দন ;
কুহকের আবরণ ক'রে বিদারণ—
অন্ধকূপ হ'তে তারে করগে উদ্ধার,
অর্বুদ-পর্ব্বত-মাঝে বন্দী সে কুমার ;—
কার্য্য অন্তে শূল সতি ! ফিরিবে আবার।

(ত্রিশূল দান।)

জ্যোতিঃ। (ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া)
শক্তি-হীন-দীন-তনয়ারে—
দাও শক্তি,—শক্তির আধার !
কৃপায় তোমার—
পারি যেন সাধিবারে আদেশ-বচন।

মহাপুরুষ। এই দীর্ঘকাল ধরি—
যেই শক্তি করিলে সঞ্চয়,
এবে তার দিতে পরিচয়—এসেছে সময়,
নাহি ভয়,—সেই শক্তি করিয়ে আশ্রয়—
অবহেলে কার্য্য তব হইবে পূরণ ;

যোগ-বলে করি অচেতন—
রাথ অগ্রে রাজ-বধূ রাজ-নিকেতনে ;
কুমারের উদ্ধার-সাধনে—
পরক্ষণে হ’ও যত্নবতী ;
সুস্বপনে জাগিলে দম্পতী,—
ভব-ভূমে কার্য্য তব ফুরাইবে সতি !
দ্রুতগতি শুভ-কার্য্য কর অনুষ্ঠান ;
সাধিবারে পরে যবে তব অকল্যাণ,—
তমোরূপা-রমণীর হবে অধিষ্ঠান,
দেখাইও সত্ত্বের সম্মান ;—
দেবাদেশে শক্তি তব ক’রো সম্প্রদান।

জ্যোতিঃ। শুন ওহে বিপদ্‌-বারণ !
তব পদে এই নিবেদন,—
করাইয়ে সতীর মিলন—
পুণ্যফল যে বা কিছু করিব অর্জ্জন,
সমর্পণ করিলাম স্বামীরে আমার ;
কুহকে আচ্ছন্ন পতি,
অধোগতি-ভয়ে কাঁপে প্রাণ ;
তোমা-বিদ্যমান—
তাই দেব ! পুণ্যফল অর্পিলাম তাঁরে ;
কুহক-বিকারে—
বাঁচা’ও তাঁহারে তুমি অধম-তারণ !
বিষময়-বাসুকি-ফণায়—
আর যেন নাহি বঞ্চি আমরা দুজন।

মহাপুরুষ। সাধন-ব্যতীত সিদ্ধি না হয় অর্জ্জন,
তুমি তাহা ক'রেছ পূরণ ;
তব পুণ্যে—পতি তব—পাপে পাবে ত্রাণ ;
অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী-দেবী !!—তোমা-বিদ্যমান—
মালিন্যের নাহি হবে স্থান,—
দেবত্ব—তাহার করতলে ;—
কুহকের ছলে কি বা করিবে তাহার ?—
কাটিতেছে কুহক মায়ার—ধীরে ধীরে বারেক দর্শনে ;
পার যদি মুছাইতে—
এ জগতে,—এক-মাত্র সতী-অশ্রুধার,
আশীর্ব্বাদ লভিবারে—
পার যদি—এক-মাত্র শোকার্ত্ত আত্মার,
সেই ধর্ম্ম—দান-ব্রত-জপ-তপঃ-সার,—
ফলে তার,—দেবলোক রহে করতলে ;
হেন ফলে তোমরা যুগলে—
অচিরাৎ পাবে পরিত্রাণ। (অন্তর্দ্ধান।)

জ্যোতিঃ। (ধ্যান-ভঙ্গে) হিত-ব্রত-সার,—
মুছাইব অশ্রু অঙ্গনার,—
সাধিব কল্যাণ আজি শোকার্ত্ত-আত্মার,
বিধাতার কৃপা-বারি—শুষ্ক-হৃদে হোক বরিষণ ;
যোগ-বলে ক'রে অচেতন—
সতীরে রাখিগে অগ্রে নিজ-নিকেতনে,
রাজার নন্দনে পরে করিব উদ্ধার। [দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(পর্ব্বত-প্রদেশস্থ অন্ধকূপ।)

অন্ধকূপ-রক্ষণে নিযুক্ত পিশাচদ্বয়।

পিশাচদ্বয়। গীত।

হুঁ হুঁ হূম্ হূম্, ধূঁ ধূঁ ধুম্ ধুম্, ঝমক ঝমক ঝম যাও।
তা তা থই থই, হো হো হৈ হৈ, চমক চমক ঘন বাও॥
ঝন ঝন রণ রণ, হন হন ঠন ঠন,
দাপটে সাপটে ঘন ধাও।
ঝপ ঝপ ঝম্ফে, লপ লপ লম্ফে, রপটে লপটে ফিরি আও

(ত্রিশূল ও কমণ্ডলু হস্তে জ্যোতির্ম্ময়ীর
দ্রুত প্রবেশ।)

জ্যোতিঃ। শুন শুন ভূত-দানা!—
আর যে বা অশরীরি-প্রাণী—
নিয়োজিত রহ সবে কূপের রক্ষণে ;—
কার্য্যে মোর নাহি হও বাদী ;
চন্দন ত্যজিয়ে—যাঁর বিভূতি ভূষণ,

মণি ত্যজি—ফণী যাঁর অঙ্গ-আভরণ,
হলাহল-পানে—
রাখিল স্বজনে,—যেই দেব-যোগেশ্বর,
সেই বাঘাম্বর—ঈশানের দাসী আমি ;
হের করে, শোভে তাঁর ত্রিশূল ভীষণ।
ছাড় পথ,—আদেশ আমার নাহি করহ লঙ্ঘন,
বিপরীত ফল হবে তায়,
ভূতযোনি না রহিবে আর।

(পিশাচদ্বয়ের করযোড়করণ)।

(স্বগত) নিবারিত ভূত-অত্যাচার,
এইবার রাজ-পুত্রে করিব উদ্ধার।

(কূপের নিকট যাইয়া)

বদ্ধ কূপ-মুখ হেরি যাদু-মন্ত্র-বলে।
(প্রকাশ্যে) শুন শুন ঈশান-শোভন !
শ্রেষ্ঠ তুমি প্রহরণ-মাঝে,
মন্ত্র-বলে বদ্ধ কূপ-মুখ,
ভেদ ত্বরা কূপ-আবরণ ;
ঈশান-আদেশে,—
উদ্ধারিব রাজার নন্দনে।

(ত্রিশূল-ত্যাগে ভীষণ-শব্দে কূপাবরণ উন্মুক্ত হওন ও
ত্রিশূলের ঊর্দ্ধে গমন।)

(স্বগত) সিদ্ধ কার্য্য মোর,—
তাই শূল ছুটিল বিমানে—
শোভিতে পিনাকি-করে পুনঃ।

(পিশাচদ্বয়-প্রতি) শুন শুন ঈশান-কিঙ্কর !
রাজ-পুত্র রহে রুদ্ধ কূপের ভিতর,
কর তারে ত্বরা উত্তোলন।

(পিশাচদ্বয়ের কূপ-মধ্যে অবতরণ।)

জ্যোতিঃ। (স্বগত) অতিক্লেশে অবসন্ন রাজার নন্দন,
যাতনায় বুঝি তার—নাহিক চেতন,—
বুঝি তাঁর—কাতর-বচন—
তাই নাহি পশিছে শ্রবণে ?—
কূপ-মাঝে আলোকের সনে—
কুমারের নাহি পরিচয়,—
সমীরণ ডরে দূরে বয় ;
ওঃ !!—উঠে তাপ অনল-সমান,
পূতি-গন্ধ নাসা-রন্ধ্রে হয় ধাবমান,—
মূর্ত্তিমান্ যম-দণ্ড মরত-ভুবনে ;—
মশক-ঘোষণে, উঠে মনে নরকের গান,
হেন তীব্র-যাতনা-প্রদান—
করে নারী প্রেম-লাভ-তরে ?—
ছি ছি—নারীর প্রকৃতি—

(বিভোরকে পিশাচদ্বয়েব উত্তোলন।)

বসতি না করে তার কঠিন-অন্তরে ;
(পিশাচদ্বয়-প্রতি) যত্ন-ভরে রাজ-পুত্রে করহ স্থাপন,

(পিয়াচদ্বয়ের বিভোরকে ভূতলে শায়িত-করণ।)

(স্বগত) যুক্তি তারে সলিল-সিঞ্চন,
যাতনায়—পিপাসায়—ওষ্ঠাগত প্রাণ,

পিনাকীর পাদোদকে পাবে ত্বরা জ্ঞান ;
(প্রকাশ্যে) কর পান পাদোদক রাজার নন্দন !
(পাদোদক দান।)

বিভোর। (প্রশ্বাস ত্যাগ করতঃ) হাঃ !

জ্যোতিঃ। (স্বগত) জয় জয় জগৎ-কারণ !!
কৃপায় তোমার পেয়েছে চেতন ;
(বিভোর-প্রতি) শুন ওহে রাজার নন্দন।
মেল তব যুগল-নয়ন,
দুঃখ-নিশা আজি তব হ'ল অবসান।

বিভোর। ওঃ ভগবন্ ! সন্তান-বেদনা—
বাজে না কি অন্তরে তোমার ?

জ্যোতিঃ। (স্বগত) জয় জয় জগৎ-ঈশ্বর !!
কে বা কহে তোমার অন্তর—
বিচলিত নহে কভু মানব-রোদনে ?—
সুকঠোর-সংসার-বেদনে—
ডাকে যদি নরে—পূর্ণ-প্রাণে তাঁরে,
ভোলানাথ ভুলিতে কি পারে ?—
ভক্ত-ব্যথা—শেল বাজে বুকে ;
ধন্য, ধন্য তুমি—ওহে জগৎ-কারণ !!
ধন্য তুমি !!—ত্রিতাপ-হরণ !
ধন্য তব—নাম-সঙ্কীর্ত্তন, ধন্য তব—ভক্তের জীবন,
পুনঃ কহি—ধন্য তুমি—কৃপার আধার !
পর-দুঃখ-বিমোচন-ভার—
অর্পিলে এ হীন-তনয়ারে।

(বিভোর-প্রতি) শুন শুন রাজার তনয় !
না কর সংশয়,—
দুঃখ তব পশিয়াছে স্থানে ;
মজ্জমানে করিতে উদ্ধার—
হের আমি প্রেরিতা ভোলার,
হের মুক্ত এবে তুমি নরক হইতে।

বিভোর। আরে আরে নিদারুণা-নারি !—
রাখ রে চাতুরী,
দয়া কোথা পিশাচী-অন্তরে ?—
দূরে—দূরে—কবহ গমন,
হেরিব না—কলুষিত তোর ও বদন,
প্রাণ পণ,—পাপ-আশা হবে না পূরণ ;
ওঃ ভগবন্ !—
শক্তি দাও তনয়ে তোমার—
পিশাচিনী-অত্যাচার সহন-কারণ।

জ্যোতিঃ। উঠ উঠ রাজার নন্দন !
কর হৃদে প্রত্যয়-স্থাপন,—
দুঃখ-নিশা হ'ল অবসান,
দৃশ্যমান হের সুখ-রবি ;
স'য়েছ যে অত্যাচার নীরব-হৃদয়ে,—
এস পাশরিবে তায়—
মিলি তব প্রিয়তমা-সনে।

বিভোর। (উঠিয়া) একি !!—ভৈরবীর বেশে ভুলাইতে মোরে,—
কি বা ছল পাতিছ হে নারি !—

বুঝিতে না পারি,—কি বা ছলে—ছল তুমি ;
আঁখি-পালটিতে,—
বিচ্যুত ক'রেছ তুমি প্রিয়া-সম্মিলনে ;—
ছিল সাধ—ঢালিতে জীবনে—
ঈর্ষা-রূপ তীব্র-হলাহল,—
বিলাসীর বামে ধরি পাতি মায়া-ছল,—
দেখাইলে করিয়ে কৌশল—
মায়ার সৃজিতা মোর প্রাণের প্রতিমা ;—
সে প্রয়াসে হইয়ে বিফল—
কি বা নব-ছল পাতিছ কামিনি !
হে ভামিনি ! ক্ষমা-দানে—
বারেক নেহার মোরে করুণা-নয়নে।

জ্যোতিঃ। বৎস ! চিন্তা নাহি কর আর ;—
সাধ্বী সতী—পত্নী তব—
মুক্তা এবে কৃপায় ভোলার ;
মায়াবিনী-ছলে, বিপদের কোলে,—
নিপতিতা হ'য়েছিল পতি-পরায়ণা ;
সঙ্কোচ ভেব না,—
দেবদেব মহাদেব কৃপা করি দান—
রেখেছেন সতীর সম্মান ;—
দ্বিধা মনে নাহি কর জ্ঞান ;
দেব-দান—পূর্ণ-প্রাণে করিও গ্রহণ।
হে রাজ-নন্দন ! হের তাঁর কৃপা-নিদর্শন,
হের বহে স্বাধীন-পবন,

স্বাধীন-ভুবনে হের স্বাধীন-তপন,—
ক'রে কর-বিতরণ—
জগ-ছবি করিছে প্রকাশ ;
বিহঙ্গের শুন পুনঃ স্বাধীন-উচ্ছ্বাস ;—
নিরাশ না রহ আর রাজার কুমার !
স্বাধীন-ভুবনে তুমি করিয়ে বিহার—
শুভক্ষণে শ্রীপদে ভোলার—
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দেহ উপহার ;—
মায়াবিনী-অত্যাচার—
সহিবারে আর নাহি হবে হে জীবনে ;
শুভক্ষণে প্রণয়িনী-সনে—
এস হে মিলিবে পুনঃ মধুর-মিলনে।

বিভোর। কে মা ! ভীমা—আজি তুমি—ভৈরবীর বেশে—
উদ্ধারিতে অধমেরে এই পাপ-দেশে,—
এসেছ গো পাবক-রূপিণি !
নয়নের কোলে তব ঝলকে দামিনী,
টলিছে মেদিনী যেন পদ-যুগ ভরে ;
কোটি-প্রভাকর খেলিছে শরীরে,—
তেজঃপুঞ্জ-তনু অনুপম,—
মাগো ! মম যুগল-নয়ন,—
ঝলসে এ স্বর্গীয়-প্রভায় ;
কে মা ! তুমি আসিয়ে কৃপায়—
মুক্তিদান করিলে আমায় ?—
নাশিলে মা ! দুঃখ-তমঃ হৃদয়-কন্দরে ?

বরাভয়-করে—বরদে! আমারে—
ভয় হ'তে রাখিলি অভয়ে!
অধম তনয়ে তোর প'ড়েছে কি মনে?—
চিনেছি মা! বিপদ্-বারিণি—
তুই সেই জগৎ-জননী;
প্রণয়িনী পূতা তব পবিত্র-পরশে,
অনলে মালিন্য নাহি বসে;—
অসন্দিগ্ধ-প্রাণে তাহা করিব গ্রহণ—
তুমি মাতঃ! দিবে যা আমারে;
অন্ধকারে বঞ্চি নিশি-দিন—
দৃষ্টি-হীন আলোকে নয়ন;—
সন্তানের কটু-বাণী—
জননি!—ক'রো না তুমি হৃদয়ে গ্রহণ;
প্রিয়তমা-দুঃখ-ভার করিয়ে মোচন—
মম দুঃখ করিলে হরণ;—
বুঝি মম মাতার সদনে—
সমভাবে ঋণী আমি?

জ্যোতিঃ। ঈশানীর সেবিকা দুঃখিনী,
ইহা বিনা নাহি মম অন্য পরিচয়,
নৃপতি-তনয়! এবে এস মম সনে—
মিলিবারে সুখের মিলনে,—
রাখিয়াছি প্রণয়িনী তব নিকেতনে।

বিভোর। প্রণয়িনী মম নিকেতনে!!—
বিপদেতে পেয়েছে নিস্তার!!—

সত্য মম হ'য়েছে উদ্ধার !!!—
মায়াবিনী সত্য সত্য পশিবে না আর ?—
কি দিয়ে শুধিব ধার জননি ! তোমার—
সেহারি তোমারি যে গো জগৎ-সংসার ;
ধরে না আনন্দ-ভার—
লহ—লহ—যা আছে—আ—মা—র। (মূর্চ্ছা)

জ্যোতিঃ। সুখের আঘাতে—
অভিভূত—অচেতন—রাজার তনয়,
তাহে পুনঃ অনাহারে দুর্ব্বল হৃদয় ;—
এই ত সময়,—
হে পিশাচদ্বয় !
যেই ভাবে ক'রেছিলে ইহারে হরণ,—
সাবধানে সে উদ্যানে—
সেই ভাবে করি এস কুমারে স্থাপন,—
পিনাকীর প্রীতি তাহে করিবে অর্জ্জন।

(জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রস্থান ও বিভোরকে লইয়া পিশাচদ্বয়ের তদনুসরণ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

ঢুণ্টিরাজ ও দিক্-সুন্দরীর প্রবেশ।

ঢুণ্টি। প্রাণেশ্বরি!

দিক্। ওমা!!—সে কি কথা গো?—এমন কথাও ত কখন কারো কাছে শুনি নি!

ঢুণ্টি। প্রেয়সি!—যদি তুমি ভুবন-মোহিনী সুন্দরী হ'তে, তাহ'লে অনেকেই তোমার কর্ণে এ কথা বর্ষণ ক'র্‌তো।

দিক্। তবে তোমার "প্রাণের সিঁড়ি" মানে—"ডাকের সুন্দরী"?

ঢুণ্টি। আর একটু,—প্রাণের উপর ষোল আনা মালিকী, হর্ত্রী—কর্ত্রী—দণ্ড-মুণ্ডের বিধাত্রী।

দিক্। রাজাইত দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা—"প্রাণের সিঁড়ি" মানে কি রাজা?—দূর—তা কেন হ'তে যাবে,—বরং রাণী বল।

ঢুণ্টি। অয়ি মরাল-গামিনি! প্রাণের রাণি!—আমার ভুল হ'য়েছে।

দিক্। আবার "মরণ-গাইনী" ব'লে গালাগালি দিচ্চ?—আমি ম'রব?—আমি গাই-গরু?—আমি ঘাস খাই?—বটে?—

ঢুণ্টি। (স্বগত) আঃ—রস-বোধ করিয়ে পিরীত-করা ঝক্‌মারি। (প্রকাশ্যে) ওরে!—গাল্ নয় রে,—এ সব পিরীতের বুক্‌নি।

দিক্। তা তুমি কতক্‌গুলো আবোল্ তাবোল্ বক্‌চ—আমায় ভাল কথা ব'ল্‌লে—কি গাল্ দিলে—কেমন ক'রে বুঝ্‌বো? আমি পিরীতের ঘুগ্‌নি খেতে চাই নে।

ঢুণ্ডি। দেখ প্রেয়সি !—তুমি মাঝে মাঝে আমার কথায় বাধা দিয়ে, রসভঙ্গ ক'রো না,—যা ব'ল্‌চি—ভাব্‌টা শুনে যাও।

দিক্। তা তোমার গাল্ না দিলেই হয় ?—আমি "মরণ-গাইনী" শুন্‌তে চাই নে, আমায় গাই-গরু বলে গাল্ দিও না,—আমিও তোমার রস-ভঞ্জন ক'র্‌বো না।

ঢুণ্ডি। আচ্ছা,—আমি আপোষে মিটিয়ে নিলুম—যা ;—অয়ি পূর্ণ-চন্দ্র-বদনি !—

দিক্। বটে রে পুন্ন-চন্দর-বদ্দনে !—বটে ?—আবার ?—আবার গালাগাল্ ?

ঢুণ্ডি। আবার ?—আবার রসভঙ্গ ক'ল্লি।

দিক্। তা ব'লে তুমি আমায় পুন্ন-চন্দর-বদ্দনী ব'ল্‌বে ?—আমার মুখখানা কি চাক্-চাকুন্দী চাঁদের মত মাল্‌সাপানা ? বটে ?—

ঢুণ্ডি। ওরে—ও গাল্ নয়, ওসব রাজসই পিরীতের বুলি।

দিক্। আমি তোমার রাজসই-পিরীতের ডুলি চ'ড়্‌তে চাই নে ;—কবে বল্‌বে—"ধূমকেতু-বদ্দনী"।

ঢুণ্ডি। না—আমার পিরীত করা হ'ল না ;—"প্রাণেশ্বরী" বুঝ্‌বে না—"মরাল-গামিনী" ব'ল্‌তে পাব না,—"পূর্ণ-চন্দ্র-বদনী" ব'ল্লে গালাগাল্।—হায় ! হায় !!—পিরীত করি কি ব'লে ? ওরে পূর্ণ-চন্দ্র-বদনী মানে মাল্‌সা-মুখী নয় ;—আচ্ছা,—অমাবস্যার রাত্রি দেখেচিস্ ?

দিক্। দেখেচি।

ঢুণ্ডি। অমাবস্যার চাঁদ দেখেচিস্ ?

দিক্। দূর—অমাবস্যেতে কি চাঁদ উঠে ?

ঢুণ্ডি। আচ্ছা,—পূর্ণিমার রাত্রি দেখেচিস্ ?

দিক্‌। তা কেন দেখ্‌বো না?

ঢুণ্টি। পূর্ণিমার চাঁদ দেখেচিস্‌?

দিক্‌। তা আর দেখি নি?—জোচ্ছনায় ফিনিক্‌ ফোটে।

ঢুণ্টি। এখন বল্‌ দেখি, অমাবস্যার ঘুট্‌ঘুটে-রাত্তির ভাল?—না পূর্ণিমার ফুট্‌ফুটে-রাত্তির ভাল?

দিক্‌। পুন্নিমের জোচ্ছনার রাত্তির ভাল।

ঢুণ্টি। এত বুঝিস্‌—আর "পূর্ণ-চন্দ্র-বদনী"র মানে বুঝিস্‌ নে? পূর্ণিমার চাঁদের মত জোচ্ছনা-মাখা মুখখানি যার,—তেমন ধারা ফিনিক্‌-ফোটা সুন্দর মুখখানি তোর,—এমন যে তুই,—সেই তোকে—তাই ব'লে ডাকা হ'চ্চে—এখন বুঝ্‌লি?

দিক্‌। তা তোমার ঐ থালীর মধ্যে হাতী—আমি কেমন ক'রে বুঝ্‌বো?

ঢুণ্টি। তাই ত বল্‌চি?—রসভঙ্গ করিস্‌ নি,—শুনে যা।

দিক্‌। আচ্ছা বল।

ঢুণ্টি। প্রাণ খুলে বলি?

দিক্‌। বল।

ঢুণ্টি। অয়ি প্রাণেশ্বরি!—পূর্ণ-চন্দ্র-বদনি!—

দিক্‌। আমার নজ্জা ক'চ্চে।

ঢুণ্টি। চুপ্‌ চুপ্‌—শুনে যা,—অয়ি প্রাণেশ্বরি!—পূর্ণ-চন্দ্র-বদনি!—মরাল-গামিনি!—

দিক্‌। ও দুটো ত বুঝ্‌লাম,—"মরণ-গাইনী" মানে কি?

ঢুণ্টি। "মরাল" অর্থে হাঁস—সেই হাঁসের মতন মন্থর গমন যার,—এমন চলন-বিশিষ্টা তুই,—শুনে যা,—

দিক্। শুন্‌বো কি ?—আমি কি খোঁড়া,—যে হাঁসের মতন দুপা নেংচে চল্‌বো ?

ঢুণ্ডি। বালাই—তুই কেন খোঁড়া হবি ?—এ কবির উক্তি, কবি ব'লেছেন,—গতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ-গতি মরাল-গতি,—তাই তোকে মরাল-গামিনী বল্‌চি—বুঝ্‌লি ?

দিক্। (স্বগতঃ) আজ এমন ক'চ্চে কেন ? ডাইনীর হাওয়া লাগে নি ত ? (প্রকাশ্যে) তোমার "কবি পাঁচালি" রাখ, আমি "মরণ-গাইনী" হ'বো না।

ঢুণ্ডি। তবে তুই আমায় প্রাণ খুলে ব'ল্‌তে দিলি নি ?—হায় !!—বুঝি এজন্মেরমত আর আমার "মরাল-গামিনী" বলা হ'লো না ? প্রাণ রে ! তুই বেরো—হা হতোঽস্মি। (কৃত্রিম মূর্চ্ছা)

দিক্। (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো আমার কি সব্বনাশ হ'ল গো ?—তোমরা সকলে এস গো, আমার দুর্দ্দশা দেখে যাও গো।

(হর-সুন্দরীর প্রবেশ ও ঢুণ্ডির উপবেশন।)

হর। কি হ'য়েচে বৌ !—কি হ'য়েচে ?—কি বলে ভাল—কাঁদিস্ কেন ?

দিক্। ছ্যাখ্ তোর দাদা কেমন ক'চ্চে—থালি "প্রাণ যায়" "প্রাণ যায়" ডাক্ ছাড়্‌চে।

হর। দেখ্‌লি বৌ ! আমি কবে মর্‌বো কেবল তাই জানি নে ?—আমি পই পই ক'রে ব'লিচি যে দাদাকে—কি বলে ভাল—এখন রাজ-বাড়ীতে যেতে দিস্ নে,—তা সে কথা তুই কাণেই তুল্লি নি—এখন কি সেখানে মানুষে যায় ?—এখন কিছু টোট্‌কা-টুট্‌কি কর, একখানা—কি বলে ভাল—হলুদ-পোড়া

নাকের কাছে ধর্। তুই ব'ল্লে বিশ্বাস করিস্ নি বৌ!—
এ হাওয়া কি আজ লেগেছে?

ঢুণ্ডি। (দাঁড়াইয়া) এই যে, ঝড়ের আগে দৌড়েচেন্,—আর "টক্ থাই" "টক্ থাই" ক'রে আমার ধরা-মাথা ধরাস্ নি, তুই যা—আমি ভাল হইচি—

হর। তা ভাল থাক্‌লেই—কি বলে ভাল—ভাল দাদা!

(হরসুন্দরীর প্রস্থান।)

ঢুণ্ডি। (নেপথ্যাভিমুখে হর'কে লক্ষ্য করিয়া) অঁ্যা,—জ্ঞান দিতে এসেছেন, (দিক্-প্রতি) ছাখ্ দিকি কি অপ্রস্তুতটাই ক'র্‌তিস্?—হায়!!—আমার আর পিরীত সইলো না।

ঢুণ্ডি। গীত।

ছার-কপালে, বুঝি আমার, পিরীত সইলো না।
আমার নাক্-মোচ্‌ড়া, কাণ্-মোচ্‌ড়া,—ধারে যাব না,(ব্যস্)
পিরীতের হাওয়া, গায়ে লাগ্‌তে দোবো না॥
ঘোর-তুফানে প'ড়ে যবে হাবু-ডুবু খাই,
কেউ তুল্‌বে টেনে, ভেবে মনে, চারিদিকে চাই,
(আমায়) দিয়ে সাজা, ছাখে মজা, টেনে তোলে না,—
কেউ মোর আর, ধারে ঘ্যাঁসে না,—
কেউ মোরে, ফিরে ছাখে না॥

দিক্। ভাব্‌চো মনে, ক'র্‌বে খতম্, পিরীতের ধার?
পাতায় পাতায়, বেড়ে গ্যাছে, জেরটি জে'ন তার।
ধে'রো হ'য়ে, পালিয়ে গিয়ে, পার্‌টি পাবে না,—
প্রাণনাথ! এড়িয়ে যাবে না, কোথা যাবে বল না॥

দিক্। ত্মাথ, আমার ত' একে নদী-কূলে বাস হ'য়েচে, তুমি রাজ-বাড়ী গেলে আমার ধড়ে প্রাণ থাকে না, তাতে "প্রাণ যায়" "প্রাণ যায়" ডাক্ছাড়লে—আমাতে কি আব আমি থাকি ?—ধাতে ধাত থাকে না যে ?

ঢুণ্ঢি। দূর নেকি!—আমার কি সত্তি সত্তি প্রাণ যাচ্চে ?—এ পিরীতের প্রাণ-যাওয়া—অমন দণ্ডে দণ্ডে দু-চার্-বার যায়।

দিক্। তা তোমার এই বয়সে যে প্রাণ-খোয়ান-পিরীত আবার চেগে উঠ্বে, তা আর আমি কি ক'রে বুঝ্বো বল ?—আমি বলি বুঝি সত্তি সত্তি অসুখ ক'চ্চে ?

ঢুণ্ঢি। ওরে!—আমায় রাজার হাওয়া লেগেছে, আমার রাজার প্রাণ,—দণ্ডে বিশবার যায়,—আর আমার জন্মের মধ্যে একটিবার গেলেই যত দোষ ?

দিক্। না—তোমার রাজার হাওয়া, অতি বড় শত্তুরকেও যেন না লাগে।

ঢুণ্ঢি। না রে!—রাজা আর সে রাজা নেই ?

দিক্। কেন ?—ভেক্ নিয়েছে নাকি ?

ঢুণ্ঢি না রে!—এখন রাজার পাথরে পাঁচ কিল—খোরায় তিন লাথি।

দিক্। কেন ?—কেন ?—

ঢুণ্ঢি। আমাদের রাণীর সন্ধান হ'য়েচে।

দিক্। সত্তি—সত্তি—সত্তি—নাকি ?—কে সন্ধান দিলে ?

ঢুণ্ঢি। আছে—ঘটক আছে—(কর্ণে কথন)।

দিক্। বটে ?—আচ্ছা ঠ'কেচে ত ?—তা এতক্ষণ আমায় ব'ল্তে নেই ?

ঢুণ্টি। আরে—কথাগুলো পেটে গজ্‌গজ্‌ ক'চ্ছিল,—তাই বল্‌তেই ত যাচ্ছিলাম—তা তুই লোক জড় ক'রে যে ঢলান্‌টা ঢলালি ?

দিক্। ঢলালাম্ আমি—না তুমি ? তা যা হ'ক—রাণীকে এখনও আন্‌তে যায় নি ?—পুরুষগুলো কি ?—ওরা না থাক্‌লে, মেয়েমানুষের হাড় জুড়ো'ত ; বলে—ম্যা করে "ঝি ঝি" আর ঝি করে—কি বঁলে না ?—তাই হ'য়েচে আমাদের রাণীর।

ঢুণ্টি। না—রে !—রাণীর বিরহে রাজার অন্তরে ইদানীং বিরহের অন্তঃসিলে বইছিল ; উৎকট-বিরহে রোজ্‌ সজ্‌নে-ফুলের মালা গাঁথ্‌তো, রাণী এলে গলায় দিত, আস্‌ত না, কি করে ?—সেই বাসি-সজ্‌নে-ফুলের মালা নিয়ে, রোজ্‌ সড়্‌সড়ী রেঁধে খেত ; সেই বাসি-সজ্‌নে-ফুল খেয়ে খেয়ে—রাজার দারুণ অম্লশূল ধ'রেছে ;—মদন-কবিরাজ ব্যবস্থা পাঠিয়েছে—রাণীর মিলন-আফিমের মাত্রা—একটু না প'ড়্‌লে, সে রোগ আর কিছুতেই সার্‌বে না—তাই দায়ে প'ড়ে রাজা তাঁকে আন্‌তে যাবে—এদিকে রাজার অগোচরে ধাত্রী-ঠাক্‌রুণ কুমারকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের পিছনে যেতে চাচ্ছেন,—বুঝ্‌চিস্ ?

দিক্। তোমার উপকথা একটু একটু বুঝ্‌তে পেরেছি ; আহা !!—এমন দিনই হ'ক্—ঘরের লক্ষ্মী, ঘরে ফিরে এসে—আপনার ছেলে কোলে নিগ্—রাজারও অম্বল-শূল সারুক। ধাত্রী ঠাক্‌রুণ ঠিক্ ব'লেছে—ছেলের মুখ দেখ্‌লে রাণী সব ভুলে যাবে ;—তা তোমরা কখন যাবে ?

ঢুণ্টি। যেতে ত ব'লেছে কা'ল ভোরে—এদিকে আমার "হীড়িৎ-কম্প" হ'চ্চে।

দিক্। কেন—কেন ?—আনন্দের দিনে তোমার আবার "হীড়িং-কম্বল" কেন ?—এক নম্প মেরে চলে যাও।

ঢুণ্ডি। তুই ত শাদা-কথা ব'ল্লি—"এক নম্ফ মেরে চলে যাও" এ দিকে ডাইনী-বেটী রাণীকে চিন্‌লে কি রক্ষে রাখ্‌বে ? তখন রেগে পক্‌পকে হ'য়ে, যাকে সাম্‌নে পাবে—ধ'র্‌বে—আর টপাটপ্ গালে পূর্‌বে।

দিক্। তা পোরে পূর্‌বে—না হয় ডাইনীর পেটেই পচ্‌বে—তা ব'লে কি পির্‌থিমীতে এসে একটা ভালকায ক'র্‌বে না ?

ঢুণ্ডি। ওরে আমার কাঁচা-সোণা !—তোর এই গুণেই ঢুণ্ডিরাজের এত দেনা,—আনন্দের দিনে দেখিস্ প'র্‌বি কত গহনা—সোণা তোর গায়ে আর ধর্‌বে না—দেখ্‌বি, গব্য-রসের জন্যে আর তোকে ঘুঁটের ছা'য়ে দাঁতমাজ্‌তে হবে না।

দিক্। তবে কেন আজই যাও না ?

দিক্। গীত।

হ'ল আজ আমার সুফল।
না চাইতে মেঘে জল ঝরে অবিরল ॥
গাছে না উঠ্‌তে কান্দী, আর কি নাথ ! আমি কাঁদি,
বাঁধি বুক্ সাহস দিয়ে বাড়াও মনের বল ॥

ঢুণ্ডি। থাক্‌লে পরে কাণ, কাঠির বাড়ে কত মান,
কায বিনে কেউ কুটোটাকে, ছায় না পায়ে স্থান।
কায-কিন্‌তে, আসে ধেয়ে, তেষ্ণা-পানে জল ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কৃত্রিম-শৈল-পার্শ্বস্থ চন্দ্রাতপ-তলে নিদ্রিতাবস্থায়
বিভোর ও বিভোরা আসীন।)

সখীগণের প্রবেশ।

১মা সখী। ফলিয়াছে সন্ন্যাসিনী-বাণী,
রেখেছিনু একাকিনী সখীরে আমার ;—
শূন্য-পথে হের ঐ এসেছে কুমার ;
প্রসূন-যুগল—বাস করিয়ে বিস্তার—
ফুটিয়াছে হের পুনঃ ঢল-ঢল-ভাবে,
সৌরভ-প্রভাবে সখি ! আকুলিত প্রাণ।

২য়া সখী। সত্য সখি !—মায়ার এ খেলা ;
নিদ্রা হ'তে প্রিয়সখী জাগিবে যখন,—
যবে সখি !—যুবরাজ পাইবে চেতন,—
ভৈরবীর উপদেশ করিও স্মরণ ;—
জানা'ও না কভু দোঁহে এই অঘটন।

১মা সখী। আছে হৃদে সকল স্মরণ,—
দেবীর আদেশ কে বা করিবে লঙ্ঘন ?
ছিল ডর—রাজা-রাণী-তরে,—
দেবী নিজে নিবারণ করিয়ে দোঁহারে—
সেই ভয় ক'রেছে মোচন ;
হইয়াছে মন উচাটন,—
চল সবে জাগাই যুগলে।

২য়া সখী। (১মা সখী-প্রতি) বৃদ্ধ-রাজা—সচঞ্চল-মতি,
বৃদ্ধা রাণী—সচঞ্চলা অতি,
জানাও উভয়ে তুমি শুভ-সমাচার ;—
বধূ-সনে তাঁহাদের প্রাণের কুমার—
দেবীর কৃপায় কুঞ্জে ফিরেছে আবার ;
জাগরণ-ভার,—লইলাম আমরা সকলে ;—
সঙ্গীতের ছলে তাহা করিব সাধন।
১মা সখী। মোর নাহি ললাটে লিখন ;—
ছাখ্‌ তোরা বিরহান্তে প্রথম-মিলন। [প্রস্থান।

সখীগণ। গীত।

খেলিবে দামিনী নীরদ-অঙ্গে।
মাতিবে অলি—ফুল-সঙ্গে ॥
কুমুদিনী কুতুকিনী, হবে হেরে নিশামণি,
ভাসিবে প্রেম-তরঙ্গে।
যামিনী হৃদে শশী, ঢালিবে সুধা-রাশি,
উজলিবে দশদিশি রঙ্গে ॥

বিভোর। (নিদ্রাবেশে) হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা—কি দেখাব আর ?
লহ—লহ—যা আছে—আ—মা—র।
(জাগ্রত হইয়া স্বগত) এ কি !!—টুটেছে কি মায়ার স্বপন ?—
ভাসিছে নয়নে হেরি প্রিয়ার বদন,
পশিছে শ্রবণে পুনঃ বিহঙ্গিনী-তান,
সঙ্গিনীর গান—
ভাসে পুনঃ শুনি দূর সান্ধ্য-সমীরণে ;—

পরিমল বহিয়ে যতনে—
পুলকে পবন পুনঃ ধরিছে নাসায় ;—
নীলাম্বরে হেরি পুনঃ পূর্ণ শশধরে—
তারা-সনে হাসিবারে বিমল-বিভায়।
(প্রকাশ্যে) হে সঙ্গিনীগণ! কহ স্বরূপ আমায়,—
কোথা আমি করি অবস্থান ?

২য়া সখী। উদ্যান-মাঝারে তুমি বঞ্চিছ কুমার!

৩য়া সখী। তবু ভাল—
কেটেছে আবেশ তব সুদীর্ঘ নিদ্রার।

৪র্থা সখী। হেন প্রশ্ন কি বা হেতু কর যুবরাজ ?

বিভোর। (৪র্থা প্রতি) দেখিয়াছি আজি সখি! অতি দুঃস্বপন।

বিভোরা। (নিদ্রাবেশে) কহ গো জননি!—
কোন্ ভাবে—রাখিয়াছে—তাঁরে—মায়াবিনী ?—
নিরাপদ্—রহে ত—সে স্থান ?

বিভোর। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া)
মায়াবিনী!!—উপযুক্ত দিব প্রতিফল,
দেবীর আশীষ্ কভু নহেক নিষ্ফল ;—
এ ভবনে মায়ার না রবে অধিকার।

বিভোরা। (নিদ্রা-ভঙ্গে স্বগত) বিচঞ্চল-হৃদয়!—আমার,—
হও স্থির,—হের বীর-মোহন-মূরতি,
টুটিয়াছে মায়ার স্বপন,
হের ঐ—মনোবিমোহন ;—
শৈশব-সঙ্গিনীগণ হের চারিধারে,
(প্রকাশ্যে) কহ নাথ!—আর নাহি ত্যজিবে দাসীরে ?

দুঃস্বপন-ভরে মম আকুলিত প্রাণ ;—
কহ স্থান—চিরদিন—দিবে মোরে পায় ?

বিভোর। (অসি কোষস্থ করিয়া) ছাড়িলে কি তোরে ছাড়া যায় ?—
আরে মোর প্রাণের পুতলি !
প্রাণেপ্রাণে—গাঁথা প্রাণ—জান ত সকলি ;—
আমিও হেরেছি কুস্বপন ;—
তাহে যে বা বিচঞ্চল মন,—
জানে মাত্র হৃদয় আমার ;—
তোমারো স্বপন কি হে আমার প্রকার—
বিচ্ছেদের পারাপার ছিল ব্যবধানে ?

বিভোরা। স্বপ্নে মম—ছিল এক—লম্পট—কু-জন,
ছিল স্বপ্নে—বিপদে পতন,
ছিল স্বপ্নে—দেবী-দরশন,
ছিল স্বপ্নে—কৃপাময়ী দেবীর উদ্ধার ;—
বিচ্ছেদের পারাপার—ছিল ব্যবধানে ;—
হেন ছবি—ছিল কি হে—তোমার স্বপনে ?

বিভোর। একছবি—কিন্তু প্রিয়ে !—বিভিন্ন বরণে ;
মম স্বপ্নে—ছিল মায়াবিনী—
কুহকিনি—প্রেম-ভিখারিণি,—
স্বপ্নে মোর—দেবীরূপা ছিল সন্ন্যাসিনী,—
বিলাসীর পাশে ছিল—মূরতি তোমার ;—
ছিল স্বপ্নে—অন্ধকূপে নিগ্রহ অপার,
স্বপ্নে ছিল—দয়াময়ী-দেবীর উদ্ধার,—
বিচ্ছেদের পারাপার—ছিল ব্যবধানে।

বিভোর ও বিভোরা। অদ্ভুত স্বপন-লীলা হেরেছি দুজনে।

২য়া সখী। স্বপন-বর্ণনে—
পোহাইবে রাতি কি হে ভাব দোঁহে মনে ?
সঙ্গিনীগণের সনে—
আলাপনে যদি নাহি রহে প্রয়োজন,
চ'লে যায় সবে—স্থান করিয়ে নির্জ্জন।

বিভোর। প্রাণের সঙ্গিনীগণ !—
অপরাধ ক'রো না গ্রহণ ;—
মধু-কণ্ঠ কর বরিষণ,—
জুড়াও শ্রবণ-মন গীতের লহরে,
সুমধুর-স্বরে—
বঞ্চিত শ্রবণ যেন কত যুগ-ধ'রে।

২য়া সখী। সেইমত ব'স যুবরাজ !—
ব'সেছিলে যেইমত করিয়ে বেষ্টন,—
নিদ্রা-বশে হ'য়েছিলে—
তোমরা যুগলে যবে ঘোর অচেতন ;—
গীত-রূপে হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস—
কণ্ঠ হ'তে আপনি যে হইবে প্রকাশ।

বিভোর। (২য়া সখীর প্রতি) ভাল সখি ! পূরাইব তব আকিঞ্চন ;
(বিভোরার প্রতি) ভেঙ্গেছে স্বপন—প্রিয়ে !—দুঃখের নিশার,
ব্যবধানে বিচ্ছেদের নাহি অন্ধকার,—
মৃদু-হাসি হের হে ঊষার,—
সুখ-রবি স্বর্ণ-কর করিছে বিস্তার।
সেই কদাকার-ভীমা-যামিনী-মাঝারে,—

প্রাণ-সম হারা'য়ে তোমারে,
ছিনু প্রিয়ে! তমঃ মাঝে শবের প্রকার ;
(গলদেশে হস্ত-স্থাপন করিয়া) প্রাণেশ্বরি! বিরহের দুরন্ত-স্বপনে—
কত দুঃখ পেয়েছিলে আমার বিহনে ?

বিভোরা। (বিভোরের গলদেশে হস্ত-স্থাপন করতঃ)
প্রাণেশ্বর! বিরহের ভীষণ-স্বপনে—
যত দুঃখ পেয়েছিলে আমার বিহনে।

সখীগণ। গীত।

বিভোর-শশধর দেখ সুধা—ঢাল্‌চে যত।
বিভোরা ছাখ্ চকোরী, চাঁদের কাছে চাচ্চে তত॥
মাতোয়ারা অলি-বঁধু, ফুলে পান ক'চ্চে মধু,
হেসে ফুল পড়্‌চে ঢলি—মুদ্‌চে নয়ন লাজে নত॥
প্রফুল মাতায় পবন, সৌরভে আমোদি মন,
মধুরে খেল্‌চে সখি!—মাধুরী মনের মত॥

প্রথমা-সখীর প্রবেশ।

১মা সখী। প্রমোদে প্রমত্ত-প্রাণ প্রেমিক-প্রবর!—
জনক-জননী তব দরশন-আশে—
বঞ্চিছেন উদ্যান-আবাসে ;
চল ত্বরা—দোঁহে অতি অস্থির-অন্তর।

বিভোর। (বিভোরার প্রতি) চল প্রিয়ে! বন্দি গিয়ে—
জগতের জীবন্ত দেবতা।

বিভোরা। ফেরে ছায়া—কায়া চলে যথা।

[সখীগণসহ উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যোগোদ্যান।

(জ্যোতির্ম্ময়ী উপবিষ্টা।)

গীত।

(জয়) বিভূতি-ভূষণ, জগদাদি-কারণ,
জয় হর গজাজীনধারী।
শশাঙ্ক-শেখর, জটিল বাঘাম্বর,
জয় ঈশ শ্মশান-বিহারী॥
পরমা-প্রকৃতি-রত, নিখিল-হিত-নিরত,
সৃজন-পালন-লয়কারী।
পরমাণু-পরাজিত- অণুতম-বিরাজিত,
ভুবন-বিকাশি-বীজচারী॥
প্রলয়-তাণ্ডবে পুনঃ বিশাল-শরীরী,
ত্রিনয়নে রবি-শশি-দহন-প্রচারী,
ধীর-সুনীল-নভঃ-অম্বর-ধর-হর,
শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি।
দনুজ-দলনে যবে ভবেশ-ভামিনী—
প্রমোদিত-পদ-ভরে লীনা এ মেদিনী,
বিতরি করুণা-কণা জগ-জীব-তারণ!—
হৃদয়ে ভবানী-পদধারী॥

জ্যোতিঃ। (ধ্যানস্থে) জটা-জূট-ধারি!—ওহে ত্রিপুরারি!—
তোল তব মায়া-আবরণ,
হে ফণি-ভূষণ!—
আর নাহি বাঁধ মোরে সংসার-বন্ধনে,
রাতুল-চরণে,—
স্থান দাও, ওহে বাঘাম্বর!—
কৃপা কর বিভূতি-ভূষণ!
হে পিনাক-ধারি!—
কৃপা করি হও হে সদয়,
ভব-ভয়ে বড় ভীতা আমি;—
তাই মাগি—দেব!—তব চরণে শরণ।
মোহ-মুগ্ধ-মন, ভ্রান্ত অনুক্ষণ,
তাই অতি—শঙ্কিত-অন্তর;—
ওহে যোগীশ্বর!—
দেবদেব মহাদেব!
দেব-কুলে একমাত্র যোগি!—
তেয়াগিয়ে সুরভি-চন্দন—
ভস্মে—তব তনু-বিলেপন,
অসার-জগতে—
সার তুমি দেখাইলে জীবে;
তুচ্ছ করি রজত-কাঞ্চন—
ধরিয়াছ ফণি-আভরণ;—
হেন সার বুঝে কোন্ জন?
পীযূষ—দেবেরে করি দান—

ধন্য তব হলাহল-পান,
এ সন্ধান—কয় জন ক'রেছে গ্রহণ ?—
তাই মাগি, তোমার শরণ,
স্থান দাও চরণ-কমলে।

(স্তব।)

ভজ শান্তমশান্ত-প্রশান্ত-করম্।
করুণাময়মাশু-বিষাদ-হরম্॥
চিতি-ভূতি-বিভূষিত-দেহমজম্।
জন-বাঞ্ছিত-কল্পতরুং গিরিশম॥
ভজ ডিণ্ডিম-শূল-বিষাণ-ধরম্।
রজতাদ্রি-নিভং বৃক-কৃত্তি পটম॥
হরি-ধাতৃ-সুরার্চ্চিত-পাদ-যুগম।
ভব-ভাবন-পালন-নাশ-করম্॥

মায়া-যষ্টি-হস্তা-পুলোমা-সহ বিলাস ও
ঢুণ্টিরাজের প্রবেশ।

পুলোমা। এই সেই সোদরা-হারিণী—
তপস্বিনী-কুল-কলঙ্কিনী ;
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ রাজন্!—
অঙ্গীকার করহ পালন ;
ঘুচাও কলঙ্ক-ভার—
ধর্ম্ম-চ্যুত করিয়ে বামায়।

বিলাস। (স্বগত) আহা !!—বসিয়ে বিরলে এই পুণ্য-স্থলে—
শান্তি-দেবী করিছেন কার উপাসনা ?—

বুঝি করি জগতের মঙ্গল-কামনা—
শঙ্করের আরাধনা করিছে সুন্দরী।
আহা মরি !!—হেরে রূপ—জুড়া'ল নয়ন ;
বাসনা-দুর্জ্জয়-গিরি করি বিদারণ—
পলকে ছুটিল প্রাণে প্রেম-প্রস্রবণ।
থাকিতে নয়ন,—চিনি নি রতন,—
অযতনে কত ব্যথা দিয়েছিনু প্রাণে,
নিরজনে অভিমানে তাই বন-মাঝে—
গৈরিকের সাজে রাজে হৃদয়ের ধন ;
রে নয়ন !—
কর আজি আনন্দের ধারা-বরিষণ,
শঠ-মন, আর মোরে ভুলা'তে নারিবে।

ঢুণ্ডি। (স্বগত) জয় জগদীশ্বর !!—এ সাজা-দেবী নয়, তা হ'লে চ'কে পাপের ভাব প্রকাশ পেতো ; ডাকিনী কখন দেবী সাজ্‌তে পারে না, এ আমাদের রাজ-মহিষী না হ'য়ে যায় না ; সেই মুখ, সেই নাক, সেই চ'ক, সেই হাত, সেই পা, অবিকল সেই সব ; আহা !!—সোণা আগুনে পু'ড়ে খাঁটি হ'য়েচে ; ভগবন্ !—মুখতুলে চাও, তোমার কণা-মাত্র কৃপা-বারি এই অভাগা-রাজার উপর বর্ষণ কর ;—আর কেন ?—তার পাপের যথেষ্ট সাজা হ'য়েচে।

পুলোমা। কিবা হেতু নির্ব্বাক্ রাজন্ !
অঙ্গীকার করহ পালন,—
গলাইতে মন,—কর মিষ্ট-সম্ভাষণ,
অস্থির অন্তর মম—বিলম্বে তোমার ;

চাহ প্রেম—ভৈরবী-বামার,
যাচ কি তাহারে নিরজনে ?

বিলাস। দেবি !—চাহ ফিরে করুণা-নয়নে,
হের এই দীন—অভাজনে ;—
অনুতাপে তাপিত-স্বামীর—
অপরাধ—নিজ-গুণে কর গো মার্জ্জনা ;
এস তব সুখের ভবনে,—
নেহারিবে আপন-নন্দনে ;—
অযতনে রহে শিশু—মাতৃ-হীন-সম।
অপালনে আপন-নন্দনে—
আর নাহি রাখ সতি !—
স্বামীর দুর্গতি—আর নাহি সাধ প্রিয়তমে !

ঢুন্ডি। (স্বগত) এই গো !!—রাজা এইবার ভাঙ্গ্‌লে হাটে হাড়ি—সব কেঁচিয়ে ফেল্লে। গোঁফ্ রে !—আজ বুঝি তোকে হারা'লাম—

পুলোমা। (স্বগত) একি !!—বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটিল এমন ?—
দেবীও না জানাইল ইঙ্গিত-বচন,
নারিল কি ভৈরবীর-ভেদিতে ছলনা ?—
সন্ন্যাসিনী—রাজার ললনা !!—
প্রবঞ্চনা—প্রতারণা—দারুণ-নৈরাশ—
অট্টহাসে করে উপহাস !!—
সফল-জীবন-মাঝে—
এই মোর—প্রথম-নৈরাশ ;
হয় হৌক—বিফল প্রয়াস,—

হতাশ্বাস নাহি হও মন !—
না করি গণন,—পিপীলিকা-শ্রেণী সবে,
কে বা হবে যোগ্য মম অরি ?—
ইষ্টদেবী-আশীর্ব্বাদ ধরি—
হেন-শতে—না করি গণনা ;
মিলুক্ কামুক-রাজা মহিষীর সনে,
ইষ্ট বৃই নাহি তাহে অনিষ্ট-সঞ্চার ;—
ধর্ম্ম-ত্যাগে তার—
কর-তল-গত হবে রাজার কুমার।
ইষ্টদেবী-বরে,—অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হবে।

জ্যোতিঃ। (ধ্যানস্থে) আহা !!—প্রকৃতির সনে—
পুরুষের অতুল-বিহার ;
নাহি আর অন্ধকার,
স্বর্গীয়-আলোক,—
আলোকিল এ তিন-ভুবনে ;
পর – মেলে অপরের সনে।
গন্ধ—রসে লয়, রস—রূপে ক্ষয়,
রূপ পুনঃ—পরশে মিশিল ;
সে পরশ—শব্দ-মাঝে বিলীন হইল ;
এ কি !!—পুনঃ অহংতত্ত্ব—শব্দে আসি গ্রাসে ?—
অহংতত্ত্ব—মহত্তত্ত্বে মেশে ?—
প্রকৃতিতে—মহত্তত্ত্ব হইল বিলয় ;—
প্রকৃতি-আশ্রয়—একমাত্র হর—
জ্যোতিঃ-রূপে ব্যাপ্ত নিরন্তর।

পুলোমা। (স্বগত) ধ্যান-রত—সন্ন্যাসিনী মন,
বাধা বিনা সম্ভবে না ইষ্ট-সম্পাদন।
(প্রকাশ্যে) ইষ্ট-দেবী-বরে—
ধ্যানে শান্তি যেন তব হরে ;—
বিঘ্ন করে বিঘ্নকারি গণ।
(বিলাসের প্রতি) ত্বরা কর,—স্থির নহে মন,—
সম্ভাষ হে মহিষী আপন।

চুণ্টি। (স্বগত) ইস্ !!—ঠাক্‌রুণের কি দয়ার শরীর ?—ব্যাপার থানা কি ?—চোর্‌কে ভাণ্ডার লোটায় কেন ?

জ্যোতিঃ। (ধ্যান-ভঙ্গে) কে রে সুধা হ’রে নিলি বলে ?

বিলাস। দেবি ! অপরাধ ক’রো না গ্রহণ,
চল গৃহে !—কোলে নেবে আপন-নন্দন ;
স্বামীর মিনতি—সতী নাহি ঠেলে অনাদরে ;—
মানি আমি—কুৎসিত-প্রকৃতি,—
কিন্তু তবু—স্বামী তব সতি !—
স্বামীর দুর্গতি—সতি !—করহ মোচন ;
চল প্রিয়ে ! আলোকিবে আঁধার-ভবন।

জ্যোতিঃ। অনুতপ্ত শুন হে রাজন্ !—
রুদ্ধ মম—গত-কাল দ্বার ;
রুদ্ধ মম—সমগ্র-সংসার,
সম্বন্ধে—না বাঁধা আমি আর ;—
মুক্ত-প্রাণ—মুক্ত-পথে করে বিচরণ ;
অনুচিত-অনুযোগ—
অবিচারে মোর’পরে কর কি কারণ ?

ঢুণ্ঢি। (স্বগত) রাণী একহাত খুব নিলে যা হ'ক্।

বিলাস। (স্বগত) এ কি শুনি—মহিষীর মুখে ?—
শেল বুকে—বিঁধিল বচনে,
কেমনে বা ফিরাব ভবনে ?—
আশা-তরু-মূলে হ'ল কুঠার-পতন।
(পুলোমার প্রতি) কহ নারি ! কি উপায় করি,—
ফিরাইব কিসে মম মহিষীর মন ?

পুলোমা। বলে ল'য়ে যাও তুমি নিজ-নিকেতনে,
মহিষী তোমার ;—রহে তব পূর্ণ-অধিকার—
শরীর-মনের'পরে।

ঢুণ্ঢি। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ !!—ঠাকৃরুণের নিঃস্বার্থ-উদারতায় দেখ্‌চি আজ একটা মহা-প্রলয় হবে—(প্রকাশ্যে) মহারাজ !—দোহাই তোমার,—এমন কায ক'রো না ;—এ গরিব-ব্রাহ্মণের কথা রাখ, জোর-জবরদস্তি ক'রো না,—সলিয়ে গলিয়ে পার'ত বরং চেষ্টা ক'রে দ্যাখ।

পুলোমা। নীরবে রহ হে তুমি নির্ব্বোধ-ব্রাহ্মণ !
যুক্তি তব,—রাজা নাহি করিবে গ্রহণ,
চল মহারাজ ! তুমি মম যুক্তিমত।

ঢুণ্ঢি। ও বাবা !!—ফোঁস্ গোখ্‌রো,—পিরীতের বুক্‌নি দেখ ?—কায নেই বাবা—চুপ্ চাপ্ ভাল।

বিলাস। (নিকটস্থ হইতে অসমর্থ হইয়া)
ওঃ !!—পরশিবে তনু কে বা অতি জ্যোতিষ্মান্ ?—
ছোটে তেজঃ অনল-সমান ;—
(পুলোমার প্রতি) অন্যযুক্তি করহ বিধান।

পুলোমা। ভাল তাই হবে সমাধান;
দেখি বামা বলীয়সী রহে কত তেজে ?—
(মায়া-যষ্টি লইয়া) মায়ার প্রভাবে নারি!—
নিদ্রা-ঘোরে রহ অচেতন।
(বিলাসের প্রতি) লহ মহারাজ!—
এবে মহিষী আপন।
জ্যোতিঃ। (স্বগত) এ কি!!—অলস—অবশ—দুনয়ন,
তমোগুণে মায়াবিনী এই সেই নারী;
ওহে জগৎ-কারণ!—
আদেশ তোমার আজি করিব পালন;
সত্ত্ব-গুণে পাইয়া বিকাশ—
রজোগুণে হইব প্রকাশ;
দেব-কার্য্যে শক্তি মম করিব হে দান।
(উঠিয়া পুলোমার প্রতি) ব্যর্থ হৌক যাদু-যষ্টি তব,—
যার বলে, বলীয়সী রহ মায়াবিনি!
পুলোমা। (স্বগত) এ কি!!—ব্যর্থ হ'ল শ্রেষ্ঠ-শক্তি মোর ?
আজি ঘোর-বিপদ্ নিশ্চয়;—
লব প্রাণ,—যে হয় সে হয়—
(প্রকাশ্যে) ভাল,—ভাল,—ভাল,—সতি! লহ পরিচয়,—
মায়া-অন্ধকার!—তুমি গ্রাসহ মেদিনী,
মায়া ঝঞ্চাবাত!—কর শক্তির বিস্তার,
কড় কড় রবে তুমি ভীষণ-অশনি—
উগারিয়ে—মায়া-জলধর!—
কর আজি দুষ্টারে সংহার। (তদ্রূপ হওন)।

জ্যোতিঃ। তমোগুণ হ'তে যদি সত্ত্বের প্রভাব,—
প্রকাশ হে—সত্যের তপন!—
ঝঞ্ঝাবাত!—করহ গমন,
মায়া-জলধরে দ্রুত উড়াও—পবন!—
অর্দ্ধপথে লুপ্ত হও—মায়ার অশনি!

(মায়াময়ী-প্রকৃতির সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তি।)

বিলাস। ধন্য—ধন্য—ধন্য—শক্তি তব,—
রাখ প্রিয়ে!—মায়াবিনী-করে।

ঢুণ্ঢি। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) কি অন্ধকার!!—কি ঝড়!!—কি কড কড় শব্দ!!—মহারাজ! আমি বেঁচে আছি কি ম'রে আছি?

পুলোমা। (স্বগত) না জানি,—কি অজানিত-বলে—
বলীয়সী হেরি এ বামারে,—
না জানি কি ছলে আজি—
ডুবাইল মোরে সন্ন্যাসিনী?
এস তুমি—এস মাগো! অর্বুদ-বাসিনি!—
সঙ্গে ল'য়ে কুহক-সঙ্গিনী;—
সাধের নন্দিনী তব বন্দিছে চরণ;
কৃপা-কণা কুরিয়ে বিস্তার—
এ অকূলে কর মা! নিস্তার;—
রাখ মোরে বিষম-সঙ্কটে;
সকাতরে ডাকি মা! তোমারে—
তার মাগো! দুস্তর-পাথারে,
দুরন্ত-সংসারে—সার চরণ তোমার।

(কুহকিনীর আবির্ভাব।)

কুহকিনী। পড়িচিস্ বিষম-ধাঁদায়, প্রাণ-বাঁচা দায়,
বুঝ্‌বি না—না ব'ল্লে মুখে।
আমার যে পূজ্‌বে চরণ, বাসনার বন,
ধূ—ধূ—তার জ্বল্‌বে বুকে॥
নিয়ে রীষ্ মনের আগুন, জ্বল্‌গে দ্বিগুণ,
ঠাণ্ডা হ'বি আগুন-মাঝে?
আমার ত' মুরোদ্ ভারি, কুহক-জারি,
এখানে না তিলেক সাজে।

(অন্তর্দ্ধান)

পুলোমা। (স্বগত) বীর্য্যহীনা—প্রেতিনী আমার ;—
পূজেছিনু বৃথা পিশাচীরে,
আশা দিয়ে ডুবাইল বিপদ্-পাথারে ;—
নৈরাশ,—নৈরাশ—চারিধারে,—
বিপরীত হ'ল আজি হিতে ;
এ কি !!—আজি—হেরি আচম্বিতে ?—
পিশাচিনী-কুহকিনী-অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে,—
যুগপৎ বেড়িল চৌভিতে—
ভয়ঙ্কর-রিপু ছয়-জন !!—
বিকট-বদন, বিকট-দশন,—
চক্রাকার-বিঘূর্ণিত-আরক্ত-নয়ন ;—
করে সবে ঘোর-আস্ফালন ;
কেহ—কুষ্ঠে লেপিয়ে চন্দন—

প্রকাশে—বিকট-হাসি—বিকট-অধরে,
কেহ ধরে—তাম্রবর্ণ-ঊর্দ্ধ-কেশ-ভারে,—
কেহ হেরি—লেলিহানা-রসনা-প্রসারে,
কেহ আসে—রোধিবারে মম দুনয়ন ;—
দর্পে ধরা—সরা কেহ—করে দরশন ;—
পর-দ্বেষী হেরি ষষ্ঠ-জন ;—
ল'য়ে করে সবে ভীম-আয়ুধ আপন—
আমারি অন্তরে সবে করিছে সন্ধান ?—
যায় যাবে প্রাণ—ভগ্নমনা হ'ও না পুলোমা !—
কর ঘোর-রণ—তব মন্দ-ভাগ্য-সনে,
দেখাও শমনে—জনে জনে ;
অগ্রে কর সন্ন্যাসিনী-জীবন-নিধন।
(প্রকাশ্যে জ্যোতিঃ-প্রতি) তপস্বিনি !—শক্তি মোর কর দরশন,
পরিচয় করলো গ্রহণ। (ভূমে পদাঘাত।)

(পিশাচদ্বয়ের প্রবেশ।)

কাক-জঙ্ঘা !—কাক-নাসা !—হে পিশাচদ্বয় !—
তোমাদের শক্তি-চয় করিয়ে আশ্রয়—
ব্যর্থ নহে—কভু কোন—মনোরথ মোর ;—
আজি ঘোর-সঙ্কট-মাঝারে—
স্বীয়-শক্তি দেখাও সংসারে,—
রাখ—রাখ—আজি মোর মান,
লহ ত্বরা তপস্বিনী-প্রাণ।

(পিশাচদ্বয়ের জ্যোতির্ম্ময়ীকে আক্রমণোদ্যম।)

জ্যোতিঃ। তমোগুণ হ'তে যদি সত্ত্বের সম্মান,
প্রেতদ্বয়!—রহ স্থির—পাষাণ-সমান,
কঙ্কাল শরীর যেন তিল নাহি টলে।
(পিশাচদ্বয়ের নিশ্চলতা-প্রাপ্ত-হওন।)

পুলোমা। (স্বগত) পলে-পলে—বহ-বহ—প্রলয়-পবন!—
বজ্র!—কর অবিরল অনল-বমন,
প্রকট প্রখর-কর—প্রলয়-তপন!—
ভস্ম হোক—জগৎ সংসার,
শক্তি-হীন শক্তির আধার!!—
প্রতিহত—যৌবনের কুটিল কৌশল,
পরাজিত—কুহকের ছল,
পরাভূত—পিশাচের বল,
নিষ্ফল নেহারি মম—সফল-সাধনা!!—
ওঃ!!—বিষম যাতনা,
যে ক'রেছে মরমে আঘাত,—
তার রক্তপাত—
না হেরিলে সুস্থ নহে প্রাণ;
(ছুরিকা লইয়া) এস তুমি শারীরিক-বল!—
পুরোভাগে হের ঘোর-পরীক্ষার স্থল,
পরিচয় দেহ—বাহো!—শক্তির তোমার।
(ছুরিকা-দ্বারা জ্যোতির্ম্ময়ীকে আঘাত-চেষ্টা।)

জ্যোতিঃ। (পুলোমার প্রতি) সাধ্য কিবা করিতে সংহার?—
সংহার-রূপিণী-মাতা সহায় আমার,
শূন্য-পথে—হের ঐ—দিতেছে অভয়;

(পিশাচদ্বয়ের প্রতি) হে পিশাচদ্বয়!—
দেহ বাধা—প্রচণ্ডা-বামারে,
(পিশাচদ্বয়ের পুলোমাকে বাধা দেওন।)
দে'খো যেন জগৎ-মাঝারে—
আর কারো অহিত না সাধিবারে পারে।

পুলোমা। শক্তি-হীন সমগ্র-সংসার;
বিপরীত কোন-শক্তি-বলে—
শক্তি মোর—নাহি যেন চলে;
বহি মাত্র—অপার-যাতনা,
ধরি হৃদে—অতৃপ্ত-বাসনা;—
ব্যর্থ মম—শক্তি-উপাসনা,
শক্তি-লোপ করিব আমার—
যাতনার হবে অবসান। (আত্মঘাত চেষ্টা।)

জ্যোতিঃ। প্রেতদ্বয়!—ধর দ্রুত মহাপাপিনীরে,
প্রাণ যাহে ত্যজিবারে নারে,—
(পিশাচদ্বয়ের পুলোমার আত্মহত্যা-চেষ্টায় বাধা দেওন।)
সাথে সাথে কর বিচরণ;
পরের অনিষ্ট নারী ক'রেছে অপার,—
আত্মহত্যা করিলে না পাইবে নিস্তার,
রাখিও জীবিতা তারে;—
অনুতাপ আসিয়ে অন্তরে—
ঘোচে যদি কভু তার মহাপাপ ভার।

পুলোমা। (স্বগত) গেল না পরাণ?—
যাতনার নাহি অবসান,

জ্বলিছে জগৎ—যেন জ্বলন্ত-দহনে ;—
বারি—বারি—হুতাশন করিব নির্ব্বাণ ;—
ঐ আসে—এক বিন্দু—বহিয়ে বয়ান,
পুনঃ বিন্দু,—পুনঃ বিন্দু,—কর ধারাপাত,—
শূন্য-ভাগে অকস্মাৎ কে বা তুমি নারি ?—
শত-ধার-প্রবাহ-প্রসারি—
অশ্রু-ধারে পারাবার করিছ স্বজন ?
দেহ মোরে,—তৃষাতুরা বাঁচাবে জীবন ;
হয় হোক্—লবণ-মিশ্রণ,—
উষ্ণ কেন কর বরিষণ ?
হিম-বারি বিতরণে—
কর ঘোর-তৃষ্ণার-শমন ;
সন্ন্যাসিনি !!—ডুবাইবে উত্তপ্ত-সাগরে ?—
তাই—ধারাকারে অশ্রু কর বরিষণ ?—
তাই তব—সাগর-স্বজন ?
উত্তাল সে ঊর্ম্মি-মালা করিয়ে গর্জ্জন—
প্রতিঘাতে বিপর্য্যস্তা করিছে আমারে ;
কেন পুনঃ—দীর্ঘ শ্বাস-ভরে—
অনল করিছ উদ্গিরণ ?
দুরন্ত-সাগর-বারি—
উষ্ণ তাহে মূর্ত্তিমান্ দহন যেমন ;
এ সাগরে—তরণীর নাহি দরশন,
এ কি হেরি !!—শূন্য-পথে বাহিয়ে তরণী,—
সাথে ল'য়ে ভুবন-মোহিনী—

কে বা সুখে কর বিচরণ ?
চিনেছি—চিনেছি—মম মানস-মোহন—
মৎস্য-দেশ রাজার নন্দন ;—
এসেছ কি হেরিবারে দুর্দ্দশা আমার ?—
কর উপকার,—হান অসি হৃদয়ে আমার,—
যাতনার হোক্ অবসান ;
এ কি !!—তুমি চলে গেলে ফিরায়ে বয়ান ?—
অতৃপ্ত-বাসনা মম হৃদে বলবান্ !!—
সুখে তোমা হেরি ভাসমান ?—
কিসে শাস্তি করিব বিধান ?—
চক্ষু-শূল !!—কেন মম গেল না পরাণ ?—
নাহি পরিত্রাণ—
কিসে যাবে প্রাণ ?—কিসে যাবে প্রাণ ?—

(বেগে পুলোমার প্রস্থান ও পিশাচদ্বয়ের তদনুসরণ।)

চুণ্টি। ওঃ !!—পাপের চিত্র কি ভীষণ !!—সাতজন্ম আইবুড় থাকি সে ভাল বাবা—তবু পরের ছেলের দিকে নজর করি না।

জ্যোতিঃ। ওহো !!—শক্তি-হীনা আমি,
খুলে গেল কার্য্যের বন্ধন। (পতন।)

চুণ্টি। মহারাজ !—দ্যাথ দ্যাথ—কি হ'ল দ্যাথ—

বিলাস। (জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকটে আসিয়া)
কেন প্রিয়ে !—ধরাতল করিলে গ্রহণ ?

জ্যোতিঃ। কেটে গেল মায়ার স্বপন,
হৃদয়-সর্ব্বস্ব-ধন !—

এস প্রভো !—সম্মুখে আমার,—
আদেশ তোমার,—করিয়ে লঙ্ঘন,—
বহু-পাপ—ক'রেছি অর্জ্জন,
মুক্ত-কণ্ঠে কহ প্রাণেশ্বর !—
ক্ষমিলে সে অপরাধ মম ?

বিলাস। (নিজাঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া)
অপরাধী আমি নিজে তোমারি সদনে,—
মোর পাশে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহ কি কারণে ?—
কেন প্রিয়ে !—হেরি তব আঁখি ছল-ছল ?—
কেন আন—নয়নের জল ?—
কেন ব্যথা দাও আর—ব্যথিত-পরাণে ?

জ্যোতিঃ। প্রভো !—নাহি আর অধিক সময়,
জ্ঞান মম—বুঝি লুপ্ত হয়—
অন্তিম-সময়—দেহ তব শ্রীচরণ-ধূলি ;—
অপরাধ ভুলি মোরে কর হে মার্জ্জনা,
রাখি পদ—শিরোদেশে—পূরাও কামনা।

বিলাস। কোথা যাবে ?—কোথা যাবে ?—ফেলিয়ে বল না ?—
খেলিবার সাধ ত গেল না,
ত্যজিও না অভিমান-ভরে,
আর ব্যথা—দিব না অন্তরে,—
বারেক বচনে মোর কর হে প্রত্যয় ;—
নিদয় না হব কদাচন ;
তব তরে—আঁধার—ভবন,
তব তরে—আঁধার—জীবন,

প্রাণের নন্দন তব অপালনে রয়,
এ সময়—কাঁদা'ও না—দীন—অভাজনে ;
আলোকিয়ে আঁধার-ভবনে—
চল প্রিয়ে!—কোলে লবে আপন-নন্দনে,
হের শিশু—ধাত্রী-সনে,—প্রয়াসী মিলনে—
এ গহনে হইল উদয়।

(কতিপয়-রাজ-পুরুষ-সহ সুকুমারকে লইয়া ধাত্রীর প্রবেশ।)

জ্যোতিঃ। খেলিবার নাহি হে সময়,
শিথিল হইল মোর অঙ্গ সমুদয় ;
রহে প্রাণ—ক্ষমা-লাভ-তরে ;
নহে হেথা—ওই—ওই ত্রিদিব-ভবনে—
মিলিব আবার—তব সনে,
কোলে লব—প্রাণের নন্দনে,
এ ভুবনে—আর নাহি বাঁধহ আমায় ;—
হাসি-মুখে দাও হে বিদায়,—
শান্তি কোথা বিষময়-বাসুকি-ফণায় ?—
রহে হেথা অপার-যাতনা,
কহ প্রভো!—অপরাধ করিলে মার্জ্জনা ?

বিলাস। (স্বগত) স্বাধ্বী-আশা অপূর্ণ না রয়,
সত্য সত্য !!—সাধ্বী-আশা অপূর্ণ না রয়,—
এ প্রত্যয়ে—হোক্ মোর প্রেমের বিলয়,
হবে ধ্রুব—মঙ্গলের হেতু,—

মিলনের সেতু মম—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-মাঝে।
(প্রকাশ্যে) নাহি প্রিয়ে! অপরাধ তব।

জ্যোতিঃ। (বিলাসের দক্ষিণ-পদ মস্তকে ধরিয়া জড়িত-স্বরে)
আঃ!—ছেদিলাম সংসারের ডুরি,
আর নহি—জড়িতা বন্ধনে,
উপহার দিয়াছি নন্দনে,—
শুধিয়াছি পিতৃ-লোক-ধার—
ত্যজিয়াছি মায়ার সংসার;—
ধারি কার ধার—ভবে আর?
পূর্ণ মনোরথ,—বিমানে নামিছে—ওই রথ,
ছায়া-পথ—আলোকিত—স্বর্গীয়-আভায়,
জ্যোতির্ম্ময় কে সারথি—তুলিল আমায়?—
ল'য়ে যায় শূন্য-পথে—কোন্ এ ভুবন?
সুবাসে বাসিত অনুক্ষণ,—
কত অলি করিছে গুঞ্জন,—
ফুলে ফুলে ভ্রমি নিরন্তর;—
সঙ্গীত লহর—জুড়া'য়ে শ্রবণ—মাতাইছে মন,
সাধনের ধন—হেরি প্রকৃতির সনে,
মিশে যাই—মিশে—যাই—রা—তু ল চ—র—ণে।
(প্রাণত্যাগ)।

বিলাস। (করতালি দিয়া) ঐ যাঃ—সকলি ফুরা'ল।

চুণি। (স্বগত) পাষাণ-প্রাণ!—কেন গ'লে ছুটে চ'কে এ'স?—দেখ্‌তে এসেছ?—প্রাণ ভ'রে ছাখ। হা ভগবন্! এ কি ক'ল্লে—অপোগণ্ড-শিশু মাতৃ-হীন হ'লো—মহারাজ বিপত্নীক

হ'লো—তার বড় আশায় ছাই প'ড়্লো—সে জন্মের মত শ্রীভ্রষ্ট হ'ল—জান্‌লাম—অদৃষ্ট-চক্রের গতি—অপ্রতিহত।

বিলাস। সখে!—বড় আশা ক'রে—
এসেছিনু ফিরাতে দেবীরে,
নয়নের নীরে—
টলিল না মহিষীর মন;—
মোর পাপে,—পেয়ে মনস্তাপে,
রাখি মোরে চির-অনুতাপে—
সাধ্বী দিল অকাতরে প্রাণ-বিসর্জ্জন।
যেই প্রাণ—একদিন করিতে রক্ষণ,—
তুচ্ছ তুমি ক'রেছিলে আপন-জীবন,—
সেই প্রাণ—অবহেলে হারাইনু হায়!!—
জ্ঞানি-বর!—মোহ-বশে চিনি নি তাহায়,
কিন্তু মোহ কাটিল যখন;
চিনিনু সে অমূল্য-রতন,
নারিনু করিতে তারে হৃদয়ে ধারণ;
যাও তবে,—মুক্ত-দ্বার বিমল-ভুবন,
যাও দেবি!—নাই যথা—দুঃখের দহন,
নাই যথা—স্বামি-অযতন,
শান্তির পবন—যথা—বহে অনুক্ষণ;—
পূতমনাঃ দেবগণ—পাইয়ে তোমায়—
উল্লাসে—ত্রিদিব-বাসে—ভাসিবে হে সবে।

সুকুমার। (ধাত্রীর প্রতি) কেন মাগো! জননী না করে সম্ভাষণ?
হেরিলে আমারে—লবে সাদর-চুম্বন,

কবে কত—স্নেহের বচন,—
ব'লেছিলে তুমি যে আমারে ?—
ব'লেছিলে—আমি এলে ফিরিবে আগারে,
বঞ্চিত আমি যে মাগো ! পিতৃ-স্নেহ-ধারে ;
মাতা নিলে আদরে কুমারে—
ব'লেছিলে—পাব যে গো পিতার যতন,
কহ মাতঃ !—কেন মাতা হ'ল গো এমন ?

ধাত্রী। হায় বাছা !—তোমার অদৃষ্টে বিধাতা পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ লেখেন্ নাই ;—জনম-দুঃখিনী চিরকালের জন্য, জগতের মমতা পরিত্যাগ ক'রে, অনন্ত-ধামে চ'লে গেলেন।

সুকুমার। ছেড়ে গেল জননী আমার ?
তারো হ'লো এই কি বিচার ?—
হায় !—আমি কোল পাব ব'লে,—
গিয়েছিনু একদিন পিতার সদন,
পিতা নাহি সম্ভাষণ করিল আমারে,
মুখ-পানে চাহিল না ফিরে ;—
আজি পুনঃ—সেই কোল-আশে—
জননী-সকাশে—
এসেছিনু বড় আশা ক'রে,
কিন্তু সে যে চির-তরে—
চ'লে গেল ছাড়িয়ে আমায় ;
কাঁদিলে না মেলিবে নয়ন,
পায়ে ধ'রে সাধিলে না কহিবে বচন,
জুড়াবে জীবন আর কিসে অভাগার ?

উঠ মাগো !—কোলে তোর উঠিব না আর,
জননী আমার !—তবে কেন জাগিবি না বল,
কর মা !—শীতল—মন মম—কথাটি কহিঁয়ে,—
কাঁদে তোর কাতর-সন্তান।

বিলাস। (সুকুমারের প্রতি) কেন মিছে অশ্রু-জলে ভাসাও বয়ান,—
উচাটন কর মোর প্রাণ ?—
আরে মোর অবোধ-কুমার !—
কার কাণে ঢাল শিশু !—বিলাপের ধার ?—
কাতরতা—পশিবে না আর,—
শুষ্ক-ফুল—গেছে তার—সার ;
জে'ন মনে—অযতনে—
আর ফুল—ফুটিবে না বনে,
স্বর্গের প্রতিমা—গেছে স্বর্গ-নিকেতনে ;—
হের—স্তব্ধ জগৎ-সংসার,—
শুন—পাখী নাহি গাহে আর,
ছিন্ন তন্ত্র—হৃদয়-বীণার,—
শুন আর—সুমধুর নাহি সে ঝঙ্কার ;—
প্রশান্ত-সাগর-সম—হৃদয় আমার—
রহে মাত্র—ধীর—স্থির—ঝঞ্চাবাত-পরে,
কেন তারে—বিলাপ-বাত্যার ভরে—
হে কুমার !—উদ্বেজিত কর পুনর্ব্বার ?—
যাও ফিরি,—যাও তব—ধাত্রী-মাতা-সনে,
যাও—তব আপন-ভবনে,
এ গহনে,—শ্বাপদের সনে,—

বঞ্চিবে হে জনক তোমার—
যত কাল দেহে রবে প্রাণ;
যাও ধাত্রি!—ধর বুকে—তোমার সন্তান,
(ঢুণ্ঢির প্রতি) ম্রিয়মাণ আর নাহি হও মিত্রবর!

ঢুণ্ঢি। মহারাজ!—অমন অমঙ্গুলে কথা মুখে আন্‌তে নাই:—রাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রজার শুভাশুভ তোমার উপর নির্ভর ক'র্‌চে,—কাতর-নয়নে তারা সকলে তোমার মুখের দিকে চেয়ে র'য়েছে,—কি ব'লে তাদের ভাসিয়ে দেবে মহারাজ! বিপদের ভয়ে অন্তর কাতর হ'তে পারে,—কিন্তু বীর-হৃদয় বিপদে বিচলিত হয় না;—যে শেল হৃদয়ে ফুটেছে,—অটল-হৃদয়ে তাকে বুকে ধ'রে,—মহান্ হৃদয়ের পরিচয় দাও;—এস মহারাজ!—রাজ্ঞীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন ক'রে, সকলে ঘরে ফিরে যাই।

বিলাস। মোর অযতনে ব্যথা পেয়ে মনে,—
প্রিয়া মোর—ত্যজেছে সংসার,
সে সংসারে মমতা কি আর?—
নখাগ্র-সমান তারে করিয়ে বর্জ্জন—
প্রায়শ্চিত্ত করিব সাধন;
তবে মোর ঘোর-পাপে হবে পরিত্রাণ;
নাহি স্থান আর মম সংসার-আশ্রমে;
রতি এই প্রিয়ার আসনে—
বিজনে কাটাব কাল ক'রেছি মনন;
ভারাক্রান্ত—পাতকের,—
অবশিষ্ট উর্ম্মিগুলি—মোর জীবনের—

নীরবেতে করিব গণনা ;
রাজ্ঞীর সৎকার সখে !—করি সমাপন—
যাও ফিরে—যাও তুমি—নিজ-নিকেতন।

ঢুণ্ডি। মহারাজ !—অমন সোণার চাঁদ ছেলে র'য়েছে,—আগে তাকে মানুষ কর,—তার বে থা দাও,—পরে বাণ-প্রস্থ অবলম্বন ক'রো,—এখন কি তোমার বৈরাগ্যের সময় ?

বিলাস। সখে !—বৃথা তুমি করিছ সাধনা,
রাজ্ঞী-সনে কামনায় দিছি বিসর্জ্জন,
যাও ফিরি—আপন-ভবন,
লহ বুকে—প্রাণের নন্দন,
লালন-পালন ভার—
অর্পিলাম আজি তব করে ;
অনাদরে যারে আমি ক'রেছি বর্জ্জন,
মোহে মম শোকে তব ঝ'রেছে নয়ন,
ক্ষতি তার করিতে পূরণ—
করিয়াছ নিজে তারে হৃদয়ে ধারণ,—
করিয়াছ প্রাণ কভু—পণ—
শষ্প-সম—মম রোষে করিয়ে গণন ;
পালনের যোগ্য-জন তাই ভাবি মনে—
সমর্পিনু তব করে সন্তান-রতনে ;
রেখো সযতনে প্রাণের নন্দনে—
পূর্ব্ব-সম স্নেহের নয়নে ;—
অযতনে যেন প্রাণে—ব্যথা নাহি পায়,
মাতা তার—ত্যজেছে মায়ায়,

স্নেহ আজি—ভুলিল পিতায়,
মমতায় ভুলাই ও অনাথ-বালকে ;—
(সুকুমারকে ঢুণ্ঢিরাজের ক্রোড়ে করণ।)
মায়া-পাশে আর নাহি হইব জড়িত,
যতেক বিহিত—রেখো সখে! সখা-অনুরোধ,
লহ সখে!—শিরস্ত্রাণ মোর। (মুকুট-প্রদান।)
(রাজ-পুরুষগণের প্রতি) বন্ধুগণ!—
শুনিলে শ্রবণে মম শেষ-অনুরোধ?—
যাও সবে—রাজ্যময় কর গে ঘোষণা,—
রাজ-পদে অভিষিক্ত হইবে কুমার,
রক্ষণের ভার—
আজি হ'তে হইল সখার ;
মাতৃ-স্থানে তুমি ধাত্রি! কুমার তোমার।
(ধাত্রী-করে সুকুমারকে সমর্পণ।)

রাজপুরুষগণ। শিরোধার্য্য আজ্ঞা মহারাজ!

ঢুণ্ঢি। আদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌বার ক্ষমতা দীন-ব্রাহ্মণের নাই—রাজরাজেশ্বর!—ভিক্ষুককে বড় নিরাশ-প্রাণে ফেরালে!!—ফিরিয়ে সুখী হও, ফেরাও—কিন্তু দিনান্তে চ'কের দেখা হ'তে যেন বঞ্চিত ক'রো না।

(রাজ-পুরুষগণের জ্যোতির্ম্ময়ীর শব-দেহ বহন করিয়া নির্নিমেষে রাজাকে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে অপসরণ ও বিলাস ব্যতীত সকলের তদনুগমন।)

বিলাস। (স্বগত) ধন,—মান,—রাজ্য,—পরিজন—
বাসনার বিষম-বন্ধন,

সে বন্ধন—করিনু ছেদন,
আর কেন ?—পাও তারে—
মহারাজ যে বা হৃদয়-মাঝারে—
পীড়ন করিতে প্রলোভনে ;
হে বাসনে !—
তোমার ছলনে—কভু পতঙ্গের প্রায়—
ছুটেছিনু দীপ্ত-হুতাশনে,
প্রিয়া-পুণ্যে পাইনু উদ্ধার,
কেটে গেল মোহ-অন্ধকার,
হৃদে প্রেম-অধিকার কৃপায় প্রিয়ার ;—
আজি পুনঃ কৃপায় তাহার—
পাইয়াছি সুশীতল-প্রেম-প্রস্রবণ ;
বিরহের অন্ধকারে হইলে মগন—
প্রিয়া দিল প্রত্যয়-তপন,
সে আলোকে হবে মম দেবী-দরশন,—
ব'লে গেল স্বর্গ'পরে হইবে মিলন ;
অন্যথা না আসে তিল মনে ;
হে বাসনে !—তীব্র-সাধনায়,—
আজীবন শান্তি-কামনায়—
করিয়াছি—প্রেম-উপাসনা,
সে সাধনা,—কামনায় হবে অবসান ?
শাস্ত্র-জ্ঞান কর্ণ-মূলে কয়—
কর্ম্ম-ফল না হয় বিলয়,—
অন্ধ আমি—তাই রত্নে ফেলি অনাদরে—

ছু
ত্যজি
প্রেম তৃ ক্রো
মরু-ভূমে ব
তাই মোর প্রে
যোগ লীলা—মরীচিব
দূর হ'তে তাই মোরে দি
কিন্তু এবে—খুলেছে নয়ন,
হেরিয়াছি প্রত্যয়-তপন—
উদিবারে হৃদয়-গগনে,
বিশ্ব-ব্যাপি-বাম-অর্দ্ধ-প্রেমের সাধনে,
নিশ্চয় মিলিব আজি—প্রিয়তমা-সনে ;
ওই !!—প্রেম—টানে কিবা টানে—
কহে কাণে কাণে—
"আমি তোরে করাব মিলন"।
ওহে নারায়ণ !—কার্য্য তব করিনু সাধন,
নিরুপায়ে রাখ এবে পায়,
তোমার ছায়ায়—
জুড়াইতে চাহে আজি প্রাণ ;
কার্য্য-অবসান,—
লুপ্ত হও—ধ্যাতা—ধ্যেয়—ধ্যান,—
হ'ল ধরা এক-পরিবার—
নাহি—আর—আমার—আ—মা—র।

(প্রাণত্যাগ)

বেশ।)

ফাণ।

প্রেমেরি তুফান ॥

প্রেম-সাগর-জলে,

লো তিরোধান ॥

তাহে নিভিল তপন,

আসি অভেদ-বিমান ॥

লয়; ব্যোমে ছুটিল সময়,

শা চেয়ে, একটি হ'য়ে, মিশ্‌লো ছুটি প্রাণ।

তার তিমির-নাশি-চেতনা আসি, জ্যোতিঃ করে দান ॥

যবনিকা।

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd. 1902.
MAJU, HOWRAH